CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 8 June, 2023 ■ আগরতলা ৮ জুন, ২০২৩ ইং ■ ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিদ্যুতের চাহিদা সর্বকালের রেকর্ড ছুঁয়েছে, ভোক্তাদের সহযোগিতা চাইলেন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। রাজ্যজুড়ে গরমের তীব্রতা বেড়েই চলেছে। পারদ ৪০ এর আশেপাশে থাকলেও ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল রাজ্যবাসী। হাওয়া অফিস জানিয়ে দিল ১৪ই জুন পর্যন্ত গরমের দাপট এইভাবেই চলবে। এদিকে রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিস্থিতিও অনেকটাই উদ্বেগ জনক। কারণ চাহিদার তুলনায় যোগানে সমতা আনতে হিমশিম খাচ্ছে রাজ্যের বিদ্যুৎ নিগম। গরমের জন্য রাজ্যে বিদ্যুৎ চাহিদাও বেড়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় রাজ্যে বিদ্যুৎ এর সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল রেকর্ড পরিমান ৩৫৭.৪ মেগাওয়াট। বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ আজ সন্ধ্যায় মহাকরনে সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান।

তিনি বলেন গরমের জন্য বিদ্যুৎ নিগম অতিরিক্ত দামে বর্হিরাজ্য থেকে বিদ্যুৎ কিনে এনে চাহিদা মেটাতে হচ্ছে। এতসব সত্ত্বেও রাজ্যে স্বাভাবিক রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে বিদ্যুৎ নিগম। তিনি বলেন এবছর একদিনের হিসেবে সবচেয়ে বেশি বিদ্যুতের চাহিদা হয়েছে। শারদ উৎসবের দিনগুলিতেও এতটা চাহিদা ছিল না। এই পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কাছে তার আহ্বান অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন। এই পরিস্থিতি বিদ্যুৎ সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখতে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সরঞ্জাম ব্যবহারেও রাশ টানা দরকার। যেমন বাড়িতে একাধীক এ সি মেশিন বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ ব্যবহার করার আগে বিদ্যুৎ নিগমের কাছ থেকে আগাম অনুমতি নেওয়ার অনুরোধ করেন তিনি। তা না হলে, সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিদ্যুৎ পরিবাহী ব্যবস্থা বিঘ্নিত হতে পারে। কারণ সংশ্লিষ্ট এলাকার নিকটবর্তী ট্রান্সফরমারগুলির ওপর ক্রমশ চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলস্বরূপ ট্রান্সফর্মার বিকল হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে। বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন হয়ে যেতে পারে।

তিনি এ বিষয়ে জন সচেতনতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে বলেন বিদ্যুৎ দপ্তরে তাদের বৈধ-বিদ্যুৎ ব্যবহারের সঠিক তথ্য দেওয়ার জন্য। বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ আরও জানান, পরিবাহী ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে বিদ্যুৎ নিগমের ১৫ টি গাড়ি ও কর্মীদেরকে নিয়মিত রাখা হয়েছে। যাতে পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা যায়। তিনি বলেন অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রাণে বাঁচতে চলন্ত অটো থেকে মহিলা যাত্রীর ঝাঁপ, ধৃত চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। গন্তব্যস্থলে না নিয়ে মহিলা যাত্রীকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন অটো চালক। অটো থেকে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে রক্ষা করেন ওই মহিলা যাত্রী। পরবর্তী সময়ে এডি নগর থানায় মামলা দায়ের করেন তিনি। মহিলার অভিযোগে আজ পুলিশ অটো চালককে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে।

অভিযোগকারী মহিলা জানিয়েছেন, গত সোমবার বড়দোয়ালি এলাকা থেকে ক্যাম্পেরবাজার যাওয়ার জন্য অটোতে চেপেছিলেন তিনি। অটোতে চালক সহ আরও তিনজন পুরুষ যাত্রী ছিলেন। কিন্তু কিছুটা রাস্তা অতিক্রম করার পর অটো চালক ক্যাম্পেরবাজার না গিয়ে টিভি টাওয়ারের দিকে গন্তব্য ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। তাতেই মহিলার মনে সন্দেহ দানা বাঁধে। তিনি সাথে সাথে চালককে গাড়ি থামাতে বলেন। কিন্তু তারপরেও চালক অটো গাড়ি থামাননি। শেষে দ্রই মহিলা চলন্ত অটো থেকে রাস্তায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মরক্ষা করেন। তাঁর অভিযোগ, পরবর্তী সময়ে অটো চালক সহ তিনজন যাত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লাউগাং-এ ড্রেইনে উদ্ধার নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ, খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৭ জুন।। নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ ড্রেইনে উদ্ধার হয়েছে। দেনায় জর্জরিত ওই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারে জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, নাকি তাঁকে খুন করে ড্রেইনে ফেলে রেখেছে, সেই প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি মারছে। শান্তিরবাজার লাউগাং এলাকায় ওই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

শান্তিরবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার সকালে লাউগাং এলাকায় ড্রেইনে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। স্থানীয় মানুষ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দিয়েছেন। তাঁর নাম জয়ন্ত বৈদ্য(৩০) বলে পরিবারের সদস্যরা শনাক্ত করেছেন। পুলিশের দাবি, তাঁকে গতকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। আজ সকালে তাঁকে বাড়ির পাশেই ড্রেইনে মৃত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে। তিনি শান্তিরবাজার স্টেট ব্যাঙ্কে অস্থায়ী কর্মী পদে কর্মরত ছিলেন।

স্থানীয় মানুষের দাবি, জয়ন্ত দেনায় জর্জরিত ছিলেন। দেনা পরিশোধের চিন্তায় হয়তো আত্মহত্যা করেছেন। তবে, তাঁকে খুনের বিষয়টিও উড়িয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ককবরক ভাষায় রোমান স্ক্রিপ্ট চালুর দাবিতে ধর্না

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। ত্রিপুরায় ককবরক ভাষায় রোমান স্ক্রিপ্ট চালু করার দাবিতে রোমান স্ক্রিপ্ট ফর ককবরক চৌবারের উদ্যোগে বুধবার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানের সামনে ধর্নায় বসেছেন জনজাতিদের ৬৫টি সংগঠনের কর্মীরা। এদিন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ধর্নায় বসেছিলেন তাঁরা।

এদিন ধর্না মঞ্চে উপস্থিত প্রাক্তন মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, ৫০ বছর ধরে জনজাতিরা ককবরক ভাষায় রোমান স্ক্রিপ্ট চালু করার দাবি জানিয়ে আসছেন। কংগ্রেস সরকারের আমলে এই দাবি নিয়ে একটি ভাষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল। ওই কমিশনের রিপোর্টে জানা গিয়েছে, ত্রিপুরার ৮০ শতাংশ জনজাতি ককবরক ভাষাকে রোমান হরফে চাইছেন। কিন্তু ত্রিপুরার জনজাতিদের জন্য দূর্ভাগ্যের বিষয়, পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার ওই দাবিটি বাস্তবায়িত করেনি। তাঁর সাফ কথা, ভাষা কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে রাজনীতি করা ঠিক নয়।

জনৈক আন্দোলনকারী হুশিয়ারী দিয়ে বলেন, সরকার অতি সত্বর তাঁদের দাবি পূরণ না করে তাহলে আগামী দিনে আন্দোলন বৃহত্তর আকার ধারণ করবে।

মাস্টার পাড়ায় বাড়িতে ঢুকে অপহরণের চেষ্টা এক ব্যক্তিকে, জনতার প্রতিরোধে ধৃত দুই দুস্কৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে তোয়াক্কা করছেনা একাংশের প্রত্যুৎসায়ী বিজেপি নামধারী লোকজনরা। তাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।। এ ব্যাপারে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার জন্য রাজ্য সরকার এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

রাজধানীর আগরতলা শহরের মাস্টারপাড়া এলাকায় গতকাল রাতে কতিপয় দুর্বৃত্ত একটি বাড়িতে ঢুকে এক ব্যক্তিকে প্রচন্ড মারধর করে রক্তাক্ত করেছে। রাজধানীর আগরতলা শহরের নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যেই শাসক দলের নামধারী কিছু অত্যুৎসাহী দুর্বৃত্ত মাস্টারপাড়া এলাকায় প্রদীপ কুমার মজুমদার বাড়িতে ঢুকে প্রদীপ মজুমদারের খোঁজ করে। ওই সময় প্রদীপ মজুমদার বাড়িতে ছিল না। প্রদীপ মজমদারের মায়ের কাছে খোঁজ করে তাকে না পেয়ে হইহট্ট গোল করছিল দুর্বৃত্তরা। এরই মধ্যে প্রদীপ মজুমদার নামে ওই যুবক বাড়িতে আসে। তখনই তারা প্রদীপ মজুমদারকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরিবারের লোকজনদের চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। তাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়ে দুর্বৃত্তরা তাকে প্রচন্ড মারধর করে।

তাতে রক্তাক্ত হয় প্রদীপ মজুমদার নামে ওই যুবক। সঙ্গে সঙ্গে এলাকার লোকজনরা আগরতলা পশ্চিম থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এলাকাবাসীর প্রতিরোধ এবং পুলিশের উপস্থিতি দেখে বাড়ির সামনে বেশ কয়েকটি বাইক ও স্কুটি ফেলে দুর্বৃত্তরা প্রাণ বাঁচাতে পালানোর চেষ্টা করে। অন্যান্যরা পালিয়ে গেলেও দুজনকে পুলিশ আটক করতে সক্ষম হয়।

এছাড়া বেশ কয়েকটি বাইক আটক করেছে পুলিশ। এদিকে পরিবারের লোকজনরা জানান তারা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই এসপিও জওয়ানের সংঘর্ষ দায়ের কোপে গুরুতর একজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ জুন।। দুই এসপিও জাওয়ানের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষের জেরে এক এসপিও জাওয়ানের দায়ের কোপে গুরুতর অপর এক এসপিও জাওয়ান। দুই জাওয়ান কর্তব্যরত রয়েছে তেলিয়ামুড়া থানায়। সংঘর্ষের ঘটনাটি ঘটে তেলিয়ামুড়া থানাধীন ব্রহ্মছড়া"র কলইপাড়া এলাকায় বুধবার।

জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরেই কোন এক বিষয়কে কেন্দ্র করে তেলিয়ামুড়া থানায় কর্তব্যরত সজল দাস এবং রাকেশ ভৌমিক নামের দুই এসপিও জাওয়ানের মধ্যে

হিংসাত্মক মনোভাব ছিল। অবশেষে ব্রহ্মছড়া"র কলইপাড়া এলাকায় ঘুরতে গিয়ে তাদের মধ্যে শুরু হয় বাকবিতণ্ডা। এই বাকবিতণ্ডা মুহূর্তেই রূপ নেই হাতাহাতিতে। অভিযোগ, সেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরে সাইবার ক্রাইমের শিকার সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৭ জুন।। সাইবার ক্রাইম দিন দিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে গোটা রাজ্য জুড়ে।এই প্রতারণা থেকে বাদ যায়নি আট থেকে আশি বছরের সরল মনের মানুষ। কখনো নয় ঘরের অংক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে মিলিয়ে দিতে পারলে গাড়ি ,বাড়ি,স্কুটি , বাইক ইত্যাদি লোভ দেখিয় এই সাইবার ক্রাইম সর্বসান্ত হচ্ছেন।

এইবার সাইবার প্রতারণার শিকার সাইবর উদয়পুরের এক সাংবাদিক। এই সাংবাদিকের সাথে প্রতারণা করে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে সাত বারে প্রায় ৩০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয় প্রতারক দল।গত ৫ জুন সোমবার সকাল বেলা প্রতারণার শিকার হন সাংবাদিক তাপস মজুমদার।এ বিয়েয়ে সাইবারক্রাইম এবং ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ককে লিখিতভাবে অভিযোগ জানান তাপস মজুমদার।

সাংবাদিক তাপস মজুমদার ত্রিপুরা টাইমস পত্রিকার সাংবাদিক এবং উদয়পুরের প্রতিনিধি।মেয়ের চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি কলকাতার রবীন্দ্র নাথ টেগোর হসপিটালে গিয়েছিলেন। গত ৩রা জুন উদয়পুর ফিরে ফিরে আসেন।গত ৫ জুন সকাল আটটা নাগাদ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাঁদার জন্য ইঞ্জিনীয়ারকে হুমকি

চাম্পাহাওয়রে পুলিশের জালে এনএলএফটি বৈরী সহযোগী

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৭ জুন।। খোয়াই তুলাশিখর ব্লকের ইঞ্জিনিয়ারের অভিযোগের মূলে এন এল এফ টি (বিএম) বৈরী সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে চাম্পাহাওয়ার থানার পুলিশ। নির্মাণের কাজকে কেন্দ্র করে তাঁর কাছ থেকে ১০ লক্ষাধিক টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগে তাঁকে জালে তুলেছে পুলিশ, এমনটাই জানালেন খোয়াই জেলা পুলিশ সুপার রমেশ যাদব।

তিনি জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে চাম্পাহাওয়ার থানায় অভিযোগ আসে তুলাশিখরের একটি সরকারি উন্নয়ন মূলক কাজে নিযুক্ত থাকা ইঞ্জিনিয়ারকে এনএলএফটি বৈরী নামধারী একাধিক ব্যক্তি হোয়াটস্যাপের মাধ্যমে চাঁদা দাবি করেছে। তিনি চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে বাংলাদেশ থেকে হোয়াটস্যাপের মাধ্যমে একে ৪৭ বন্দুকের ছবি দেখিয়ে তাঁকে খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। তাই তিনি থানায় মামলা দায়ের করেন।

খোয়াই পুলিশ সুপার বলেন, সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রসূন কান্তি দেববমার নেতৃত্বে রাতে সাদা পোশাকে পুলিশ ওই ইঞ্জিনিয়ারকে সাথে করে বৈরীদের সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় একটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবিতে কিশোরীর হার্টে পেসমেকার প্রতিস্থাপনে সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যাণ্ড জিবিপি হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগে এক কিশোরীর হার্টে পেসমেকার প্রতিস্থাপন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বিলোনীয়াস্থিত চিত্তামারার বাসিন্দা ১৬ বছরের কিশোরী রিঙ্কি দেবনাথ জন্মগতভাবে সম্পর্ণ হার্ট ব্লক জনিত সমস্যায় ভুগছিল।

বহির্রাজ্যে তার হৃদপিণ্ডে পেসমেকার বসানো হয়েছিল। তা বন্ধ হয়ে যাবার কারণে মেয়েটি খুব সঙ্কটজনক অবস্থায় ছিল। সম্পতি আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যাণ্ড জিবিপি হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগে জরুরী ভিত্তিতে বিশেষ' চিকিৎসকগণ অ'পেচারের মাধ্যমে মেয়েটির হার্টে একটি আধুনিক পেসমেকার সফলভাবে প্রতিস্থাপন করেন। তাছাড়া পুরানো পেসমেকারটি সরানো হয়। এই অ'পেচার টিমে ছিলেন কনসালটেন্ট কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ অনিন্দ্য সুন্দর ত্রিবেদী, ডাঃ রাকেশ দাস, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়ায় অগ্রজের বাড়িতে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর অনুজের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৭ জুন।। ঘরে ঢুকে হামলা ও ভাঙ্গচুরের অভিযোগ তুলে ছোট ভাই সহ ভাগিনার বিরুদ্ধে মামলা বড়ো ভাইয়ের। বিলোনিয়া থানাতে মামলাটি হয় আজ বিকেলে। মামলা দায়ের হতেই পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে গেলেও অভিযুক্তরা পলাতক।

ঘটনাটি ঘটে বিলোনিয়া থানাধীন ঋষ্যমুখ ব্লকের পুরান মতাই এলাকায়। কি কারণে এই ভাঙ্গচুরের ঘটনা এই বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানা না গেলেও অনুমান করা হচ্ছে সম্পত্তির বিবাদের জেরে এই ঘটনা। তবে বড়ো ভাই নরেশ ভৌমিক জানায়, বাপের সম্পত্তি ছোট ভাই দূর্যোধন ভৌমিককে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। সেই সম্পত্তি বিক্রি করে সে পাড়ি দিয়েছেল বিদেশে। গতকিছু দিন আগে বিদেশ থেকে ফিরে এসে ভাগিনা সহ ছোট ভাই দূর্যোধন এই হামলা চালিয়ে ভাঙ্গচুর করে ঘরের জিনিসপত্র। মামলা দায়ের করার পর সংবাদিকদের জানায়, ভাঙ্গচুরের সময় বাড়িতে ছিলনা সে। স্ত্রীর প্রসবকালীন সময় হওয়াতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে ক্রমশ বাড়ছে বাইক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। বিশালগড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বাইক চুরি এবং নেশা-বাণিজ্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তাতে রীতিমতো আতঙ্কগ্রস্থ সাধারণ মানুষ। নেশা বাণিজ্য প্রতিনিয়ত বিশালগড়ে যেমন ভাবে বেড়ে যাচ্ছে ঠিক তেমনিভাবে চুরির সাম্রাজ্য বেড়ে উঠেছে।প্রতিনিয়ত বাড়ি করে চুরি ছিনতাই রাহাজানি ঘটে চলেছে।

বিশালগড় থানার পূর্বতন ওসি রানা চ্যাটার্জি থাকাকালীন বিশালগড় বড় বড় বাইক চোরের মূল পান্ডাদের হাতে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।কিন্তু যখন থেকে বাদল সাহা বিশালগড় থানার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তারপর থেকে বিশালগড়ে একজন চোরও ধরতে পারেননি।

জানা যায়, বুধবার সকাল বেলায় বিশালগড় সেন্ট্রাল রোডে একটি বেসরকারি ব্যাংকের কর্মীর বাইক চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। প্রত্যেক দিনের মতোই ব্যাংক কর্মী মনিশ বিশ্বাস বুধবার সকালে তার কর্ম শুরু করার পূর্বে বাইকটি ব্যাংকের পাশে রেখে কর্মস্থলে যোগদান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে বেপরোয়া বাইক দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত পাঁচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার/আগরতলা, ৭ জুন।। জাতীয় সড়কে মারাত্মক গতির জেরে দুটি বাইকের মধ্যে সংঘর্ষে তিনজন আহত হয়েছেন। তিনজনকেই গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে শান্তিরবাজার বিজেপি পার্টি অফিস সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে দুইটি বাইকের সংঘর্ষ হয়েছে। টিআর০৩বি৯৮৬১ নম্বরের বাইকে চন্দন চৌধুরী বাড়ি যাচ্ছিলেন। বিপরীত দিক থেকে মাইছড়ার বাসিন্দা কার্তিক দশ ও সুমন দাস টিআর০৮ই৯২১৬ নম্বরের বাইকে চেপে আসছিলেন। দুই বাইকের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন রাস্তায় ছিটকে পড়েন। তাতে, তাঁরা গুরুতর আহত হন।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে শান্তিরবাজার দমকল বাহিনীর কর্মীরা ছুটে আসেন এবং আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। তাঁদের মধ্যে চন্দন চৌধুরীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাঁকে আগরতলায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেছেন। অন্য দুইজন শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন আছেন। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুইটি বাইক আটক করে থানায় নিয়ে গেছে।

এদিকে, আবারও যান দুর্ঘটনায় গুরুতাবে আহত বাইক চালক ও বাইক আরোহী । বুধবার আমতলী থানার অন্তর্গত আমতলী কুড়ি পুকুর এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝামাঝি আগরতলা জাতীয় সড়কে টি আর ০১ জি ৩৬৩৮ নাম্বারের এটি ইকো মারুতি আগরতলার দিকে যাচ্ছিল এবং আগরতলা থেকে টি আর ০৭ এফ ৬৮৬৬ নম্বরের একটি বাইক বিশালগড়ের উদ্দেশ্যে যাওয়ার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাধারঘাটে অপহৃত স্কুলছাত্রী, অন্ধকারে হাতরাচ্ছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। অবশেষে কিশোরী অপহরণ ঘটনার তদন্তে নামল রাজ্য শিশু সুরক্ষা ও অধিকার কমিশন। গত শনিবার বিকাল তিনটা নাগাদ রাজধানী আগরতলা শহরের বাধারঘাট এলাকার এক কিশোরীকে চৌমুহনী বাজার নারায়ণ খামার এলাকার সুমন ঘোষ নামে এক বখাটে যুবক অপহরণ করে নিয়ে যায়। রবিবার ওই কিশোরীর পরিবারের পক্ষ থেকে আমতলী থানায় সুমন ঘোষের বিরুদ্ধে অপহরণের মামলাও দায়ের করে।

কিন্তু মামলা করার পর এতদিন হয়ে গেলেও আমতলী থানার পুলিশ ওই কিশোরীকে উদ্ধারে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। এই ঘটনা নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে সংবাদ প্রচারিত হয়। সেই সংবাদের জেরে বুধবার রাজ্য শিশু সুরক্ষা ও অধিকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতিভাবানদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া রাজ্য সরকারের দায়িত্ব ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। আমাদের রাজ্যে প্রতিভার কোনও অভাব নেই। প্রতিভাবানরা এতদিন সুযোগের অভাবে এগিয়ে যেতে পারেনি। রাজ্য সরকারের দায়িত্ব প্রতিভাবানদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া। বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যের প্রতিভাবান যুবক যুবতীদের, কিশোর কিশোরীদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দিচ্ছে।

আজ বিকালে নজরুল কলাক্ষেত্রে ত্রিপুরা ফিল্ম অ্যাণ্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের প্রথম ব্যাচের ছাত্রছাত্রীদের শংসাপত্র প্রদান ও মউ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। গত বছর ২৮ নভেম্বর ত্রিপুরা ফিল্ম অ্যাণ্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের পথচলা শুরু হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও সম্পচার মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত কলকাতার সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যাণ্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের সাথে যৌথ উদ্যোগে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পরিচালনায় নজরুল কলাক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটিতে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনা করছে। ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে এই প্রতিষ্ঠানে নি অ্যাক্টিং, ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন, প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট ফর সিনেমা অ্যাণ্ড টেলিভিশন এবং নিউজ অ্যানকোরিং, রিপোর্টিং অ্যাণ্ড নিউজ রুম অটোমেশন এই চারটি স্বল্পমেয়াদি কোর্সে ৪৮ জন ছাত্রছাত্রী সাফল্যের সঙ্গে তাদের প্রশিক্ষণ শেষ করেছে। অনুষ্ঠানে প্রথম ব্যাচের ছাত্রছাত্রীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ তাদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা ফিল্ম অ্যাণ্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ২৩৪ ▫ ৮ জুন ২০২৩ইং ▫ ২৪ জ্যৈষ্ঠ ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

উষ্ণায়নে বিপর্যয়ের ঝুঁকি

জল ছাড়া জীবজগতের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। জল মানেই পানীয় বলা যায় না। পরিশ্রুত জলই একমাত্র পান করিবার উপযোগী। কিন্তু ক্রমাগত পরিবেশ দূষণ ও উষ্ণায়নের কবলে পরিয়া পানীয় জল নিয়া সংকটের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এই সংকট দূর করিবার জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা সেইসব পদক্ষেপ কিন্তু গৃহীত হইতেছে না। জনসচেতনতাই একমাত্র সংকট মোকাবেলার উপায়। আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই সারা দেশে পানীয় জলের সংকট দেখা দেওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে। বিভিন্ন রিপোর্টেও তাহার প্রমান মিলেতেছে। পানীয় জলের সংকট মোকাবিলায় আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বড় ধরনের সংকটের সম্মুখীন হইবে। বিশেষ করিয়া পানীয় জলের অপব্যয় বন্ধ করিবার জন্য জনসচেতনতা বাড়াইতে হইবে। সরকার উদ্যোগই এর জন্য যথেষ্ট নয়। জনগণকে এই বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হইতে হইবে। অন্যথায় নিজেদের পাপের বোঝা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বহন করিতে হইবে। এক ফোঁটা জলের জন্য হাহাকার করিতে হইবে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ভারতেই সবচেয়ে বেশি জলসংকট দেখা দিবে, এমনটাই আশঙ্কা করিল রাষ্ট্রসংঘ। একটি আন্তর্জাতিক রিপোর্টে দাবি করা হইয়াছে, বিশ্বের প্রায় ২০০ কোটি মানুষ এখনই বিশুদ্ধ পানীয় জল পান না। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এই সংখ্যাটা লাগাইয়া বাড়িবে বলিয়াই আশঙ্কা রাষ্ট্রসংঘের। তাহাদের পেশ করা রিপোর্টে দাবি করা হইয়াছে, ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতেই সবচেয়ে বেশি পানীয় জলের অভাব দেখা যাইবে। তাহার কারণ, বিশুদ্ধ জলের ব্যাপক অপচয় ঘটে এইদেশে।

ঠিক কী পরিসংখ্যান উঠিয়া আসিয়াছে রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে? সেখানে বলা হইয়াছে, এশিয়ার ৮০ শতাংশ মানুষই বিশুদ্ধ জলের সমস্যায় পড়েন। মূলত চিন, পাকিস্তান ও ভারতেই পানীয় জলের অভাব দেখা যায়। সেই কারণেই ধীরে ধীরে পানীয় জলের ভাণ্ডার শেষ হইয়া যাইবে। ২০৫০ সালের মধ্যেই পানীয় জল নিয়া বিশ্বের সবচেয়ে সমস্যাগ্রস্ত দেশ হইবে ভারত।

কেন এমন সমস্যা দেখা দিবে ভারতে? রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে দাবি, “প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি জলের ব্যবহার হয় ভারত-সহ এশিয়ার একাধিক দেশগুলিতে। ব্যবহারের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে জলের অপচয়ও ঘটে। এছাড়াও দূষণ, গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের মতো একাধিক কারণে জলের ভাণ্ডার দ্রুত শেষ হইয়া যাইতেছে।” জলের সমস্যার ব্যাপক প্রভাব পড়িবে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতেও। সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নেপালের সঙ্গে ভারতের চুক্তি হইয়াছে। কিন্তু আগামী দিনে সীমান্ত সংলগ্ন নদীর জল ব্যবহার ঘিরিয়া নানা দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে টানাপোড়েন দেখা দিতে পারে বলিয়াও আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে।

দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে কুকি জনজাতির বিক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি.স.) : দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর বাসভবনের সামনে মণিপুরের কুকি জনজাতির সদস্যদের বিক্ষোভ সমাবেশ। বুধবার সকালে কুকি সম্প্রদায়ের অসংখ্য সদস্য হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। সেখানে লেখা ছিল ‘কুকিদের প্রাণ বাঁচান’। গত প্রায় একমাস ধরে মণিপুরে ঘটে চলা হিংসার ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারতের এই রাজ্য। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ সেখানে কুকিদের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে । তা নিয়ে অমিত শাহর সঙ্গে দেখা করার দাবি জানান আন্দোলনকারীরা।

এদিন বিক্ষোভকারী কুকি সদস্যদের মধ্যে ৪ জনকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। নিরাপত্তবাহিনীর অনুমতিতে পুলিশ চারজনকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেয় । বাকিদের যন্তর মন্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে । সেখানেই বাকি আন্দোলনকারীরা অবস্থান-বিক্ষোভ চালাচ্ছেন ।

উল্লেখ্য, গত মাসের শেষের দিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরেজমিনে মণিপুরের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে যান । সেখানকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন এবং সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন । এমনকী শান্তি-শৃঙ্খলা ফেরাতে প্রত্যেককে উদ্যোগী হওয়ার আবেদন করেন অমিত শাহ ।

সপা প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ আপ সুপ্রিমোর, এবার কেজরিওয়ালের সঙ্গী মান, সঞ্জয় ও অতিশী

লখনউ, ৭ জুন (হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকারের অর্ডিন্যান্স ইস্যুতে এবার উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বুধবার লখনউতে অখিলেশ যাদবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেজরিওয়ালের পাশাপাশি সপা প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানও।

এছাড়াও অখিলেশ যাদবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিং ও দিল্লির মন্ত্রী অতিশী। কেন্দ্রের অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে সমর্থন পেতে এদিন অখিলেশ যাদবের সঙ্গে দেখা করেন কেজরিয়াল, ভগবন্ত মান ও সঞ্জয় সিং ও অতিশী। সূত্রের খবর, কেজরিওয়ালদের সমর্থনের কথা জানিয়েছেন অখিলেশ।

দেড় লক্ষাধিক টাকার সেগুন কাঠ উদ্ধার নাগরাকাটায়

নাগরাকাটা, ৭ জুন (হি.স.) : সেগুন কাঠ পাচারের চেষ্টা ভেস্তে দিল বন দপ্তরের ডায়না রেঞ্জ! সহযোগিতায় ছিল এসএসবি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে একটি পিকআপ ভ্যান বোঝাই দেড় লক্ষাধিক টাকা মূল্যের সেগুন কাঠ উদ্ধার হয়েছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে নাগরাকাটার ঘাসমারী বস্তিতে ঘটনাটি ঘটে।

জানা গিয়েছে, সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ওই স্থানটিতে বনকর্মী ও এসএসবি জওয়ানরা ধাওয়া করে অন্যত্র পাচারের জন্য পাড়ি দেওয়া চোরাই কাঠ বোঝাই গাড়িটিকে পাকড়াও করেন। কাঠ উদ্ধার করা গেলেও গাড়ি ফেলে রেখে চালক চম্পট দেওয়ায় কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। গতকালের অভিযানে ছিলেন ডায়নার রেঞ্জার অশেষ পাল, বিট অফিসার স্বপন সেন সহ অন্যরা। রেঞ্জার বলেন, এই কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের চিহ্নিত করা হবে। কাউকে ছাড়া হবে না। এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দায়িত্ব নিলেও কবে সম্ভাব্য ভোট জানাতে পারলেন না নির্বাচন কমিশনার

কলকাতা, ৭ জুন (হি. স.) : “সরকার সব জানে।” রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন কবে হতে পারে, সে ব্যাপারে প্রশ্ন করলে বুধবার রাজ্যের নতুন নির্বাচন কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব নিয়ে এমনটাই জানালেন রাজীব সিংহ।

তিনি সাংবাদিকদের বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ নিয়ে তাঁর দফতর এখনও কিছু জানে না। সবটাই সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে হবে। তাঁর কথায়, বছর কয়েক আগে রাজীব রাজ্যের মুখ্যসচিব ছিলেন। রাজীববাবুর দাবি, রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঠিক করে রাজ্য সরকারই। তাদের কাছ থেকে তারিখ জেনে তা ঘোষণা করে কমিশন। কমিশনের মূল দায়িত্ব সুষ্ঠু ভাবে নির্বাচন করানো। নির্বাচনের দিন নির্ধারণ নয়। রাজীব সবে দায়িত্ব পেয়েছেন। নবান্নের তরফে এখনও পর্যন্ত তাঁকে নির্বাচনের দিনক্ষণ জানানো হয়নি।

প্রতিপদার্থ ও বিজ্ঞানী পল ডিরাক

পুরুষোত্তম চক্রবর্তী

আদ্রিয়েন মরিস পল ডিরাককে বলা চলে সর্বকালের সেরা তাত্ত্বিক-পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম। সংক্ষেপে তাঁকে বলা হয় পল ডিরাক। তাঁর উদ্ভাবিত ‘রিলেটিভিস্টিক ওয়েভ ইকুয়েশন’ বা ‘আপেক্ষিক তরঙ্গ সমীকরণ’কে সংক্ষেপে ‘ডিরাক সমীকরণ’ নামে পরিচিত। এটি পদার্থবিজ্ঞানের আপেক্ষিক কোয়ান্টাম বলবিদ্যাজাত একটি তরঙ্গ-সমীকরণ। এই ডিরাক সমীকরণ শুধু ফার্মিয়নদের (ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি বস্তুকণা) গতিপ্রকৃতি বা আচরণই ব্যাখ্যা করে না, এর হাত ধরেই সর্বপ্রথম প্রতিপদার্থের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠিত হয় এর আধুনিক তত্ত্ব।

ডিরাক বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর প্রণীত তরঙ্গ সমীকরণ ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে, তা প্রতিইলেকট্রনের অস্তিত্বের সম্ভাব্যতাকে জোরদার করে। এই কাজের জন্য তিনি মাত্র ৩১ বছর বয়সে, ১৯৩৩ সালে আরউইন শ্রোডিঙ্গারের সঙ্গে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

ডিরাকের প্রতিইলেকট্রন কণার অনুমান বাস্তবায়িত হয় ১৯৩২ সালে। কার্ল ডি অ্যান্ডারসন তাঁর ক্লাউড চেম্বার এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে শনাক্ত করেন এক নতুন কণা। (ক্লাউড চেম্বার মানে, কাচের তৈরি বাষ্পে ভর্তি বিশেষ কক্ষ। মূলত আয়নিত বিকিরণের মধ্যে কী ধরনের কণা আছে, তা শনাক্ত করতে ব্যবহৃত বিশেষ কণা শনাক্তকারক বা পার্টিকেল ডিটেকটর।) যাহোক, এই নতুন কণার বৈদ্যুতিক আধান ছিল ধনাত্মক। আর এর পরিমাণ হুবহু ইলেকট্রনের ঋণাত্মক আধানের সমান। এই কণার ঘূর্ণন বা স্পিন ১/২ এবং ভর ইলেকট্রনের ভরের সমান। অর্থাৎ, সামগ্রিকভাবে এই নতুন কণাটির একমাত্র বিপরীত বৈদ্যুতিক আধান ছাড়া আর সব ইলেকট্রনের ধর্ম বা আচরণের মতো। এই মৌলিক কণাটি পজিট্রন নামে নামাঙ্কিত হয়, যা মূলত প্রতিইলেকট্রন ।

একটি কম শক্তির পজিট্রনের সঙ্গে একটি কম শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রনের সংঘর্ষের ফলে কণাদুটির সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটে। এ সময় এদের সম্মিলিত ভরের সমপরিমাণ শক্তি গামারশ্মির ফোটন কণার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ফোটন হলো আলোর ক্ষুদ্রতম একক, একটি ভরহীন কণা। আলোর শক্তি এই কণাগুচ্ছের মধ্যে নিহীত। প্রকৃতপক্ষে যেকোনো তড়িৎচুম্বকীয় বলের ক্যারিয়ার বা বাহক এই ফোটন। শূন্যস্থানে আলোর গতিবেগের সমান বেগে ধাবিত হয় এটি। আমরা জানি, এই বেগ প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল।

অতি সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা অনেক প্রচেষ্টার পর অ্যান্টিহিলিয়াম নিউক্লিয়াস তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। এটাই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে জটিল প্রতিকণা। কিছু নির্দিষ্ট ধর্ম, যেমন আধান বা চার্জ, ঘূর্ণন বা স্পিন কিংবা অন্যান্য কোয়ান্টাম প্যারামিটার ইত্যাদি ছাড়া কণা ও তার প্রতিকণার সব ধর্ম একই হয়। তাই কণা ও তার প্রতিকণার ভর এবং আয়ুস্কাল বা স্থায়িত্বও এক হতে হবে।

নিচের ছবিতে ডিরাকের ‘ক্লাউড-চেম্বার এক্সপেরিমেন্ট’-এর মাধ্যমে একটি পজিট্রনের পথরেখা দেখা যাচ্ছে, যে পথরেখার বক্রতা স্বভাবতই ইলেকট্রনের পথরেখার বক্রতার ঠিক বিপরীত। স্কটল্যান্ডের পদার্থবিজ্ঞানী চার্লস থম্পসন উইলসন এ ক্লাউডচেম্বার উদ্ভাবন করেন। আগে যেমন বলেছি, এটি মূলত একটি কাচের আবদ্ধ কক্ষ বা প্রকোষ্ঠ । অতিপৃক্ত বা সুপার স্যাচুরেটেড জলীয়বাষ্প দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। শক্তিশালী আলফা কণা দিয়ে এ কক্ষের ভেতরের বাষ্পকণার অণু-পরমাণুদের আয়নীভূত করা হয়। এসব গতিশীল আয়নের নিজেদের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষের ফলে উৎপন্ন হতে পারে নতুন কোনো বিচ্ছুরিত মৌল-কণা বা ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল, যার গতিপথের রেখা দৃশ্যমান হবে কাচের প্রকোষ্ঠের বাইরে থেকে।

এবারে ডিরাকের কথা বলি। ব্রিটিশ তাত্ত্বিক পদার্থবিদ পল ডিরাকের জন্ম ১৯০২ সালের ৮ আগস্ট । কোয়ান্টাম মেকানিকস ও কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডাইনেমিকসের সূচনা ও উন্নয়নে মৌলিক অবদানের জন্য তিনি বিশ্ববরেণ্য। পদার্থবিজ্ঞানে ডিরাকের গাণিতিক সমীকরণ এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এটি আসলে সাধারণ আপেক্ষিকতা ও কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মেলবন্ধন। এই সমীকরণ থেকেই অ্যান্টিম্যাটারের অস্তিত্ব সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হয়। আর এ কাজের জন্য ডিরাককে বলা হয় ‘ফাদার অব ফান্ডামেন্টাল ফিজিকস’।

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগেই তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘লুকাসিয়ান চেয়ার-প্রফেসর অব ম্যাথমেটিকস’ হিসেবে নিযুক্ত হন। এই দুর্লভ সম্মান ডিরাকের আগে পেয়েছিলেন একমাত্র স্যার আইজাক নিউটন। পল ডিরাক ১৯২৩ সালে ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতে অনার্সসহ প্রথম শ্রেণির কলাবিদ্যায় স্নাতক লাভ করেন। জীবনের শেষ ১৪ বছর অধ্যাপনা করেন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটির পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যুক্তরাজ্যের ইনস্টিটিউট অব ফিজিকস তাঁর স্মরণে প্রবর্তন করে ‘ডিরাক পদক’। ১৯২৬ সালে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্যার রালফ হাওয়ার্ড ফাউলারের অধীনে পদার্থবিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য পিএইচডি ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম প্রখ্যাত ভারতীয় পদার্থবিজ্ঞানী হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা, যার নামে নামাঙ্কিত ভারতবর্ষের মুম্বাইতে অবস্থিত ‘ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র’। অ্যাটমিক রিয়েক্টর নির্মাণ ও পারমাণবিক শক্তি গবেষণায় এ প্রতিষ্ঠানের স্থান বিশ্বে অগ্রগন্য।

ডিরাকের সায়েন্টিফিক ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ সীমা আসে নভেম্বর ১৯৩৩-এ। তিনি জানতে পারলেন, সে বছর পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন তিনি। নোবেল প্রাপ্তির খবরে যেকোনো প্রাপকই যে যারপরনাই উচ্ছসিত ও আনন্দিত হবেন, তা বলা বাহুল্য। কিন্তু ডিরাকের ক্ষেত্রে এরকমটি হলো না। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বেশ চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন। ডিরাক ঠিক করলেন, এই পুরস্কার তিনি প্রত্যাখ্যান করবেন। কারণ, নোবেল পুরস্কারের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই যে প্রচারের বিপুল আলো তাঁর গায়ে আছড়ে পড়বে, তা আগে থেকে অনুমান করে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন তিনি। বুঝতে পারেন, সেই ঝক্কি তিনি সামলাতে পারবেন না। ব্রিটিশ পদার্থবিদ আর্নেস্ট রাদারফোর্ড ডিরাককে বোঝালেন, ‘এটা তোমার করা ঠিক হবে না; কারণ নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করলে আরও বহুগুণ বেশি প্রচারের ধাক্কা সামলাতে হবে তোমাকে।’ এ কথা শুনে ডিরাক অনিচ্ছাভরে একরকম বাধ্য হয়েই নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সে সময় লন্ডন নিউজ পেপার ‘সানডে ডিসপ্যাচ’-এ ডিরাক সম্পর্কে লেখা হয়, ‘একত্রিশ বছর বয়সী এই কেমব্রিজ প্রফেসর গজলা হরিণের মতন লাজুক এবং ভিক্টোরিয়ান পরিচারিকার মতন বিনয়ী ও নম্র।’

একদিকে যেমন অসম্ভব কম কথা বলতেন, অন্যদিকে ছিলেন প্রচন্ড ইন্টোভার্ট, লাজুক এবং খানিকটা ভীতু প্রকৃতির। রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটতেন, একদম রাস্তার ধার ঘেঁষে বিল্ডিঙের পাশ দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে হাঁটতেন। যাতে কারো সঙ্গে কথা বলতে না হয়। এতই কম কথা বলতেন যে তাঁর কেমব্রিজের সহযোগী বন্ধুরা পরিহাস করে ‘ডিরাক’ নামের একটি একক চালু করেছিলেন। ১ ডিরাক মানে, এক ঘন্টায় একটি শব্দ বলা। ডিরাকের জীবনীকাররা ডিরাকের বেড়ে ওঠা ও তাঁর ব্যক্তিত্ব গঠনে পারিবারিক প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। ডিরাকের বেশ কয়েকজন আত্মীয়পরিজন গভীর ডিপ্রেশনের শিকার হয়েছিলেন। একুশ বছরে তাঁদের পরিবারের ছজন আত্মহনন করেন, যাঁদের মধ্যে ছিলেন ডিরাকের অগ্রজ ভ্রাতাও। ডিরাকের মা ছিলেন ব্রিটিশ আর বাবা ফ্রেঞ্চভাষী সুইশ। বন্ধুরা ডিরাককে মানসিকভাবে অস্বাভাবিক মনে করতেন। তাঁর চরিত্রে পাণ্ডিত্যের গভীরতা ও মানসিক উন্মাদনার এক অদ্ভুত মেলবন্ধন পরিলক্ষিত হতো। অগ্রজভ্রাতা ছাড়াও ডিরাকের অনুজ এক বোন ছিলেন। পরিবারের বাকি সদস্যদের মতন ডিরাকের ছেলেবেলাও সুখের ছিল না। যার একমাত্র কারণ ডিরাকের বাবা, যিনি ছিলেন অসম্ভব একগুঁয়ে, জেদী ও রাগী। বাড়িতে সবার কাছে তিনি ছিলেন এক আতঙ্কের প্রতিমূর্তি। তিনি যা মনে করতেন, সেটিই ছিল পরিবারের শেষ কথা। তিনি স্কুলে ফ্রেঞ্চ পড়াতেন। সেখানেও মেনে চলতে হতো কঠোর অনুশাসন, যা অত্যাচারের পর্যায়ে পৌঁছে যেত। পরবর্তী সময়ে ডিরাক ছোটবেলায় বাবার কর্তৃত্ব ও নিদারুণ যন্ত্রণা দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন একাধিক সময়।

ডিরাকের মা, ভাই ও বোনকে রান্নাঘরে ডিনার করতে হতো। টেবিলে খেতে বসতেন শুধু ডিরাক ও তাঁর বাবা। ডিরাককে খেতে বাধ্য করতেন বাবা। সে সময় ডিরাককে নির্ভুল ভাবে ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলতে হতো। উচ্চারণ বা ব্যাকরণের সামান্য ভুল হলেই পীড়নের মাত্রা বাড়ত। অসুস্থতা বোধ করছেন বলে ডিরাক ডাইনিং টেবিল থেকে উঠে যেতে চাইলেও যেতে দিতেন না বাবা। এসব নানা কারণে ডিরাকের হজমশক্তির দারুণ সমস্যা তৈরি হয়। এ ছাড়াও ভাষার ব্যাপারে স্বাভাবিক প্রবণতা চলে যায় ডিরাকের। ফ্রেঞ্চ তো বলতেনই না। এই যন্ত্রণা আজীবন ডিরাকের সঙ্গী হয়ে রইল।

ছোটবেলা থেকেই ডিরাক অসম্ভব অন্তর্মুখী স্বভাবের ছিলেন। প্রচারের আলো এড়িয়ে চলতেন সবসময়। যখন কেউ কিছু জিজ্ঞেস করত, তখন সেই উত্তরটুকু ছাড়া খুব একটা কথা বলতেন না। নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রাখতেন তিনি। এভাবেই সামাজিক মেলামেশায় অক্ষম ও কোনো বিষয়ে কিছু বলায় অপারদর্শী হয়ে ওঠেন ডিরাক। ছোটবেলা থেকেই গাণিতিক সমাধানের অসাধারণ পারঙ্গমতা ছিল। তবে সাহিত্য বা শিল্প নিয়ে ডিরাকের কোনো আগ্রহ ছিল না। যদিও পরবর্তীকালে তাঁর বিভিন্ন গবেষণাপত্রে একদিকে যেমন শব্দব্যবহার ও বাক্যগঠনের নৈপুণ্য দেখা গিয়েছে, তেমনি অন্যদিকে সাহিত্যগুণ ও গাণিতিক উপস্থাপনার মেলবন্ধন ঘটেছে, যা তাঁর রচনাগুলির এক একটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে চূড়ান্ত মাস্টারপিস হিসেবে। অনেকে মনে করেন, বিংশ শতাব্দীর আধুনিক বিজ্ঞানকে উচ্চতার তুঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে পল ডিরাকের অবদান আইনস্টাইনের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। অথচ আইনস্টাইন, নীলস বোর, ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ, শ্রোডিঙ্গার ও রিচার্ড ফাইনম্যানের নাম যত মানুষ জানেন, সে তুলনায় ডিরাকের নাম জানেন অনেক কম মানুষ। ড্যানিশ পদার্থবিদ নীলসবোর তাঁকে ‘দ্য স্ট্রেঞ্জেস্ট ম্যান’ বলতেন। পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত জগতের এই অসাধারণ প্রতিভার নাম আজও অনেকের কাছে অজানাই থেকে গিয়েছে।

বিশ শতকের আলোর পূজারী সুফিয়া কামাল

গৌতম রায়

গত সংখ্যার পর।। সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে অহেতুক পুরুষের সঙ্গে সংঘাতের পথে যেমন তিনি হাঁটেননি, তেমনই একটিবারের জন্যও নারীর আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে পুরুষতন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণের কথাও ভাবেননি। সুফিয়া চিরকাল জোর গলায় বলতেন- ’আমি ঘর ভাঙার নারীবাদে বিশ্বাস করি না।’ তাই পুরুষের সঙ্গে অবৈজ্ঞানিক লড়াই করে, যৌনাঙ্গের স্বাধীনতাকেই নারী মুক্তির ধ্যান জ্ঞান হিসেবে কখনো ভাবতেই পারেননি তিনি। এই বোধের উন্মোচনে শৈশবে মামাদের, বড় ভাইদের কাছ থেকে প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া সুফিয়া যেভাবে স্বশিক্ষিত হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে স্বামী কামালউদ্দিন খান তাকে যেভাবে সাহচর্য দিয়েছিলেন, তা কেবল ব্যক্তি সুফিয়ার জীবনকেই আলোকিত করেনি, গোটা বাঙালি সমাজকে ও অতিক্রম করে মানবসমাজের সামনে লিঙ্গ সাম্যের প্রশ্নে একটা নতুন ভাবনার জীবন্ত উদাহরণ তুলে ধরেছিল। শায়েস্তাবাদের বাড়িতে তার মামাদের কাছে হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে আসা মানুষের স্রোতই সুফিয়ার জীবনে মানুষকে ভালোবাসার মন্ত্রের উদ্বোধন ঘটিয়েছিল। মুসলমান সমাজ সম্পর্কে রক্ষণশীলতার ভয়াবহতা ঘিরে একাংশের গবেষকদের (মূলত এসব গবেষকেরা জন্মসূত্রে হিন্দু। নিজেদের প্রগতিশীল বললেও তারা ধর্ম পরিচয়ের উর্ধ্বে কখনোই সেভাবে উঠতে পারেন নি) যেসব রোমহর্ষক কাহিনি, সেগুলির সার্বিক সত্যতা যে কতোটা ঠুনকো, সুফিয়া কামালের শৈশব-কৈশোরের প্রেক্ষাপট ভালোভাবে, নির্মোহ দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলেই তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে সকলের কাছে।

শায়েস্তাবাদের নবাব বাড়ির আভিজাত্যে হিন্দু-মুসলমানের অবাধ মেলামেশাটা একটি দিনের জন্যেও কোনও অন্তরায় হয়ে ওঠেনি। প্রতিবদ্ধকতা সৃষ্টি করেনি গরিবগুর্বোর অবাধ গতিবিধি ঘিরেও। গ্রাম বাংলার সামাজিক চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটি বাংলার সমন্বয়ী, বহুত্ববাদী প্রবাহমান সংস্কৃতির যে ধারাটির পরিচয় রাখে, সেই পরিচয়ের সাক্ষ্য বহু গবেষক গবেষণাতে উঠে না আসলেও সুফিয়া কামালের পরিবারের মতো প্রকৃত শিক্ষিত পরিবারগুলি সেই ভাবধারাকে আন্তরিকভাবে আত্মস্থ করেছিল। তাই সুফিয়া গোটা জীবনব্যাপী সম্প্রীতির পক্ষে, হিন্দু-মুসলমানের পারষ্পারিক সৌহার্দ্যের প্রতি, মানুষের উপর সব রকমের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের যে সংকল্প, তার বীজ বপনটি হয়েছিল অতি শৈশবেই। আর সেই বীজের ভূমিতে হালকর্ষণ চলেছিল গোটা জীবন ধরে।

পারিবারিক পরিবেশের ভিতর দিয়ে সামাজিক, সাংস্কৃতিক অদলবদলের আভাস শিশু , কিশোরী সুফিয়ার মননলোককে আলোড়িত করত। রাজনৈতিক পটভূমিকা গোটা সামাজিক পরিমণ্ডলকে কীভাবে আন্দোলিত করছে, কতোটা প্রভাবিত করছে- এই বিষয়গুলি পরিণত সুফিয়াকে পরবর্তীতে যেভাবে পরিপূর্ণতা দিয়ে , তাকে বাংলা তথা বাঙালির বিবেকের সুউচ্চ মর্যাদাতে উপনীত করেছে, তার সার্বিক বেলাভূমি যেন ছিল শায়েস্তাবাদের নবাব বাড়িতে তার শৈশব-কৈশোরের দিনগুলি। এরকমই শৈশবের সোনালী ডানার রোদের ঝলক হয়ে পারিবারিক পরিমণ্ডলের ভিতর দিয়েই সুফিয়ার সঙ্গে পরিচয় হয় “হেনা” গল্পটির। তখনও সুফিয়া গড়গড় করে কিছু পড়তে পারেন না। নিজের চেষ্টায় পড়তে শিখে বানান করে করে পড়েন। আর তেমন-ই বানান করে করে ছোট্ট মেয়ে “হাচু” পড়ে ফেলেছেন, “হেনা” গল্পটি। গল্পটির ভিতর প্রথম পরিচয় হল তার নজরুল ইসলাম নামটির সঙ্গে। নজরুল তার লেখার ভিতর দিয়ে ছোট্ট সুফিয়ার ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন পড়বার নেশা। নতুনকে জানবার আরও আরও আগ্রহ। তখনও সুফিয়া বানান করেই পড়েন। বিমুগ্ধতা থেকে মুগ্ধতার মধু আহরণ করে সেই মধু জীবনের শেষ সন্ধ্যা পর্যন্ত অকাতরে, অকৃপণভাবে বিতরণ করে যাওয়া একটি কালোত্তীর্ণ নাম হল সুফিয়া কামাল।

শৈশব- কৈশোরে মানসলোকের সুসংবন্ধনের সুলুক সন্ধান দিতে গিয়ে পরিণত বয়সে সুফিয়া কামাল লিখেছেন, নিত্য নতুন অতিথি আসা যাওয়ার নিত্য নতুন বাইরের খবর ও কিছুটা অন্দর মহলে গিয়ে পৌঁছে। নতুন দুনিয়ার খবর কানে আসত। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ, স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ণ জোয়ার। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত স্বপ্ন-দেশ স্বাধীন করা। নিজের অধিকার বুঝে নেওয়া। তখনও শৈশব কাটেনি। তবুও কিসের একটা আবেগ এসে মনকে দোলা দিত। এমনি কোনো বর্ষামুখর দিনে মুসলিম সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত কাজী নজরুল ইসলামের লেখা “হেনা” পড়ছিলাম বানান করে। প্রেম, বিরহ, বিচ্ছেদ, মিলন এ সবের মানে কি তখন বুঝি? তবু ও যে কী ভালো, কী ব্যথা লেগেছিল তা প্রকাশের ভাষা কি আজ আর আছে? গদ্য লেখার সেই নেশা।’ (একালে আমাদের কাল, সুফিয়া কামাল, ১৯৮৮ সংস্করণ। পৃষ্ঠা-৫৩)

নজরুল আর রবীন্দ্রনাথ- এ দুই মহীরূহ সুফিয়ার মানসলোকে সত্যের উন্মোচনই শুধু ঘটালেন না, বিশ্ব মানবের দহলিজে বাঙালি মণীষার এক নবতম সংস্থাপনে এক শ্বেতশুভ্র ফলক স্থাপন করল। শৈশব উত্তীর্ণকালে “প্রবাসী”-তে সুফিয়া পড়লেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা। নিছক পড়া নয়, সুফিয়ার কাছে সেই পাঠ ছিল সত্যকে নিবিড় আবেগে পরম আবিষ্কার। কবিতার প্রতি একটা অন্যধরনের ভালোবাসা, ভালোলাগা আর সেই অনুভূতিকে মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত করবার সংকল্প, সুফিয়ার সেই সময়কাল থেকে শুরু। প্রবাসীতে প্রথম রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়বার অনুভূতিকে সুফিয়া বলতেন, তার কবিতার প্রতি “মোহগ্রস্থ” হয়ে পড়বার সূচনা কাল। তবে সেই মোহগ্রস্থতা কখনোই তার জীবন এবং বোধ-কে আবরণে ঢেকে দেয়। তাই কখনো মোহ আবরণে আবদ্ধ হয়ে, সেই আবরণ খোলার প্রার্থনা তাকে জানাতে হয়নি। মোহ সুফিয়া কামালের দীর্ঘজীবনকে একটি মুহূর্তের জন্যও আকীর্ণ করতে পারেনি।

বেগম রোকেয়ার সার্থক উত্তরসূরী সুফিয়ার সঙ্গে রোকেয়ার একটা আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিল। রোকেয়া সম্পর্কে “ফুফু” ছিলেন সুফিয়ার। শৈশবে মায়ের সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে রোকেয়ার সাহচর্য সুফিয়া পেয়েছিলেন। সেই সাহচর্য ছিল সুফিয়ার জীবনের পরম সম্পদ। রোকেয়ার সমাজসচেতনতার দিকটি, নারী মুক্তির দিক- এগুলির থেকেও কবি এবং সাহিত্যিক রোকেয়া, সুফিয়া কামাল-কে সব থেকে আগে প্রভাবিত করে। সুফিয়ার মা সৈয়দা সাবেরা খাতুনের কাছে ছোট্ট সুফিয়াকে নিজের স্কুলে ভর্তি করার প্রবল ইচ্ছে রোকেয়া জানিয়েছিলেন। কিন্তু কলকাতায় তাদের সেই সময়ে স্থায়ীভাবে থাকা সম্ভব ছিল না। সেই কারণে সুযোগ পেয়েও সুফিয়ার পক্ষে রোকেয়ার স্কুলে পড়া সম্ভব হয়নি। রোকেয়ার স্কুলে পড়তে না পারার আফসোস সুফিয়ার জীবনে শেষ দিন পর্যন্ত ছিল। তবে শৈশব-কৈশোর ব্যক্তি রোকেয়ার সাহচর্য পেয়েও, সমাজসংস্কারক রোকেয়া অপেক্ষা, কবি রোকেয়া অনেক বেশি প্রভাবিত করেছিলেন সুফিয়াকে। কারণ, রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের কবিতার আবেশে সুফিয়ার তখন কবিসত্তা ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে। তার পাশাপাশি সৈয়দা মোতাহারা বানু (“কাফেলা” নামক অনবদ্য কাব্যগ্রন্থের লেখিকা ছিলেন শের-ই-বাংলা ফজলুল হকের কন্যা) এবং বেগম সারা তাইফুরের কবিতাও তখন সুফিয়ার মানসলোককে আপ্লুত করে ফেলেছে।

কবিতার নিবিড় পাঠের ভিতর দিয়ে সমাজমনস্ক হয়ে উঠলেও , বাড়ির মেয়ে কবিতা লিখছে, সে যুগের হালহকিকত অনুযায়ী এ বিষয়টি প্রায় অসম্ভব ছিল শায়েস্তাবাদের নবাব বাড়িতে। রোকেয়া যেমন জবরদস্তির বিদ্রোহ দিয়ে আসল লড়াইয়ের পরিমণ্ডলকে কখনো দুর্বল করে দেন নি, বৃহত্তর লড়াইকে আরও জোরদার করবার তাগিদে ব্যক্তি, পরিবার, সাংসারিক জীবনে ছোটখাটো আপস করেছিলেন বৃহত্তর দুনিয়ার উন্মুক্ত আকাশের আকাঙ্খায়, সুফিয়ার জীবনটিও ঠিক তেমনভাবে পরিচালিত হয়েছিল। বাড়ির মেয়ের কাব্য চর্চা মুরুব্বিদের কাছে যেহেতু খুব একটা সমর্থনযোগ্য নয়, তাই রোকেয়া যেমন বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে পড়লে মোমের নরম আলোতে পাঠাভ্যাস করতেন, ঠিক তেমনভাবেই, মুরুব্বিদের অগোচরে কবিতা লিখতে শুরু করলেন সুফিয়া। তার নিজের কথায়-

কী গোপনে, কত কুণ্ঠায়, ভীষণ লজ্জায় সেই হিজিবিজি লেখা, ছড়া, গল্প। কিন্তু কোনোটাই কি মনের মতো হয়! কেউ জানবে, কেউ দেখে ফেলবে বলে ভয়ে ভাবনায় সে লেখা কত লুকিয়ে রেখে আবার দেখে দেখে নিজেই শরমে সংকুচিত হয়ে উঠি।’ এই যে কুণ্ঠা, সঙ্কোচের কথা সুফিয়া কামাল বলেছেন, আমারে না যেন করি প্রচার , আমার সকল কাজে- এটি ছিল তাঁর চরিত্রের সবথেকে বড়ো বৈশিষ্ট্য। “আমি”-কে দূরে সরিয়ে দিয়ে একক মাত্রাকে একটি বৃহত্তর “আমরা”-র বহুমাত্রিক বোধে উপস্থাপনের ভিতর দিয়ে গোটা পারিপার্শ্বকিতাকে বহুস্বরে পরিণত করা, সেই বহুস্বরে একটিও কণ্ঠ যদি সত্য বলে, ন্যায় বলে, সেই সংখ্যালঘু কণ্ঠটিকে সমুচিত মর্যাদা দেওয়া- এই শিক্ষা কেবল নিজের কাজ নয়, নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে গিয়েছেন সুফিয়া কামাল। এ দিক থেকে বিচার করে বলতে হয় যে, গান্ধীর মতোই সুফিয়া কামালের জীবনই হয়ে উঠেছে তার বাণী।

শ্রাবণের বুকের ভিতর যেমন আগুনকে দেখতে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তেমনই স্নেহের স্বচ্ছসলিলা সুফিয়াও ছিলেন অগ্নিতে দীপ্তগীতের এক স্রোতস্বিনী ধারা। তাকে যেমন কেউ কখনো রাগতে দেখেননি, তেমনই শরীরের ভাষাতে রাগের কোনও বাহ্যিক প্রকাশ না করেও, সেই ছোটোখাটো মানুষটি অন্যায়ের প্রতিবাদে কতোখানি কঠিন হতে পারেন তা দোর্দণ্ডপ্রতাপ আইয়ুব খান থেকে শুরু করে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তার সাক্ষাৎকার নিতে আসা পাকিস্তানের দালাল সাংবাদিক-প্রত্যেকেই খুব জোরদার ভাবে বুঝেছিলেন। তাই তসলিমা নাসরিনের মতো খ্রিস্টান মৌলবাদের দালালের পক্ষে সম্ভব হয় নি সুফিয়ার জ্যোতির্ময় প্রভার সামনে একটু দাঁড়াবারও। সুফিয়া কামাল একটিবারের জন্যও তসলিমার মতো নিজেকে আলু-পটলের মতো পণ্য হিসেবে তুলে ধরবার কথা ভাবতেই পারতেন না। ইসলামকে ব্যক্তি স্বার্থে গাল পেড়ে রাজনৈতিক হিন্দু-সাম্প্রদায়িকদের দালাল হিসেবে যে ভূমিকা তসলিমা পালন করে চলেছে, তেমনভাবে বিবেক বন্ধকের কথা সুফিয়া কামাল কখনো কল্পনাই করতে পারেননি। একারণেই কালের পাথারে সুফিয়া কামাল মানবতার জীবন্ত বিগ্রহ হিসেবে প্রতিটি ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, মানবমুক্তির পক্ষের বাঙালির হৃদয় মন্দিরে তিনি প্রতিষ্ঠিত। **সমাপ্ত**

সল্টলেক-সহ বেশ কিছু পুরসভায় সিবিআই হানা

কলকাতা, ৭ জুন (হি. স.) : পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে এ বার রাজ্যের বেশ কয়েকটি পুরসভায় হানা দিল সিবিআই। বুধবার সকালেই সিবিআই আধিকারিকরা একাধিক দলে বিভক্ত হয়ে রাজ্যের একাধিক পুরসভায় পৌঁছন।

তার আগে সল্টলেকে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরেও যায় সিবিআইয়ের একটি দল। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভার নিয়োগ সংক্রান্ত নথি খতিয়ে দেখার জন্যই তাদের এই অভিযান।

নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হওয়া অয়ন শীলের হুগলির ফ্ল্যাটেও গিয়েছে সিবিআইয়ের একটি দল। জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে নিজাম প্যালেস থেকে বের হয় সিবিআই আধিকারিকদের বেশ কয়েকটি দল। তাঁরা হানা দেয় সল্ট লেকের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর, চুঁচুড়া, শান্তিপুর, নিউ বারাকপুর, টিটাগড়, পানিহাটি ও দক্ষিণ দমদম পুরসভা-সহ বেশ কয়েকটি জায়গায়। দীর্ঘক্ষণ ধরে সেখানে চলে ম্যারাথন তল্লাশি। বহু নথি খতিয়ে দেখেন তাঁরা। তবে মূলত দেখা হয় নিয়োগ সংক্রান্ত নথি।

এদিন পুরসভাগুলির অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন সিবিআই আধিকারিকরা। সঙ্গে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। চুঁচুড়ায় অয়ন শীলের ফ্ল্যাট ও সংস্থায় যায় সিবিআই। তবে অয়ন শীলের বাড়ি সিল করা ছিল। তাই বাড়িতে যাওয়ার আগে থানায় যায় সিবিআই। জানা গিয়েছে, মূলত নথি খতিয়ে দেখতেই রাজ্য জুড়ে এই তল্লাশি।

প্রসঙ্গত, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির তদন্তে নেমে পুরসভায় নিয়োগেও দুর্নীতি হদিশ মেলে। অভিযোগ, অর্থের বিনিময়ে কয়েক হাজার চাকরি বিক্রি হয়েছে। তদন্তে উঠে আসে নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত অয়ন শীলের সংস্থা এবিএস ইনফোজেনের মাধ্যমে রাজের প্রায় সব পুরসভায় নিয়োগ হয়েছে। আর অর্থের বিনিময়ে চাকরি পেয়েছে অযোগ্যরা। সেই দুর্নীতির শিকড়ে পৌঁছতে তদন্ত শুরু করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

সুরিনামে বসবাসরত প্রবাসী ভারতীয়রা সমস্ত ক্ষেত্রে পারদর্শী : রাষ্ট্রপতি মুর্মু

পরমারিবো, ৭ জুন (হি.স.): সুরিনামে বসবাসরত প্রবাসী ভারতীয়রা সমস্ত ক্ষেত্রেই পারদর্শী। সুরিনামের রাজধানী পরমারিবোতে প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে বক্তৃতা দেওয়ার সময় এ কথা বলেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বুধবার প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে বক্তব্য রাখার সময় রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেছেন, 'আমি অত্যন্ত খুশি যে, সুরিনামের প্রবাসী ভারতীয়রা দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তাঁরা প্রায় সব ক্ষেত্রেই পারদর্শী।'

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সুরিনামে তাঁর সফর শেষ করে সার্বিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। সার্বিয়ার রাষ্ট্রপতি আলেকজান্ডার ভুসিচের আমন্ত্রণে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৯ জুন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় সফরে সার্বিয়ায় থাকবেন।

অস্বস্তিকর গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা দক্ষিণবঙ্গে পারদ চড়ছে তিলোত্তমায়, পূর্বাভাস নেই বৃষ্টির

কলকাতা, ৭ জুন (হি.স.): ঘড়ির কাঁটায় সকাল আটটা, আর সেই সময় থেকেই সূর্যের প্রখর তেজ। সূর্য অস্ত গেলেও শান্তি নেই। রাতেও গরম বেশ ভালোই মালুম হচ্ছে। গত কয়েক দিন ধরে এমনই প্যাচপেচে গরমে হিমশিম খাচ্ছে কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গ। দক্ষিণ ও উত্তর-দুই বঙ্গে এই অবস্থা! আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, চলতি সপ্তাহে দাবদাহে পুড়বে গোটা পশ্চিমবঙ্গ। আগামী শনিবার পর্যন্ত হাওড়া, হুগলি, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া, মুর্শিদাবাদের দু'একটি জায়গায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরের জেলাগুলিতেও তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় থাকবে। শনিবার পর্যন্ত দুই দিনাজপুর, মালদহের দু'একটি জায়গায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কলকাতায় তাপপ্রবাহের কোনও সতর্কতা নেই। তবে শহরে গরম বৃদ্ধি পাবে। সেই সঙ্গে বজায় থাকবে অস্বস্তি ভাবও। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৩০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। আগামী কয়েকদিন এভাবেই তাপমাত্রা বাড়তে পারে তিলোত্তমায়।

মোদী সরকার নয় বছরে গরিবদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে, অভিযোগ খাড়গের

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি.স.) : মোদী সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে বুধবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, নয় বছরের শাসনকালে এই সরকার ধনীদের সাহায্য করেছে এবং শুধুমাত্র দরিদ্রদের প্রতারণা করেছে। তিনি একে মোদী সরকারের ''মিত্র কাল'' শব্দের সাথে ছন্দিত করে বলেন, এখন মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে এই সময়কালে কেবল কোটিপতি বন্ধুদের উপহার দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের ''আছে দিন'' স্লোগান ছিল ধনী-গরিবের মধ্যে পার্থক্য। গেল। খাড়গে বলেন, 'এটা মনে করিয়ে দেওয়া জরুরি যে গত ৯ বছরে ''মিত্র কাল'' ধনীরা অনেক উপহার পেয়েছেন এবং গরীবরা কেবল বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছেন।

জম্মু-পাঠানকোট হাইওয়েতে দু''টি ট্রাকের সংঘর্ষ, আহত কমপক্ষে ১৬ জন শ্রমিক

জম্মু, ৭ জুন (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলায় জম্মু-পাঠানকোট হাইওয়েতে দু''টি ট্রাকের সংঘর্ষে কমবেশি আহত হয়েছেন ১৬ জন। বুধবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কাঠুয়া জেলার লোগেট মোড়ে। আহতরা সবাই পেশায় শ্রমিক। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার সকালে কাঠুয়ার লোগেট মোড়ে একটি পিকআপ মাহিন্দ্রা ট্রাককে ধাক্কা মারে অপর একটি ট্রাক। এই দুর্ঘটনায় ১৬ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ৩ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, ''আহতদের মধ্যে একজন গর্ভবতী মহিলা ও একটি শিশু রয়েছে। শিশুটি গুরুতর আহত হয়েছে। শ্রমিকরা নির্মাণকাজে যাচ্ছিলেন, তখন দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। নির্মাণ সামগ্রী পিক্সার মেশিন নিয়ে মাহিন্দ্রা পিকআপ ট্রাকটি শ্রমিকদের নিয়ে নির্মাণ কাজের জায়গায় যাচ্ছিল। আহতরা কাঠুয়া জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনার, নবান্নের সুপারিশেই রাজ্যপালের সই

কলকাতা, ৭ জুন (হি. স.) : রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগে নবান্নের প্রস্তাবই মেনে নিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজভবন সূত্রে খবর, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব রাজীব সিনহাকে ওই পদে নিয়োগের ব্যাপারে অনুমোদন দিয়েছেন রাজ্যপাল। অর্থাৎ সৌরভ দাসের পর রাজ্য নির্বাচন কমিশনার হচ্ছেন রাজীব সিনহা। বুধবারই দায়িত্বভার গ্রহণ করছেন তিনি।

এই নিয়োগ নিয়ে গত বেশ কিছু দিন ধরে রাজভবনের সঙ্গে নবান্নের টানাপড়েন চলছিল। অবশেষে নির্বাচন কমিশনার পদে নবান্নের প্রথম সুপারিশ রাজীববাবুর নামেই সিলমোহর দিয়েছেন রাজ্যপাল বোস। আর মাস কয়েক পরেই পঞ্চায়েত ভোট হওয়ার কথা পশ্চিমবঙ্গে। সে ক্ষেত্রে রাজীববাবুর নেতৃত্বেই এই ভোট হতে চলেছে।

গত ২৮ মে রাজ্যের নির্বাচন কমিশনার পদে মেয়াদ শেষ হয়েছিল সৌরভ দাসের। নিয়মমাফিক পরবর্তী কমিশনারের নাম প্রস্তাব করে রাজ্যপালের কাছে পাঠিয়েছিল নবান্ন। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব রাজীব সিনহার নাম সুপারিশ করেছিল নবান্ন। কিন্তু তাতে অনুমোদন দেননি রাজ্যপাল। তার পর থেকেই নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগ নিয়ে টালবাহানা চলছিল।

রাজীববাবু এর আগে রাজ্যের মুখ্যসচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে করোনা পরিস্থিতি যখন সঙ্গিন, সেই সময়ে রাজীব ছিলেন দায়িত্বে। পরে তাঁকে রাজ্যে শিল্পোন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ বার সেই পদ থেকে সরিয়ে তাঁকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদে বসানো হবে।

বাইকের সঙ্গে গাড়ির সংঘর্ষে শিশুর মৃত্যু আহত দুই

রুরকি, ৭ জুন (হি. স.) : ম্যাঙ্গালোরের কোতোয়ালি এলাকার মহম্মদপুর ঢালের কাছে একটি দ্রুতগামী গাড়ি একটি বাইককে ধাক্কা দেয়। বুধবার সকালে এই দুর্ঘটনায় বাইক আরোহী ১১ বছর বয়সী একটি শিশু মারা যায়, এবং দুইজন আহত হয়। আহতদের প্রথমে সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, কিন্তু তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় অন্য হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। পুরকাজি থানা এলাকার গোধনা গ্রামের বাসিন্দা মুসলিম তার ১১ বছরের শিশু ও অন্য একজনকে নিয়ে আকবরপুর গ্রামে তার শ্বশুর বাড়িতে এসেছিলেন। বুধবার সকালে ফেরার সময় মোহাম্মদপুর ঢালের কাছে দ্রুতগামী একটি গাড়ি তার বাইককে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মারা যায় ১১ বছরের শিশু। দুর্ঘটনায় মুসলিম ও তার সঙ্গে বসা আরও এক ব্যক্তি আহত হন। দুজনকেই সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, সেখান থেকে দুজনকেই রেফার করা হয়েছে। পুলিশ গাড়ির চালককে আটক করেছে।

সূর্যমুখী বীজের এমএসপি-র দাবিতে কৃষকদের বিক্ষোভ অব্যাহত কুরুক্ষেত্রে, কেন্দ্রকে তোপ রণদীপের

কুরুক্ষেত্র, ৭ জুন (হি. স.) : সূর্যমুখী বীজের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি)-র দাবিতে হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রের শাহবাদে কৃষকদের বিক্ষোভ অব্যাহত। বুধবারও বিক্ষোভ মঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন অবস্থান বিক্ষোভরত কৃষকরা। এদিন কৃষকদের সঙ্গে একপ্রস্থ কথা বলেছেন এসডিএম কপিল কুমার। কৃষকদের বোঝানোর চেষ্টা করেন তিনি। এসডিএম বলেন, 'তাঁরা বলছেন গুরনাম সিং চারুনিকে তাঁদের মধ্যে আনতে হবে এবং তাঁদের পণ্যগুলি এমএসপি-তে সংগ্রহ করতে হবে।' এদিকে, এই ইস্যুতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন কংগ্রেস নেতা রণদীপ সুরজেওয়ালা। সুরজেওয়ালা এদিন বলেছেন, 'মোদীজি বলেছিলেন এমএসপি আইন আনা হবে, সেটা কোথায়? এমএসপি আইন নেই অথবা কৃষকরা এমএসপি পাচ্ছেন না। কৃষকরা প্রতিবাদ করলেই কী লাঠিচার্জ করা হয়? সরকার ও পুলিশ কি শুধু কৃষকদের মারধর এবং তাঁদের অসম্মান করার জন্য কাজ করে?' সূর্যমুখী বীজের এমএসপি-র দাবিতে বিক্ষোভরত কৃষকদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে কংগ্রেস সাংসদ দীপেন্দর হুডা বলেছেন, 'সংসদের আসন্ন অধিবেশনে আমরা বিষয়টি উত্থাপন করব। ''জয় জওয়ান, জয় কিষাণ'' স্লোগান এখন ''মরে কিষাণ, পিটে কিষাণ, জয় ধনওয়ান''।

জব্বলপুরে মালগাড়ির এলপিজি রেকের দুটি ওয়াগন লাইনচ্যুত, প্রভাবিত হয়নি রেল পরিষেবা

জব্বলপুর, ৭ জুন (হি.স.): ফের দুর্ঘটনার কবলে ভারতীয় রেল! এবার মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে লাইনচ্যুত হয়ে গেল একটি মালগাড়ি। মঙ্গলবার রাতে জব্বলপুরের শাহপুরা ভিটোনিতে বেলাইন হয়ে যায় মালগাড়ির এলপিজি রেকের দুটি ওয়াগন। পশ্চিম মধ্য রেলের সিপিআরও জানিয়েছেন, আনলোডিংয়ের সময় মালগাড়িটি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। এই দুর্ঘটনার জেরে ট্রেন পরিষেবার কোনও প্রভাব পড়েনি। মেইল লাইনে স্বাভাবিকই ছিল ট্রেন পরিষেবা। রেল কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সূর্যের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার কাজ শুরু হয়। পরে ফিটনেস সার্টিফিকেটও দেওয়া হয়। কেন এমনটা হল, তা খতিয়ে দেখছে রেল কর্তৃপক্ষ।

ভারতে ৩-হাজারের নীচে নামল সক্রিয় রোগী কোভিড সংক্রমণও নিম্নমুখী, মৃত্যু হয়নি একজনেরও

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি.স.) : ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা বেড়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ২১৪ জন, এই সময়ে দেশে একজনেরও মৃত্যু হয়নি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ২,৮৩১-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৫,৩১, ৮৮৪ জনের (১.১৮ শতাংশ)।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪, ৫৭,৩৭৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৬ জুন সারা দিনে ভারতে ৯১, ৪৯৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

বালেশ্বরে ট্রেন দুর্ঘটনায় বিহারের ৪৩ জনের মৃত্যু এখনও নিখোঁজ ৮৮ জন

পাটনা, ৭ জুন (হি.স.) : ওডিশার বালেশ্বরে গত শুক্রবারের ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বিহারের বাসিন্দা ৪৩ জন যাত্রীর। বুধবার বিহারের রাজ্য ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী শাহনওয়াজ আলম এমনটাই জানিয়েছেন। মন্ত্রী জানিয়েছেন, বালেশ্বরে ট্রেন দুর্ঘটনায় বিহারের বাসিন্দা ৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও ৪৩ জন আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পর বেশ কয়েকদিন অতিক্রান্ত হলেও, এখনও খোঁজ পাওয়া যায়নি ৮৮ জনের। উল্লেখ্য, গত শুক্রবার সন্ধ্যায় ওডিশার বালেশ্বরে করমণ্ডল এক্সপ্রেস-সহ তিনটি ট্রেনের ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় অসংখ্য যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। মৃতের সংখ্যা ২৮৮, আহতের সংখ্যা প্রায় হাজার। এখনও খোঁজ পাওয়া যায়নি বহু যাত্রীর, অনেক দেহ শনাক্ত করাও যায়নি। মৃতদের শনাক্ত করার জন্য ডিএনএ নমুনা পাঠানো হয়েছে এইমস দিল্লিতে।

২৪ ঘন্টার মধ্যেই আরব সাগরে তৈরি হতে পারে অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় 'বিপর্যয়', আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা ভারত ও পাকিস্তানে

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি.স.): আরব সাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণাবর্ত ইতিমধ্যেই নিম্নচাপ ও পরবর্তীকালে গভীর নিম্নচাপ এবং ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে, এবার আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যেই অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় """"বিপর্যয়""""-এ পরিণত হবে। বুধবার এমনটাই জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে তৈরি হতে পারে অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় 'বিপর্যয়'। ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, মধ্য-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগরের উপকূলে ঘূর্ণিঝড়টি আছড়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পাকিস্তানে আছড়ে পড়তে পারে 'বিপর্যয়'। তবে এর প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে ভারতেও। কর্ণাটক, গোয়া, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাতের উপকূলবর্তী এলাকায় বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। পাশাপাশি এলাকার বিক্ষিপ্ত স্থানে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। বুধবার সকালে পূর্ব-মধ্য ও পার্শ্ববর্তী দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগরের উপর প্রবল ঘূর্ণিঝড় 'বিপর্যয়' গোয়ার প্রায় ৮৯০ কিলোমিটার পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থান করছিল। এটি প্রায় উত্তর দিকে অগ্রসর হতে পারে এবং পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে অতি তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে।

পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে, এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের রাশিয়ায় অবতরণ প্রসঙ্গে মন্তব্য আমেরিকার

ওয়াশিংটন, ৭ জুন (হি.স.) : ইঞ্জিনে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে গত সোমবার সকালে রাশিয়ায় জরুরি অবতরণ করেছিল এয়ার ইন্ডিয়ার সান ফ্রান্সিসকোগামী একটি বিমান। এ বার ওই বিষয়ে মুখ খুলল আমেরিকা, ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতির দিকে 'নজর রাখা হচ্ছে'। আমেরিকার বিদেশ দফতরের সহকারী মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল বলেছেন, "আমরা জানি আমেরিকায় আসা একটি বিমান রাশিয়ায় জরুরি অবতরণ করেছে। আমরা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছি। যদিও আমি জানি না, ওই বিমানে আমেরিকার কত জন নাগরিক ছিলেন।"

বিশেষজ্ঞদের মতে, সাম্প্রতিক রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে আমেরিকা এবং রাশিয়া মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রায় খারাপ বললেই চলে। এই পরিস্থিতিতে রাশিয়ায় এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি অবতরণ করায় দেশের নাগরিকদের 'নিরাপত্তা'র বিষয়টিকে আমেরিকা গুরুত্ব দিতে চেয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও বিকল্প বিমানে সব যাত্রীই তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছেছেন।

দারিদ্রতাকে নিত্যসঙ্গী করে উচ্চ মাধ্যমিকে বাজিমাত পাথারকান্দির ভাস্করের

পাথারকান্দি (অসম), ৭ জুন (হি.স.) : আর্থিক দুরাবস্থাকে নিত্যসঙ্গী করে এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাজিমাত করল পাথারকান্দির মেধাবী ছাত্র ভাস্কর নাথ। তার বাড়ি স্থানীয় মধুরবন্দ গ্রামে। এবারের উচ্চতর মাধ্যমিক চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষায় সে পাথারকান্দি কমরুল হক জুনিয়র কলেজ থেকে স্টার মার্ক সহ চারটি বিষয়ে লেটার নিয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়।তার প্রাপ্ত নম্বর চারক্রশ দশ। শতকরা হার আশি শতাংশ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ভাস্করের বাবা বিদ্যুৎ নাথ একজন দিনমজুর। মা শুভ্রারানী নাথ গৃহিনী।মেধাবী ভাস্কর পড়াশুনার খরচ বহন করতে সময়ে সময়ে রাজমিস্ত্রির সঙ্গে পাকার কাজ ছাড়াও বাজারে শাক সবজি লতা পাতা ইত্যাদি বিক্রি করত। বাবা দারিদ্রতাকে সঙ্গী করে দুই ছেলে দুই মেয়ে স্ত্রী সহ ছয় জনের পরিবারকে কঠিন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে প্রতিপালন সহ ছেলেমেয়ের লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছেন।উনার অন্য সন্তানরাও লেখাপড়ায় ভালো রেজাল্ট করে আসছে।এমন সাফল্যে বেজায় খুশি মা-বাবা,ভাই-বোন, কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ স্থানীয় শিক্ষানুরাগী মহল।

উল্লেখ্য এবারের মাধ্যমিক চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষায় একইভাবে ভাস্করের ছোটভাই সুব্রত নাথও নজরকাড়া ফলাফল করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়।

করিমগঞ্জের হৈলামছড়া থেকে গৃহবধূ নিখোঁজ

পাথারকান্দি (অসম), ৭ জুন (হি.স.) : লোয়াইরপোয়া ব্লকের ডেঙ্গারবন্দ জিপির হৈলামছড়া গ্রাম থেকে এক গৃহবধূ নিখোঁজের ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। এ মর্মে নিখোঁজ গৃহবধূর স্বামী সুখরাম কাওর মঙ্গলবার স্থানীয় বাজারিছড়া পুলিশে একটি নিখোঁজ সংক্রান্ত এজাহার দায়ের করেছেন।

প্রদত্ত এজাহারে উল্লেখ করা হয় যে চার সন্তানের জননী তথা গৃহবধূ সাবিত্রী কাওর গত উনত্রিশ মে দুপুরে হঠাৎ করে নিজ বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যান।পরে তাকে গত কয়দিন ধরে এদিক সেদিক খোঁজাখুজি করেও পাওয়া যায় নি।গৃহবধূকে কোথাও পাওয়া গেলে বাজারিছড়া পুলিশে খবর জানাতে অনুরোধ জানান স্বামী সুখরাম।

এদিকে এ কান্ডে পুলিশের প্রাথমিক ধারনা পারিবারিক কলহের জেরে মহিলাটি গৃহ ত্যাগ করেছেন।এতে তার চারটি ছোট ছোট সন্তান সহ স্বামী ও পরিবারের লোকেরা চরম উৎকন্ঠায় পড়েছেন।

ফের বন্দুকবাজের হামলায় রক্তাক্ত আমেরিকা স্কুল চত্বরে এলোপাথাড়ি গুলি, মৃত ২

ভার্জিনিয়া, ৭ জুন (হি.স.) : মার্কিন মুলুকে ফের বন্দুকবাজের হামলা। এবার রক্তাক্ত ভার্জিনিয়া। মঙ্গলবার রাতে হাই স্কুলের থিয়েটার হলে চলছিল সমাবর্তন অনুষ্ঠান। হল থেকে পড়ুয়া এবং অভিভাবকরা বেরোতেই হামলা চালায় এক বন্দুকবাজ। তাতেই মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। আহত কমপক্ষে ৫ জন। গ্রেফতার করা হয়েছে হামলায় অভিযুক্ত যুবককে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভার্জিনিয়ার রিচমন্ড এলাকায় কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে রয়েছে একটি উচ্চ বিদ্যালয়। ওই স্কুলেরই সমাবর্তন অনুষ্ঠান চলছিল ক্যাম্পাসের একটি থিয়েটার হল। অনুষ্ঠান শেষে পড়ুয়া এবং অভিভাবকরা হলের বাইরে বেরোতেই হামলা চালায় ১৯ বছর বয়সি বন্দুকবাজ। তাতেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ১৮ এবং ৩৬ বছর বয়সি দু'জন।

খবর পাওয়ামাত্র ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। হত্যাকাণ্ডের পর পালানোর চেষ্টা করলেও পুলিশের তৎপরতায় ধরা পড়ে যুবক বন্দুকবাজ। রিচমন্ডের শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক রিক এডোয়ার্ড জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের অলট্রিয়া থিয়েটার হলের সমানে গুলি চলেছে। হামলা চালানোর কারণ জানতে হামলাকারী যুবককে জেরা করছেন পুলিশ আধিকারিকরা। তাঁর বিরুদ্ধে খুনের, খুনের পরিকল্পনা-সহ একাধিক মামলা রুজু করেছে ভার্জিনিয়া পুলিশ।

দুই নেতার বৈঠক নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা

বেঙ্গালুরু, ৭ জুন (হি.স.) : বেঙ্গালুরুতে এসে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও জনতা দল সেক্যুলার (জেডিএস)-এর সভাপতি এইচ ডি দেবেগৌড়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ফারুক আবদুল্লাহ। বুধবার বেঙ্গালুরুতে এইচ ডি দেবেগৌড়ার বাড়িতে এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ফারুক আবদুল্লাহ। উভয় নেতার মধ্যে নানা বিষয়ে কথা হয়েছে, সেই সময় উপস্থিত ছিলেন এইচ ডি দেবেগৌড়ার ছেলে ও কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামীও। বেঙ্গালুরুতে এইচ ডি দেবেগৌড়ার বাড়িতে পৌঁছলে ফারুক আবদুল্লাহকে স্বাগত জানান এইচ ডি কুমারস্বামী। হাতে ফুল তুলে দিয়ে ফারুককে শুভেচ্ছা জানান দেবেগৌড়া। দুই প্রবীণ নেতার মধ্যে বৈঠক নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে কল্পনা। এদিন দেবেগৌড়ার বাড়ির বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওডিশায় ট্রেন দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে ফারুক আবদুল্লাহ বলেছেন, দুর্ঘটনার তদন্ত হওয়া দরকার। নেপথ্যে কারা ছিল তা জনগণকে জানাতে হবে।

বুধবারেও অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। তবুও আজ বুধবার দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধির প্রবণতা রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৬ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৭২ ডলারের কাছাকাছি। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে একবছরেরও বেশি সময় ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম। বুধবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা।

ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

বাংলাদেশের সিলেটে দুটি ট্রাকের সংঘর্ষে নিহত ১২

ঢাকা, ৭ জুন (হি. স.) : বাংলাদেশের সিলেটের দক্ষিণ সুরমার নাজিরবাজার এলাকায় দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক মহিলা সহ ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার ভোরে এই দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিলেট মহানগর পুলিশের দক্ষিণ সুরমা থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি মো. শামসুদ্দোজা। ওসি বলেন, 'একটি বড় ট্রাক ও একটি মিনি ট্রাকের সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। ঘটনায় ১২ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ১২ জন। তাঁদের সিলেট এম এ জি ওসমানি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।' আবুল কাশেম নামে এক রাজমিস্ত্রি বলেন, 'নিহত ব্যক্তিরা সকলেই নির্মাণ শ্রমিক।'

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কী খেলে শরীরে এর মজুত বাড়বে

হাড়, পেশী, ত্বক, নখ - সব ঠিক রাখতেই কোলাজেন নামক প্রোটিনের ভূমিকা অনেক। ত্বকের জেল্লা বাড়ানো থেকে হাড় মজবুত করা সবেতেই প্রয়োজন হয় এই প্রোটিনের। তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে কোলাজেনের ঘাটতি শুরু হয়। তাছাড়া ঠিকমতো না খেলে অথবা অস্বাস্থ্যকর খাবার বেশি খেলে এই প্রোটিন উতাদনের হার আরও কমে যায়।

ফলে অকালেই চেহারায় বয়সের ছাপ পড়ে, চামড়া ঝুলে যায়, বলিরেখা পড়ে, ত্বকের জেল্লা হারায়।

শরীরে কোলাজেনের ঘাটতিতে হাড়, পেশী ও অন্ত্রের উপরও মারাত্মক প্রভাব পড়ে। জয়েন্টে ব্যথা ও বাত দেখা দেয়, পেশী দুর্বল হয়ে পড়ে, গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সমস্যাও হয়। তাই দেহে কোলাজেনের ভারসাম্য বজায় রাখার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যাভাসে বদল এনেই শরীরে কোলাজেনের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব। কিছু কিছু খাবার প্রাকৃতিক কোলাজেনের উত। আবার কিছু খাবারে এমন পোষক পদার্থ থাকে যা কোলাজেন তৈরিতে সাহায্য করে। তাহলে জেনে নিন, কোলাজেন উতাদনে নিয়মিত কোন কোন খাবার খাওয়া উচিত।

কোলাজেন কী? কোলাজেন আসলে এক ধরনের প্রোটিন। যা আমাদের শরীরের বাঁধুনি হিসেবে কাজ করে। পেশী, হাড়, দাঁত, ত্বক, টেন্ডন, লিগামেন্ট, অঙ্গ, রক্তনালী, অন্ত্রের আস্তরণ এবং অন্যান্য সংযোগকারী সমস্ত টিস্যুতেই রয়েছে কোলাজেন। এই প্রোটিন সারা শরীরকে সচল ও কর্মক্ষম রাখে। ত্বক ও নখের স্বাস্থ্য ভাল রাখে, সার্বিকভাবে সুস্থ ও সুন্দর রাখে।

টেংরির ঝোল

মুরগি বা খাসির মাংস থেকেই মিলবে পর্যাপ্ত কোলাজেন। বিশেষ করে, মাংসের হাড় থেকে কোলাজেন মেলে আমাদের শরীরে। মুরগি বা পাঁঠার মাংসে হাড়ের ভেতর যে মজ্জা থাকে, তাতে কোলাজেন মজুত থাকে। তাই টেংরির ঝোল বা স্যুপ কোলাজেনের দারুণ উত। শরীরে প্রয়োজনীয় প্রোটিন জোগান দেয় এই খাবার। তাই শরীরে কোলাজেন উতাদন বাড়াতে খেতেই পারেন টেংরির ঝোল।

সাইট্রাস ফল

ভিটামিন সি সমৃদ্ধ সবজি ও ফল কোলাজেন উতাদনে বেশ উপকারী। তাই প্রচুর পরিমাণে সাইট্রাস ফল যেমন কমলালেবু, পাতিলেবু এবং মুসাম্বি খান। পেঁপে, টমেটো, লাল ও হলুদ বেলপেপার ইত্যাদি খাদ্যতালিকায় রাখতেই হবে। এগুলি ভিটামিন সি-এর দুর্দান্ত উত। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাত, অস্টিওপরোসিসের ঝুঁকি বাড়ে। যে কারণে গাঁটে গাঁটে যন্ত্রনা বা জয়েন্ট পেন হয়। কোলাজেন আমাদের শরীরে কার্টিলেজের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। যা হাড় সুস্থ ও মজবুত রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মাছ

মাছ কোলাজেনের একটি চমতার উত। বিশেষ করে সামুদ্রিক মাছ থেকে সবচেয়ে বেশি কোলাজেন পাওয়া যায়। ফিশ-কোলাজেন শরীরে আরও দ্রুত এবং সহজেই শোষিত হয়।

হার্ট সুস্থ রাখার জন্য শরীরে পর্যাপ্ত কোলাজেন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাছাড়া, কোলাজেন অন্ত্র সুস্থ রাখে এবং ভাল হজমে সহায়তা করে।

সবুজ শাকসবজি পালং শাক, কালে এবং অন্যান্য সবুজ শাকসবজিতে ক্লোরোফিল থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে, সবুজ শাকসবজিতে থাকা ক্লোরোফিল ত্বকে কোলাজেন বাড়ায়। কোলাজেন ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা এবং আর্দতা বাড়াতে সাহায্য করে।

অ্যামিনো অ্যাসিড

অ্যামিনো অ্যাসিড শরীরে কোলাজেন উতাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাছ, মাংস, ডিম, বিভিন্ন ধরনের বাদাম, টফু, কটেজ চিজ, দুধ ইত্যাদি প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খেলে শরীরে অ্যামিনো অ্যাসিডের মাত্রা বাড়ে। ফলে কোলাজেন উতাদনের হারও বেড়ে যায়।

জিঙ্ক সমৃদ্ধ খাবার খান

শরীরে কোলাজেন উতাদনে জিঙ্কেরও প্রয়োজন রয়েছে। এটি কোলাজেন প্রোটিন ধ্বংস হতে বাঁধা দেয়। রোজকার খাদ্যতালিকায় কুমড়োর বীজ, টফু, ওটস, কাজুবাদাম, ঝিনুক বা গুগলি রাখতে পারেন। এগুলিতে ভরপুর মাত্রায় জিঙ্ক থাকে।

এই ৫ টি আশ্চর্যজনক সুফল পেতে পারেন কাঁচা ছোলায়

কাঁচা ছোলা যেমন রান্না করে খাওয়া যায় তেমনই কাঁচা অবস্থাতেও খাওয়া হয়। পুষ্টিগুণে ভরপুর উপাদেয় খাবার হল ছোলা। তাই রোজ পাতে এই খাবারটি রাখতেই পারেন।

ছোলার মধ্য প্রোটিন প্রচুর পরিমাণে আছে। এটি সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিনের অংশ। এটি পুষ্টিগুণে ভরপুর। ছোলা দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখতে সাহায্য করে।

তাই ছোলা খেলে দেশের বাড়তি চর্বি ঝরে যায়। প্রতিদিন সকালে কাঁচা ছোলা খেলে উপকার পাবেন। তাছাড়া ছোলায় আছে বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন, ম্যাগনেশিয়াম, খনিজ লবণ এবং আরও ফসফরাস। আরও অনেক উপকার তো আছেই। উচ্চমাত্রার প্রোটিনসমৃদ্ধ যুক্ত খাবার হল ছোলা।

গবেষকদের মতে, যে সব অল্পবয়সী নারীরা খুব বেশি পরিমাণে ফলিক অ্যাসিড যুক্ত খাবার খেয়ে থাকেন, তাদের হাইপারটেনশন এর প্রবণতা কমে যায়। ছোলায় অনেক ভালো পরিমাণ ফলিক অ্যাসিড থাকে তাই ছোলা খেলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়। এছাড়া ও ছোলা বয়সসন্ধি পরবর্তীকালে মেয়েদেরহার্টভাল রাখতেও সাহায্য করে। গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে, যে যত বেশি পরিমাণে ফলিক অ্যাসিড জাতীয় খাবারের সাথে খাবে। সেইসব মেয়েরা কোলন ক্যান্সার এবং রেক্টাল ক্যান্সার এর ঝুঁকি থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পারবে। আবার ফলিক অ্যাসিড রক্তের অ্যালার্জির পরিমাণ কমিয়েঅ্যাজমারপ্রকোপও অনেকটা কমিয়ে আনতে সাহায্য করে। তাই নিয়মিত ছোলা খাবেন এবং সুস্থ থাকবেন। এছাড়াও এতে ভিটামিন “বি”ও আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। ভিটামিন “বি” কমায় মেরুদন্ডের ব্যথা, স্নায়ুর দুর্বলতা। ছোলাতে আছে বিভিন্ন রকমের খনিজ পদার্থ এবং এর মধ্যে থাকা ফ্যাট বা তেলের বেশির ভাগ অংশই হলো পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট বা তেল। এই উপাদানটি শরীরের জন্য মোটেও ক্ষতিকর নয়। বরং পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট দেহে থাকা অতিরিক্ত ক্ষতিকরকোলেস্টেরলকমিয়ে দেয়। এছাড়া ছোলাতে রয়েছে প্রোটিন, আমিষ, ভিটামিন ইত্যাদি, যা শরীরের জন্য বেশ উপকারী। ছোলাতে থাকে প্রচুর পরিমাণে আঁশ। আঁশ সাধারণত খাদ্য হজমে সহায়তা করে থাকে। আঁশ কোনও ভাবেই পাকস্থলিতে হজম হয় না। যাদের কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা তারা ছোলা খেতে পারেন। কারণ ছোলাতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ আঁশ।

ডিমের চেয়েও পুষ্টিকর এই ৫ খাবার

স্বাস্থ্যের খাতায় ডিমের পরিচয় পুষ্টিকর খাবার হিসেবেই। সুপারফুড হিসেবেই ডিমকে চিহ্নিত করেছেন পুষ্টিবিদরা। ডিমের মধ্যে থাকে ভিটামিন বি ২, ভিটামিন বি ১২, ভিটামিন ডি, ভিটামিন এ, ফ্যাটি অ্যাসিড। আর তাই ডিম থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রোটিন পাওয়া যায়। শরীরে শক্তি সরবরাহতে ডিমের কোনও তুলনা নেই।

আবার অনেকের ডিমে অ্যালার্জি থাকে। অনেকের ডিমে গন্ধ লাগে। বার্ড ফ্লু বা অন্যান্য সংক্রমণের কারণে অনেকে ডিম এড়িয়ে চলেন। এছাড়াও যারা নিরামিষ খান তাঁরাও ডিম খেতে পারেন না। তবে এমন ধারণাও ঠিক নয় যে সর্বোচ্চ প্রোটিন শুধুমাত্র ডিমের মধ্যেই থাকে। এই সব খাবারের মধ্যেও থাকে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন। তাই ডিম ছাড়াও নিয়ম করে এই সব খাবারও রাখুন রোজকারের ডায়েটে।

১০০ গ্রাম ডিমের মধ্যে ১২.৬ গ্রাম প্রোটিন থাকে। ওছাড়াও ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন এসবও পাওয়া যায় ডিম থেকে।

তবে ডিমের থেকেও বেশি প্রোটিন পাওয়া যায় মুরগির মাংসের মধ্যে। চর্বি আর চামড়া ছাড়া মুরগির মাংস খেতে হবে। ১০০ গ্রাম মুরগির মাংস থেকে ২৩.২ গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যায়। এছাড়াও মাংসের মধ্যে থাকে ক্যালশিয়াম, আয়রন, সোডিয়ামের মত পুষ্টি। যাঁরা আমিষ খান তাঁরা পরিমাণ মতো মাংস আর ডিম অবশ্যই খাবেন।

নিরামিষাশীরা ডিম, মাংসের পরিবর্তে প্রোটিনের জন্য যা কিছু খাবেন-

ফ্ল্যাক্স সিড- ১০০ গ্রাম ফ্ল্যাক্স সিড রোজ খেলে সেখান থেকে ১৮.৩ গ্রাম প্রোটিন পেতে পারেন। এছাড়াও এই বীজের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার, ক্যালশিয়াম, আয়রন, সোডিয়াম, ভিটামিন বি আর ফ্যাটি অ্যাসিড।

চিয়া বীজও শরীরের জন্যও তা খুব উপকারী। ১০০ গ্রাম চিয়া বীজের মধ্যে ১৬.৫ গ্রাম প্রোটিন থাকে। এছাড়াও চিয়া বীজের মধ্যে থাকে ক্যালশিয়াম, ফাইবার, আয়রন, সোডিয়াম, ভিটামিন বি এবং ফ্যাটি অ্যাসিড। রোজ চিয়া সিড দু চামচ করে খেলে খুবই ভাল। চিয়া পুডিং বানিয়ে খেতে পারেন। এছাড়াও দুধের মধ্যেও চিয়া বীজ মিশিয়ে খেতে পারেন।

পনির নয় নিরামিষাশীদের জন্য সবচাইতে ভাল হল টোফু। ১০০ গ্রাম টোফুর মধ্যে ১৭.৩ গ্রাম প্রোটিন থাকে। আর পনিরের থেকে বেশি পরিমাণে ফাইবার, ক্যালশিয়াম, জিঙ্ক, সেলেনিয়াম, আয়রন পাওয়া যায় এই টোফুর মধ্যে।

ঠান্ডা লাগা, চুলপড়া, ত্বক খসখসে হওয়ার পিছনে ভিটামিনের ঘাটতি

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি, চুল এমনকি ত্বকের যত্নে ভিটামিন “সি” এর জুড়ি মেলা ভার। শরীর ভিটামিন সি জমিয়ে রাখতে পারে না। বিভিন্ন খাবারের মাধ্যমেই শরীর এই ভিটামিন পায়। এটি শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পারে।অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট হিসাবেও ভিটামিন সি’র যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।আমারা সাধারণত টমেটো, ক্যাপসিকাম, পেয়ারা, ব্রকোলিতে থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন সি পায়।চিকিতকদের মতে, শরীরে ভিটামিন সি-র ঘাটতি দেখা দিলে নানান উপসর্গ দেখা দেয়। তার মধ্যে প্রথমে রয়েছে ঘন ঘন ঠান্ডা লাগা। শরীরে ভিটামিন সি”র অভাব লিম্ফোসাইট বা শ্বেত রক্তকণিকা তৈরি করতে পারে না। এ কারণে শরীর কোনও জীবাণুর আক্রমণ ঠেকাতে পারে না।

এজন্য সহজেই ঠান্ডা লাগে। ক্লান্তিবোধ, ঘন ঘন মাথা ব্যথা, সঙ্গে রক্তাল্পতা হলে বুঝতে হবে শরীরে ভিটামিন সি’র ঘাটতি হয়েছে। শরীরে ভিটামিন সি”র অভাব হলে চুলের গোড়া আলগা ও চুল পাতলা করে তোলে। এর অভাবে সহজেই চুল ঝরে। চুলের যে কোনও প্রসাধনে তাই ভিটামিন সি সমৃদ্ধ আমলকি, লেবুর উপাদান থাকলে ভালো। কোনও অসুখ ছাড়াই ঘন ঘন চুল উঠলে ভিটামিন সি’র চাহিদা পূরণে সচেষ্ট হোন। আপনার শরীরে ভিটামিন সি”র অভাবে ত্বকের অন্যতম পুষ্টি কোলাজেনের পরিমাণ কমতে থাকে। এতে ত্বক পাতলা ও ফ্যাকাশে হতে থাকে। ত্বক নিজস্ব উজ্জ্বলতা এবং সজীবতা হারায়।

পরিবেশ রক্ষা করুন, নইলে এই ৫ ক্যানসারে আক্রান্ত হবেন আপনিও

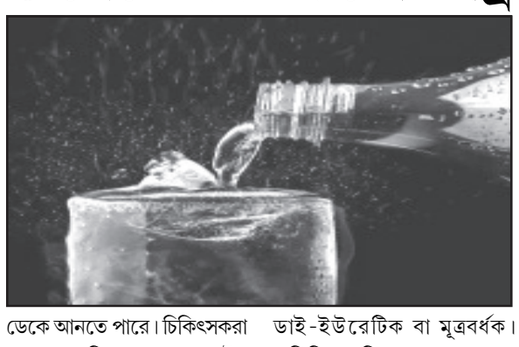

প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে মহা সমারোহে পালন করা হয়। বাড়িতে, বাগানে, ফাঁকা জায়গা পেলেই গাছ লাগানো হয়, পরিবেশ সচেতনতা মূলক একাধিক কর্মসূচী থাকে। সব কিছুই নিয়ম মাফিক হয় তবুও মানুষ সচেতন হচ্ছে কি! নগর-শহর গড়তে অবিচারে গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। আয়তনে বাড়ছে শহর, গজাচ্ছে নতুন শপিং মল-মার্কেট কমছে গাছের সংখ্যা। গাছের সংখ্যা ক্রমাগত কমছে বলেই বাড়ছে দূষণ। একথা সকলেই জানেন। দূষণের ফলে কী কী হচ্ছে তাও অজানা নয়। তবুও গাছ লাগানোর পরিবর্তে কমিয়ে ফেলা হচ্ছে বনাঞ্চল। এই অতিরিক্ত গরম, কখনও খরা কখনও বন্যা এসবের নেপথ্য কারণ পরিবেশ দূষণ। দূষণের ফলে বাতাসে ক্ষতিকর রাসায়নিকের পরিমাণ বাড়ছে। খাবার, জল, বাতাস থেকে শুরু করে দৈনন্দিন ব্যবহার্যের জিনিস সবই পড়ছে দূষণের কবলে। আর যে কারণে বাড়ছে ক্যানসারের ঝুঁকি।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথের সমীক্ষা অনুসারে, পরিবেশ দূষণের কারণে এমন কিছু ৫৪ টি যৌগ তৈরি হয় যা ক্যানসারের অন্যতম কারণ। পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ মানুষই। নিজেদের দোষেই আমরা নিজেদেরকে ঠেলে দিচ্ছি মারণ রোগের দিকে। দূষণের ফলে বর্তমানে ভীষণই বেড়েছে এই সব ক্যানসারের ঝুঁকি। সেই তালিকায় রয়েছে- ব্লাড ক্যানসার, ত্বকের ক্যানসার,বিভার ক্যানসার, মূত্রাশয়ের ক্যানসার,ফুসফুসের, ক্যানসার,স্তন ক্যানসার,ওরাল ক্যানসার দূষণের অন্যতম কারণ হল বেঞ্জিন। বেঞ্জিন অতি ক্ষতিকারক একটি রাসায়নিক যৌগ। পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ হল এই অতি ক্ষতিকারক বেঞ্জিন। এই বেঞ্জিন ব্লাড ক্যানসারের অন্যতম কারণ। জল অআর বাতাসের মাধ্যমে তা আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। এবং সেখান থেকে ক্যানসার সৃষ্টি করে। রেডন হল প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় গ্যাস। এই গ্যাস ফুসফুস ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। স্যাঁতস্যাঁতে, নোংরা পরিবেশের মধ্যে বেশিক্ষণ থাকলে এই ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে। দেওয়াল ফেটে জল চুঁইয়ে পড়লে বা দেওয়াল ফেটে গেলে রেডন গ্যাস বেশি পরিমাণে তৈরি হয়।

জল দূষণের মূল কারণ হল এই আর্সেনিক। আর্সেনিক একটি রাসায়নিক উপাদান। যা ওষুধ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও প্রাকৃতিক ভাবে মাটি আর জলের মধ্যেও থাকে আর্সেনিক। এই আর্সেনিক ত্বক, লিভার, মূত্রাশয় এবং ফুসফুসের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। দক্ষিণ কলকাতার প্রায় সর্বত্রই আর্সেনিক যুক্ত জল সরবরাহ করা হয়।

এসব ছাড়াও কলকারখানার ধোঁওয়া, বাসের ধোঁওয়া এসব থেকে তৈরি হয় বেশ কিছু রাসায়নিক উপাদান। এর মধ্যে থাকে অ্যাসবেস্টস, হেক্সাভ্যালেন্ট ক্রোমিয়াম, অ্যাফ্লাটক্সিন এবং ভিনাইল ক্লোরাইড। যার প্রভাব শরীরে মারাত্মক এবং ক্যানসারের জন্য দায়ী।

এই গরমে স্বস্তি পেতে ঘন ঘন কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছেন ?

অতিরিক্ত গরমে ঘামের কারণে আমাদের শরীর থেকে বেশি পরিমাণে জল বেরিয়ে যায়, ফলে শরীরে জলের ঘাটতি দেখা দেয়। যার ফলে গরমে বেশি করে জল পানের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিতকরা।তবে এই গরমে শুধু জল খেয়েও স্বস্তি মিলছে না। তাই অনেকেই জলের পাশাপাশি বিভিন্ন কোল্ড ড্রিঙ্কের প্রতি ঝুঁকছেন।

তবে অনেকেই জানেন না গরম থেকে পরিত্রাণ পেতে রাস্তা ঘাটে যেসব পানীয় গ্রহণ করছেন তা শরীরের জন্য কতটা ক্ষতিকর। এমন কিছু পানীয় আছে যেগুলি বেশি খেলে শরীরে জলের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এ কারণে জলশূন্যতা থেকে বাঁচতে কিছু পানীয় এড়ানো উচিত। সকালে কফির কাপে চুমুক না দিলে অনেকের ঘুমের রেশ যেন কাটতেই চায় না। আবার, সারা দিনে কাজের ফাঁকে ক্লান্তি দূর করতেও কফি টনিক হিসেবে কাজ করে। অনেক সময় কফিপ্রেমীরা দিনে কয়েক কাপ পর্যন্ত কফি খান। এটা ঠিক নয়। কারণ অতিরিক্ত কফি পান শরীরের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

মাত্রাতিরিক্ত কফি খাওয়ার অভ্যাস শরীরে গ্যাস তৈরি হওয়া থেকে শুরু করে জলশূন্যতা বা ডিহাইড্রেশনের মতো সমস্যা ডেকে আনতে পারে। চিকিৎসকরা বলছেন, কফিতে থাকা ক্যাফেইন ডাই-ইউরেটিক বা মূত্রবর্ধক। অতিরিক্ত কফি পানের ফলে বার বার প্রস্রাব পায় এবং শরীর থেকে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ বের করে দেয়। অতিরিক্ত কফি পান সোডিয়ামের শোষণ কমিয়ে দেয়। ফলে ডিহাইড্রেশন দেখা দিতে পারে। চা হল মূত্রবর্ধক। শরীরকে ডিহাইড্রেট করে দেয় চা। অতিরিক্ত চা পানে শরীর থেকে তরল বেরিয়ে যেতে পারে। এ কারণে ডিহাইড্রেশন থেকে বাঁচতে হলে চা এর পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে জল পান করতে হবে।

কোন ধরনের ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি মেয়েদের

ক্যানসার এখন এক বিশ্বব্যাপী সমস্যায় পরিণত হয়েছে। শুধু সমস্যাই নয় এটি এখন মানুষের আতঙ্কের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এই রোগ ধরা পড়লেও তা একেবারে নির্মূল করা সম্ভব হচ্ছে না। আবার ফিরে আসছে এই রোগ।

ফলে শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারাচ্ছেন রোগীরা। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এই রোগের শিকার হতে পারেন মানুষ। এবং এই মারণ রোগ বয়সেরও তোয়াক্কা করে মা। তবে গবেষণা বলছে এমন কিছু কানসার রয়েছে যাতে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন মহিলারা।

স্তন ক্যানসার:

যতদিন যাচ্ছে বাড়ছে এই ক্যানসারের প্রকোপ। এপিডেমিওলজিকাল ডাটার গবেষণা অনুযায়ী ভারতে প্রত্যেক ১ লাখ মহিলার মধ্যে ১৫ জন এই ক্যানসারে আক্রান্ত। এই ক্যানসার শেষ পর্যন্ত ফুসফুস, হাড়, মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়তে পারে। কেন হয় এই ক্যানসার? স্থুলতা এই ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়া।

ওভারিয়ান ক্যানসার:

সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে লাফিয়ে বাড়ছে ওভারিয়ান ক্যানসার। আজকাল অনেক মেয়েরাই ওভারিয়ান সিস্টের সমস্যায় ভোগেন। যা চিকিতার অভাবে বা গাফিলতির কারণে পরে ওভারিয়ান ক্যানসারের কারণ হতে পারে। এই ক্যানসারকে এক কথায় নীরব ঘাতক বলা হয়।

জরায়ুমুখের ক্যানসার: মহিলারা যে ধরনের ক্যানসারে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হন তার মধ্যে অনতম হল জরায়ুমুখের ক্যানসার। গবেষণা বলছে, প্রতি বছর বিশ্লের প্রায় কয়েক লাখ নারী এই ক্যানসারের শিকার হন। যোনি, মলদ্বার এমনকি মুত্রথলিতেও ছড়িয়ে পড়তে পারে এই ক্যানসার। এই ক্যানসারের সাধারণ লক্ষণ গুলি কী-কী? যৌনমিলনের পর রক্তপাত, বিনা কারণে অবিরাম রক্তপাত, প্রস্রাবে অসুবিধা ইত্যাদি।

ফুসফুসের ক্যানসার:

ধূমপানের কারণে মূলত এই ক্যানসার বাসা বাঁধে শরীরে। তলে শুধু পুরুষারই নন, মহিলারাও ফুসফুসের কানসারে আক্রান্ত হন। যেসব মহিলারা ধূমপান করেন তাঁদের শরীরের মূলত এই ক্যানসার বাড়ছে।

কোলন ক্যানসার:

স্তন ক্যান্সারের পর,মহিলারা যে ক্যানসারে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হন সেটা হল কোলন ক্যান্সার বা মলাশয়ের ক্যান্সার। প্রাথমিক পর্যায়ে সব সময় ধরা পড়ে না এই ক্যানসার। বেশিরভাগ সময়ই শরীরে জাঁকিয়ে বসার পর জানান দেয় এই মারণ রোগ। পরে লিভার, ফুসফুস এবং মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়তে পারে এই ক্যান্সার। এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওষুধ বা চিকিতা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

স্বপ্নে বারবার কোনও মানুষকে দেখতে পাচ্ছেন ?

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে না, এমন মানুষ বোধহয় খুঁজে পাওয়া কঠিন। ভালো স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে সবাই। দুঃস্বপ্ন আর কেই বা চায়। যদিও স্বপ্নের কোনও শুরু শেষ নেই। তবে ভাল স্বপ্ন দেখলে ঘুম ভাঙার পরে সব কিছু সুন্দর আর সঠিক মনে হয়। আর স্বপ্নে খারাপ কিছু ঘটলে তো কথাই নেই। কিন্তু কখনও কি মাথায় এই প্রশ্নটা নাড়া দিয়েছে, যে কেন মানুষ স্বপ্ন দেখে? নিশ্চয়ই এতদিন এমন প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেননি। কিন্তু বিজ্ঞান আসলে কী বলে? কেন কোনও মানুষ স্বপ্নে পরিবার, প্রেমিক-প্রেমিকা, বন্ধু-বান্ধবী বা অন্য কোনও ব্যক্তিকে দেখে। এর কি বিশেষ কোনও কারণ আছে? যদিও ধর্ম এবং বিভিন্ন ধরণের শাস্ত্র দিয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে। অনেকে বলেন, মানুষ যা নিয়ে বেশি ভাবে, তা স্বপ্নের আকারে ধরা দেয়। স্বপ্ন মানুষের একটি মানসিক অবস্থা, যাতে মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় বিভিন্ন কাল্পনিক ঘটনা অবচেতনভাবে অনুভব করে থাকে। ঘটনাগুলি কাল্পনিক হলেও স্বপ্ন দেখার সময় সত্যি বলে মনে হয়। বিভিন্ন ধরনের দিবাস্বপ্নও রয়েছে। এ সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে কোনও যুক্তিযুক্ত সংজ্ঞা নেই। তবে বিজ্ঞান এই স্বপ্ন আর স্বপ্নে দেখা মানুষ সম্পর্কে কী বলে তা জানা দরকার।

স্বপ্ন সবাই দেখে: মনোবিজ্ঞান অনুযায়ী, স্বপ্নের অর্থ আছে। কিন্তু তার অর্থ জানার আগে কোনও মানুষ কী স্বপ্ন দেখেছেন, তা বোঝা দরকার। নিউরোসায়েন্টিস্ট সিদ্ধার্থ রিবেইরো, দ্য ওরাকল অফ নাইট: দ্য হিস্ট্রি অফ সায়েন্স অফ ড্রিমস-এর লেখক বলেছেন যে, “সবাই স্বপ্ন দেখে, তা মনে রাখুক বা না থাকুক। অর্থাত, অনেকেই এমন আছেন যারা, স্বপ্ন দেখলেও মনে রাখতে পারেন না।’ সেই সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট স্লিপ: রিবেইরো বলেন, ঘুমের সময়ও মানুষের চোখের দ্রুত মুভমেন্ট হয়। আর সেই মুভমেন্টের কারণেই মানুষ স্বপ্ন দেখে। এই দ্রুত মুভমেন্টকে বিজ্ঞানের ভাষায় র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট স্লিপ বলা হয়। মানুষ সাধারণত রাতের দ্বিতীয় অংশে স্বপ্নে কাউকে দেখতে পায়। এই সময় অনেক স্বপ্ন আসে। স্বপ্নগুলি অচেতন এবং সচেতন মনের মধ্যে সংযোগ তৈরি করে। তার গবেষণা অনুযায়ী, দেড় ঘণ্টায় ঘুমের মধ্যে প্রায় ৫০টি স্বপ্ন আসে। ঘুম ভাঙার পরে তার কয়েকটি মনে থাকে। আবার কারও কারও ক্ষেত্রে একেবারেই মনে থাকে না। তবে স্বপ্ন মানুষের অচেতন মনে বাসনা এবং ভয়ের কারণে আসে।

উপাচার্য নিয়োগে রাজ্যের অধ্যাদেশকে চ্যালেঞ্জ, মামলা দায়ের হাই কোর্টে

কলকাতা, ৭ জুন (হি. স.) : বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগের জন্য রাজ্যের তৈরি অধ্যাদেশ (অর্ডিন্যান্স)-কে চ্যালেঞ্জ করে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল কলকাতা হাই কোর্টে। বুধবার মামলাটি গৃহীত হয়েছে।

আবেদনকারী রাজ্য বিজেপি-র ইনটেলেকচুয়াল সেলের আহ্বায়ক পুলকনারায়ণ ধরের মতে, প্রস্তাবিত সন্ধান কমিটির যে কাঠামো হয়েছে তা শিক্ষা ও জনস্বার্থ বিরোধী। সন্ধান কমিটি থেকে বাদ পড়ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি। তাঁর জায়গায় স্থান পেতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধি। মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্য হিসাবে নিয়োগের বিলে রাজ্যপালের আপাতত সই করার সম্ভাবনা নেই দেখেই এই পরিবর্তন আনা হল বলে মনে করা হচ্ছে। ১২ জুন শুনানী হওয়ার কথা।

আগামী ১২ জুন হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি রয়েছে। কলকাতা হাই কোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে উপাচার্য নিয়োগের সন্ধান কমিটির গঠনে বদল এনেছে রাজ্য। তাতে কমিটিতে ৩ জনের পরিবর্তে সদস্যসংখ্যা হয়েছে ৫। আগের সার্চ কমিটির ৩ সদস্যের মধ্যে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য তথা রাজ্যপাল, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি এবং রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি। এখন পাঁচ সদস্যের মধ্যে থাকবেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য তথা রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রীর এক জন প্রতিনিধি, উচ্চ শিক্ষা দফতরের এক জন প্রতিনিধি, উচ্চ শিক্ষা সংসদ এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)-এর এক জন প্রতিনিধি। এ নিয়েই শুরু হয়েছে বিতর্ক।

ভয়াবহ স্মৃতিকে সঙ্গী করেই শালিমার থেকে ছুটবে করমণ্ডল এক্সপ্রেস

কলকাতা, ৭ জুন (হি. স.) : অভিশপ্ত দিনের কথা কেউ ভুলতে পারবেনা। ভয়াবহ স্মৃতিকে সঙ্গী করেই বুধবার থেকে শালিমার থেকে চেন্নাইয়ের উদ্দেশে ছুটবে করমণ্ডল এক্সপ্রেস। বুধবার বিকেল সওয়া ৩টে নাগাদ আবারও শালিমার থেকে চেন্নাইয়ের উদ্দেশে রওনা দেবে করমণ্ডল এক্সপ্রেস। দেশবাসীর মনে এখন টাটকা শুক্রবারের দুর্ঘটনা। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, আগের পথেই চলবে করমণ্ডল এক্সপ্রেস। বাহানগা বাজার স্টেশনের উপর দিয়েও যাবে। গত শুক্রবার এই বাহানগা স্টেশনের কাছেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে আপ করমণ্ডল এক্সপ্রেস। দুর্ঘটনার পর লাইন ও বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে গিয়েছিল। রেলের তরফে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সারানো হয়েছে লাইনের যাবতীয় কাজ। তারপর সেই লাইন দিয়ে মালগাড়ি চালিয়েছে রেল। রবিবার রাত ১০টা ৪০ মিনিটে ডাউন লাইনে সেই মালগাড়ি চলে। সোমবার সকালে ওই লাইন দিয়ে ছুটেছে বন্দে ভারত।

পরিস্থিতি অনুকূল, আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই বর্ষার আগমণ হতে পারে কেরলে

নয়াদিল্লি ও তিরুবনন্তপুরম, ৭ জুন (হি.স.) : প্রতীক্ষিত সময় এসে গিয়েছে, তাও ভারতে বর্ষার আগমণ হয়নি। জুনের গরমে নাজেহাল গোটা দেশ। পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। চাঁদিফাটা রোদে টেকা দায়! এই অস্বস্তিকর গরমে বৃষ্টির জন্য হাপিত্যেশ করে বসে সকলে। এর মধ্যেই এবার বর্ষা আগমণের সুখবর জানাল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)।

বুধবার ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, পরিস্থিতি অনুকূল, আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে কেরলে বর্ষা আগমণের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আইএমডি আগেই জানিয়েছিল, চলতি বছরে দেশে বর্ষা স্বাভাবিক হবে। কিন্তু, সময় এসে গেলেও বর্ষার দেখা মেলেনি। তার ওপর মাত্রাতিরিক্ত গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা গোটা দেশবাসীর। এমতাবস্থায় আবহাওয়া দফতর জানাল, ৪৮ ঘন্টার মধ্যে বর্ষার আগমণ হতে পারে কেরলে। দেশে বর্ষা আসার স্বাভাবিক সময় জুন মাস। ১ জুন কেরলে প্রথম বর্ষা ঢোকে।

মূক ও বধিরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য বাঁকুড়ায়

বাঁকুড়া, ৭ জুন (হি.স.) : এক তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে চাঞ্চল্য। বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়েরের ঘটনা। মৃতার নাম শ্যামা লোহার। বয়স আনুমানিক ২৫। আত্মহত্যা না খুন -তা জানতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

বেন্দা লোহার পাড়া এলাকার ঘটনা। মৃতার বাড়ি থেকে এদিন সকালে উদ্ধার হয় তাঁর ঝুলন্ত দেহ।পুলিশ জানিয়েছে, সিলিং ফ্যানে ঝুলছিল দেহ। স্থানীয়দের দাবি, মানসিক ভাবে সুস্থ ছিলেন না তরুণী। অভিযোগ, মেয়ের ওপরে নির্যাতন চালাতেন মা। আরও অভিযোগ, মেয়েকে শ্বাসরোধ করে খুন করে ফ্যানে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরই মা। যদিও মৃতার মা অস্বীকার করেছেন সমস্ত অভিযোগ। তাঁর দাবি, মেয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

মৃতার মা আগমনী লোহারের দাবি, অন্যান্য দিনের মতোই কাজে বেরিয়েছিলেন তিনি। ঘরে ঢুকে দেখতে পান মেয়ের ঝুলন্ত দেহ। তাঁর দাবি, তাঁর চিৎকারেই প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। রহস্যমৃত্যুর তদন্তে নেমেছে পাত্রসায়ের থানার পুলিশ। থানা সূত্রে খবর, দেহ উদ্ধার করে তা ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে।

"দেশ চালাচ্ছে গব্বর সিং, ত্রাস তৈরির চেষ্টা", সিবিআই তল্লাশি প্রসঙ্গে ফিরহাদ

কলকাতা, ৭ জুন (হি. স.) : পুর-নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে রাজ্যজুড়ে সিবিআই তল্লাশি। দেশ চালাচ্ছে গব্বর সিং, পুরোটাই রাজনীতি। বুধবার এই তল্লাশির বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের।

ফিরহাদ বলেন, "জানি না কী উদ্দেশ্য, কী ব্যাপার। একটু ত্রাস তৈরির চেষ্টা। পুলিশ শেষ কথা বলবে নাকি মানুষ শেষ কথা বলবে। এটাই এখন মেন সমস্যা। আমরা যদি অন্যায় না করে থাকি তাহলে কে শাস্তি দেবে। শিক্ষায় যেমন হয়েছে, সবাই অন্যায় করেছে, সবাই টাকা নিয়েছে ব্যাপারটা তো এমন নয়। যে দোষ করেছে সে শাস্তি পাবে। চুঁচুড়া পুরসভায় নিয়োগে অনিয়ম দেখেছিলাম। সেটা বাতিল করেছি। কোন পুরসভায় কী হয়েছে সেটা তো মন্ত্রীর জানার কথা নয়।"'

ঝাড়খণ্ডে যাত্রীবাহী বাস উল্টে গুরুতর আহত ২২ জন

গাড়োয়া, ৭ জুন (হি. স.) : ঝাড়খণ্ডের গাড়োয়া জেলার ঘোরদাগ মোড়ের কাছে একটি যাত্রীবাহী বাস উল্টে যায়। সোমবার ভোরে এই দুর্ঘটনায় ২২ জন গুরুতর আহত হয়েছেন।

প্রথমে আশেপাশের গ্রামের লোকজন ঘটনাস্থলে এসে বাসে আটকে পড়া যাত্রীদের উদ্ধারের চেষ্টা করেন। এই বাসে প্রায় ৫০ জন যাত্রী ছিল। এরপরে খবর পেয়ে গাড়োয়া থানার পুলিশ পৌঁছে দুর্ঘটনায় আহত যাত্রীদের কাছের হাসপাতালে নিয়ে যায়।

পিএসিএস-কে প্রধানমন্ত্রী জন ঔষধি কেন্দ্র খোলার অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি.স.) : প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতিকে (পিএসিএস)সারা দেশে দুহাজার প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি কেন্দ্র খোলার অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদি বলেন, এটি আমাদের সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার যে এমনকি সবচেয়ে দামি ওষুধও সারা দেশে কম দামে পাওয়া উচিত।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের টুইটের জবাবে, প্রধানমন্ত্রী মোদী বুধবার টুইটে লিখেছেন, "এটি আমাদের সরকারের অগ্রাধিকারের মধ্যে একটি যে এমনকি সবচেয়ে ব্যয়বহুল ওষুধও সারা দেশে সর্বনিম্ন মূল্যে পাওয়া উচিত। আমি পূর্ণ বিশ্বাস করি যে সমবায় খাতের এই বড় উদ্যোগ গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী মানুষের জীবনকে সহজ করে তুলবে।"

প্রসঙ্গত, এর আগে, অমিত শাহ টুইট করেন, 'আজকে একটি বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সমবায় খাতের সঙ্গে সম্পর্কিত, যার কারণে এখন পিএসিএস, প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধ কেন্দ্রও খোলা হবে। এতে পিএসিএস-এর সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের আয় বাড়বে এবং গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী মানুষ কম খরচে ওষুধ পেতে সক্ষম হবে। সমবায় খাতের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে মোদী সরকার এর সাথে যুক্ত কোটি কোটি মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনছে।

বিধি ভেঙে রেল দুর্ঘটনায় হতাহত পরিবারের জন্য আর্থিক সহায়তা, সরব শুভেন্দু

কলকাতা, ৭ জুন (হি. স.) : করমণ্ডল এক্সপ্রেস ট্রেনের ভয়াবহ দুর্ঘটনার রেশের মধ্যেই বুধবার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দুর্ঘটনায় হতাহত পরিবারগুলিকে ডেকেছে রাজ্য সরকার। সরকারি ওই অনুষ্ঠান থেকেই মমতা ব্যানার্জি দুর্ঘটনাগ্রস্ত পরিবারগুলির হাতে আর্থিক সহায়তা দেবেন। কিন্তু রেল দুর্ঘটনায় হতাহত পরিবারের জন্য আর্থিক সহায়তার এই কর্মসূচির জন্য টাকা খরচ করা হবে নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে।

নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের টাকায় ট্রেন দুর্ঘটনায় হতাহতের পরিবারকে রাজ্য সরকারের এই আর্থিক সহায়তা নিয়ে প্রতিবাদ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার তিনি সংশ্লিষ্ট একাধিক ছবি যুক্ত করে টুইটারে লেখেন, "পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিল্ডিং অ্যান্ড আদার কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের তহবিল থেকে করোমন্ডেল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে।

সহজ কথায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিল্ডিং এবং অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য অর্থ ছিনিয়ে নিচ্ছে, মঞ্চে ফটো তুলে জনহিতৈষী সাজবেন। তিনি বগটুইতেও একই কাজ করেছিলেন। সেখানে তিনি বীরভূম গণহত্যার শিকারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য মিড ডে মিলের তহবিল ব্যবহার করেছিলেন, যেখানে মহিলা ও শিশুদের তার দলের লোকেরা জীবন্ত পুড়িয়েছিল।"

বিরোধীদের দাবি, রেলের গাফিলতিতে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার পর এরাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতির হাল কতটা নিম্নগামী সেই তথ্য সামনে আসার পর থেকেই নড়েচড়ে বসে রাজ্য সরকার। রাজ্যে কাজ না পেয়ে ভিন রাজ্যে কাজের সন্ধানে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের মৃত্যু ও আহত হওয়ার মিছিল দেখে তড়িঘড়ি আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করে দেন মমতা ব্যানার্জি। দুর্ঘটনার পর এক দফা ঘুরে আসার পর মঙ্গলবার আবার ভুবনেশ্বর ও কটকের হাসপাতালে আহতদের সঙ্গে দেখা করেন মমতা ব্যানার্জি। বুধবার আবার ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তাঁর দুর্ঘটনার হতাহতদের পরিবারকে নিয়ে কর্মসূচি রেখেছেন।

সেই ঘোষণার তালিকায় নতুন করে যুক্ত হয়েছে পরিযায়ী শ্রমিকদের সহায়তা। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় ছিল, দুর্ঘটনায় আহত না হলেও আতঙ্কগ্রস্ত যাত্রীদের ১০ হাজার টাকা এককালীন অর্থ সাহায্যের পাশাপাশি আগামী তিন মাস ২ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। এখন সরকার ঠিক করছে, যাত্রীদের মধ্যে যাঁরা কাজের সন্ধানে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিক তাঁদের ১০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইগ্রান্ট লেবার ওয়েলফেয়ার বোর্ড আলাদাভাবে এই খরচ বহন করবে বলে ঠিক করা হয়েছে। কিন্তু বিপুল এই আর্থিক বোঝা শেষ পর্যন্ত চাপতে চলেছে নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের ওপরই।

মুম্বইয়ে হোস্টেলে ছাত্রীর দেহ উদ্ধার, কিছুক্ষণ পর আত্মহত্যা নিরাপত্তারক্ষীর

মুম্বই, ৭ জুন (হি. স.) : মুম্বইয়ের মেরিন ড্রাইভ অঞ্চলের সাবিত্রীবাই ফুলে উইমেনস হস্টেলের চতুর্থ তলায় ১৮ বছর বয়সী এক ছাত্রীর দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনার পরই মেরিন ড্রাইভের কাছে লোকাল ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন হোস্টেলের নিরাপত্তারক্ষী।

পুলিশের অনুমান, ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। তার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পর থেকে হোস্টেলের ৩০ বছর বয়সী নিরাপত্তারক্ষী নিখোঁজ ছিলেন। পরে ওই নিরাপত্তারক্ষী লোকাল ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। নিরাপত্তারক্ষীর দেহ উদ্ধার করেছে মেরিন ড্রাইভ পুলিশ। জানা গিয়েছে, ওই নিরাপত্তারক্ষীর নাম ওমপ্রকাশ কানাউজিয়া। তিনি সাবিত্রীবাই ফুলে উইমেনস হস্টেলে দীর্ঘদিন ধরেই কর্মরত। সেই হস্টেলেরই চতুর্থ তলায় থাকতেন ওই তরুণী। বুধবার পুলিশ তরুণীর ঘরের ভেতর থেকে গলায় ওড়না র ফাঁস লাগানো ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে। পুলিশের অনুমান, ধর্ষণের পরে খুন করে ওইভাবে তাঁকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

উচ্চ মাধ্যমিকে নজরকাড়া সাফল্য বাজারিছড়ার স্নেহার

পাথারকান্দি (অসম), ৭ জুন (হি.স.) : উচ্চ মাধ্যমিকে নজরকাড়া ফলাফল লাভে সমর্থ হল বাজারিছড়ার মাকুন্দা খ্রীষ্টিয়ান এইচএস স্কুলের ছাত্রী স্নেহা পাল। সে স্টার মার্ক সহ প্রথম বিভাগে ছয়টি লেটার নিয়ে উত্তীর্ণ হয়। তার এই কৃতিত্বে পিতা মাতা সহ নিজ স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ও এলাকার শিক্ষানুরাগি মহল খুশি ব্যক্ত করেছেন। স্নেহা বাজারিছড়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তথা সমাজসেবী ও স্বনামধন্য কীর্তনীয়া সুচরীত পালের কনিষ্ঠা কন্যা।বর্তমানে সে রাষ্ট্র বিজ্ঞান নিয়ে স্নাতক স্তরে পড়াশোনা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। মেধাবী এই পড়ুয়া লেখাপড়ার পাশাপাশি সংগীত ও নৃত্যে বিষয়েও পাঠভ্যাস চালিয়ে যাচ্ছে।

ধূপগুড়িতে হাতির হানা একের পর এক ঘরে তাণ্ডব

জলপাইগুড়ি, ৭ জুন (হি.স.) : জলপাইগুড়িতে হাতির তাণ্ডব। লোকালয়ে ঢুকে একের পর এক ঘরে তাণ্ডব দাঁতালের। প্রাণ বাঁচাতে ছুটে পালালেন বাসিন্দারা। ঘরে ভাঙচুর করে, জিনিস খেয়ে চম্পট দিল হাতি। ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বর্ণনায় জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘুমের মাঝে কেঁপে উঠে ঘর। জানালার গ্রিল ভেঙ্গে পড়ে শরীরের উপর। চোখ খুলতেই হাতি দেখে চক্ষু চড়ক গাছ। প্রাণ বাঁচাতে চিৎকার করে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান অনেকেই।

ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি ব্লকের মাগুরমারী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের গিলান্ডি সেতু সংলগ্ন এলাকায়। মঙ্গলবার গভীর রাতে প্রায় ১ টা ৩০ নাগাদ সোনাখালি জঙ্গল এলাকা থেকে একটি বুনো হাতি ঢুকে পড়ে ওই এলাকায়। আচমকাই ঘর কাঁপতে শুরু করে। হাতির শুঁড়ের আঘাতে হুড়মুড়িয়ে শরীরের উপর পড়ে যায় জানালার গ্রিল। ঘুম ভাঙতেই হাতি দেখে চিৎকার এলাকায়। কোনও রকমে ঘর থেকে বেরিয়ে অন্য ঘরে চলে যায়। ঘর ভেঙে তছনছ করে ঘরে থাকা দুই বস্তা চাল খেয়ে চলে যায় হাতিটি। তাতে ক্ষুধা মেটেনি। পাশেই থাকা এক বৃদ্ধা শুক্লাবালা রায়ের বাড়িতেও একই ভাবে তান্ডব চালায় হাতিটি। বনদফতরকে ফোন করা হলেও এদিন দুপুর পর্যন্ত তারা খোঁজ নিতে আসেনি বলে এলাকায় ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

শ্রীনগর থেকে হজযাত্রীদের প্রথম দল রওনা

শ্রীনগর, ৭ জুন (হি.স.) : কাশ্মীরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগর বুধবার শুভ এবং আবেগঘন দৃশ্য প্রত্যক্ষ করল, এদিন হজ তীর্থযাত্রীদের প্রথম দল মক্কা এবং মদিনার পবিত্র শহরগুলির উদ্দেশে পবিত্র যাত্রা শুরু করেছে। শ্রীনগর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে প্রস্থানের সময় এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা।

উচ্ছ্বাস এবং প্রার্থনায় ভরা একটি প্রাণবন্ত পরিবেশের মধ্য দিয়ে, তীর্থযাত্রীরা তাঁদের প্রিয়জনকে বিদায় জানানোর সময় প্রত্যাশা এবং উত্তেজনার অনুভূতিতে বাতাস ছিল আবেগঘন। পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরা শ্রীনগরের বেমিনা এলাকার হজ হাউসে তাঁদের আশীর্বাদ প্রসারিত করতে এবং তীর্থযাত্রীদের বিদায় জানাতে জড়ো হয়েছিলেন, যারা আজীবন এই সুযোগের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষারত ছিলেন। জম্মু ও কাশ্মীর হজ কমিটির চেয়ারপার্সন সাফিনা বাইগ বলেছেন, আমরা হজযাত্রীদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করেছি, যাতে কোনওরকম টেনশন অথবা চাপ ছাড়াই হজযাত্রীরা প্রস্থান করতে পারেন। বিমান সরাসরি জেদ্দায় যাচ্ছে।

সিবিআই অভিযানে ফিরহাদের তোপের প্রতিবাদে শমীক

কলকাতা, ৭ জুন (হি. স.) : একযোগে বিভিন্ন পুর দফতরে সিবিআই অভিযান নিয়ে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের আক্রমণের প্রতিবাদ করলেন রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য।

প্রাথমিকভাবে ১৪টি জায়গাকে তালিকায় রেখে বুধবার এই সিবিআই তল্লাশি শুরু হয়। নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় নথি এবং তথ্য প্রমাণের খোঁজে একসঙ্গে তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ১০০ জন সিবিআই আধিকারিক ১৬টি দলে ভাগ হয়ে ১৪টি জায়গায় তল্লাশি চালান।

এই অভিযানে ফিরহাদের প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে শমীক ভট্টাচার্য কটাক্ষ করে সাংবাদিকদের বলেন, "প্রচণ্ড গরম পড়েছে, তার সঙ্গে আর্দতা। ফিরহাদ হাকিমের ঘরে চাপ, বাইরেও চাপ। দলে কোণঠাসা অবস্থা, বাইরে নিয়োগ নিয়ে তদন্ত। এখনও পর্যন্ত কোনও তদন্তকারী সংস্থা তো ফিরহাদ হাকিমকে দায়ী করেনি। কেউ ওঁর নাম করে কিছু বলেনি। উনি হঠাৎ ফরোয়ার্ড খেলছেন কেন?

শমীকবাবু বলেন, "ওঁদের যদি যোগ না থাকে ভয় পাওয়ার কারণ নেই। এত নিয়োগ হয়ে গিয়েছে, উনি কিছুই জানেন না। উনি হয়তো নিজে করেননি। কোনও চাপে হয়তো করেছেন। তৃণমূলের অন্দরের লোকেই তো বলছে।'"

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমে পুরসভায় নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতির একটি হদিশ পায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। অয়ন শীলের অফিস থেকে যে যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে তার ভিত্তিতেই শুরু হয় অভিযান।

প্রবীণ জনসংখ্যার ভবিষ্যত ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সচেতনতায় জোর 'জাগৃতি ধাম'-এর

কলকাতা, ৭ জুন (হি. স.) : "ইনফিনিটি গ্রুপ"-এর অন্যতম প্রয়াস 'জাগৃতি ধাম'-এর পক্ষ থেকে কলকাতা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হল এক বিশেষ আলোচনা বৈঠক, যেখানে তুলে ধরা হয় ভারতে বর্ধিত বার্ধক্য জনসংখ্যার ভবিষ্যত সম্পর্কে সচেতনতা এবং প্রবীণদের স্বাস্থ্য ও পরিচর্যার বিষয়ে যত্নশীল হওয়ার প্রয়োজনীয় দিকগুলি। এই আলোচনা সভা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ইনফিনিটি গ্রুপের মার্কেটিং বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট অনিন্দ্য দাস।

বৈঠকে বার্ধক্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন কলকাতা মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট অফ জেরোন্টোলজির প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ডাঃ ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কনসাল্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট চিত্রাঙ্কনা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি কেবলমাত্র প্রবীণদের শারীরিক সুস্থতাই নয়, বরং মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতার বিষয়টির ওপরও জোর দেন। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অ্যালজাইমার্স অ্যান্ড রিলেটেড ডিসঅর্ডার্স সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার, কলকাতা চ্যাপ্টারের সেক্রেটারি জেনারেল নীলাঞ্জনা মৌলিক। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি ও তাঁদের পরিচর্যাকারীদের মুখোমুখি হওয়া প্রতিদিনের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়টি। আলোচনা সভার পাশাপাশি অনুষ্ঠানে ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী উপস্থাপন করেন সিনিয়র সিটিজেনস অ্যাক্ট ২০০৭-এর নানা দিক। সেখানে উঠে আসে প্রবীণদের প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং বর্ধিত বার্ধক্য জনসংখ্যার ভবিষ্যত সম্পর্কে সচেতনতা, তাঁদের স্বাস্থ্য ও পরিচর্যার বিষয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি। উল্লেখ্য, ইনফিনিটি গ্রুপ-এর হাত ধরে ইতিমধ্যেই পথ চলা শুরু করেছে জাগৃতি ধাম। অন্যান্য "গ্রিন বিল্ডিং"-এর মতো এই বাসকেন্দ্র-এরও অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এটি পরিবেশ বান্ধব ও সাশ্রয়কর। শুধু তাই নয়, জাগৃতি ধাম-এ রয়েছে সমস্ত আধুনিক সুযোগ-সুবিধা এবং ডিমেনশিয়া ও পার্কিনসন্স রোগীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও। এমনকি প্রবীণ আবাসিকদের সুরক্ষার জন্যও এখানে রয়েছে উন্নত প্রযুক্তি ও সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয়।

ইতিমধ্যেই ইন্ডিয়ান গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল-এর তরফে শংসাপত্র পেয়েছে জাগৃতি ধাম কর্তৃপক্ষ এবং বর্ষীয়ান নাগরিক আবাসকেন্দ্র হিসেবে লাভ করেছে "সিলভার রেটিং"-ও। সেই নিরিখে পূর্ব ভারতের মধ্যে প্রথম ও সমগ্র ভারতে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে জাগৃতি ধাম। বিশেষজ্ঞদের আলোচনার থেকে স্পষ্ট বর্ধিত বার্ধক্য জনসংখ্যার ভবিষ্যত এবং বয়স্কদের স্বাস্থ্য ও পরিচর্যার বিষয়ে যত্নশীলতার বিষয়টি আগামীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এর জন্য যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সেগুলি হল প্রবীণদের যথাযথ পরিচর্যা, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, বয়সের সামঞ্জস্য রেখে গড়ে তোলা ছোট ছোট দল, সামাজিক সহায়তা ব্যবস্থা, আন্তঃবিভাগীয় সহযোগিতা এবং অন্যান্য নানা দিক।

বড় সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে বিপণন মরসুমের জন্য খরিফ ফসলের ক্ষেত্রে এমএসপি বৃদ্ধিতে অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি.স.) : বড় সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। ২০২৩-২৪ বিপণন মরসুমের জন্য খরিফ ফসলের ক্ষেত্রে এমএসপি বৃদ্ধিতে অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, এই পদক্ষেপের ফলে কৃষকদের তাঁদের পণ্যের জন্য উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি শস্য বৈচিত্র্যকে উৎসাহিত করতে সহায়তা করবে। বুধবার বৈঠকে বসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এই বৈঠকে ওডিশার বালেশ্বরে ট্রেন দুর্ঘটনায় বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করা হয়। পরে সাংবাদিক সম্মেলন করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা দু"টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিপণন মরসুম ২০২৩-২৪-এর জন্য খারিফ ফসলের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বর্ধিত এমএসপি অনুমোদন করেছে; কৃষকদের তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের জন্য লাভজনক মূল্য নিশ্চিত করতে এবং শস্য বৈচিত্র্যকে উৎসাহিত করতে এই পদক্ষেপ।

ওডিশার ট্রেন দুর্ঘটনাস্থলে ফের পৌঁছল সিবিআই তদন্তের দ্বিতীয় দিনে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ

বালেশ্বর, ৭ জুন (হি.স.): ওডিশার বালেশ্বরের ট্রেন দুর্ঘটনাস্থলে আবারও পৌঁছল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। বালেশ্বরের বাহানাগা বাজার স্টেশনের কাছে গত শুক্রবার যে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল, তার তদন্ত করছে সিবিআই। মঙ্গলবারের পর বুধবারও সিবিআই-এর অফিসাররা দুর্ঘটনাস্থলে যান। তদন্তের দ্বিতীয় দিনে সরেজমিনে সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন তাঁরা। এদিকে, ট্রেন দুর্ঘটনার তদন্তে নেমে বুধবার কয়েকজন রেল কর্মীর মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে সিবিআই, দুর্ঘটনার দিন যে কয়েকজন রেলকর্মী কর্তব্যরত ছিলেন, তাঁদের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সূত্রের মতে, কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা তদন্তের সময় কর্মীদের কল রেকর্ড, হোয়াটসঅ্যাপ কল এবং সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার পরীক্ষা করবেন। এছাড়াও, ভুবনেশ্বরের এইমস-এ চিকিৎসাধীন লোকো পাইলটকেও জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে সিবিআই।

ধনমোহন ত্রিপুরার স্ত্রীর চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে স্বাস্থ্য সচিবকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে আজও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মানুষ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সাথে সাক্ষাৎ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা জনসাধারণ তাদের বিভিন্ন সমস্যা, অভাব ও অভিযোগের কথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। এদের মধ্যে সিংহভাগই এসেছেন চিকিৎসায় সহায়তার আর্জি নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী (ডা.) সাহা তাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র খতিয়ে দেখে সাথে সাথেই সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

সাবম মনুবাজারের ধনমোহন ত্রিপুরা এসেছিলেন তার ীর চিকিৎসার সহায়তার আর্জি নিয়ে। ধনমোহন ত্রিপুরার ী বছর দু'য়েক ধরে হার্টের অসুখে ভুগছেন। হার্টের অপারেশন সহ উন্নত চিকিৎসার জন্য ধনমোহন ত্রিপুরার ীকে বহির্রাজ্যে রেফার করা হয়। কিন্তু দরিদ্র ধনমোহন ত্রিপুরার পক্ষে বহির্রাজ্যে গিয়ে ব্যয়বহুল চিকিৎসা করানো খুবই কষ্টকর। তাই তার ীর উন্নত চিকিৎসায় সহায়তার আর্জি জানান মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ধনমোহন ত্রিপুরার ীর চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাগজপত্র খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব ড. দেবাশিস বসুকে নির্দেশ দেন। তাছাড়া আজ মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন কৈলাসহরের চণ্ডীপুরের বাসিন্দা লিটন দাস। তিনি পেশায় একজন দিনমজর। তার ১২ বছরের দিব্যাঙ্গ কন্যা সন্তান মৃগীরোগী। ব্যাঙ্গালোরে তার কন্যার উন্নত চিকিৎসার জন্য ১০-১২ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। তার মতো দিনমজরের পক্ষে এই ব্যয়বহুল চিকিৎসার খরচ মেটানো অসম্ভব। তার এই অক্ষমতার কথা আজ তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী সাথে সাথেই তার আবেদনে সাড়া দিয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন।

খোয়াইয়ের মুঙ্গিয়াকামী নিবাসী গ্রহনাশান্তি মলসম তার স্বামীর চিকিৎসার সহায়তার আর্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন। গ্রহনাশান্তির স্বামী গত ২ বছর ধরে আলসারে ভুগছেন। এরমধ্যে জিবি হাসপাতালে তার স্বামীর অপারেশনও করা হয়।গ্রহনাশান্তির স্বামী ছোট ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও বর্তমানে অসুস্থতার কারণে তিনি এখন কর্মহীন। এমন অবস্থায় গ্রহনাশান্তি তার স্বামীর চিকিৎসার খরচ মেটাতে হিমসিম খাচ্ছেন।

মুখ্যমন্ত্রী তার সমস্যার কথা শুনে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিবকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ দেন। এছাড়াও উদয়পুর নিবাসী ক'ষ্ণ ঘোষও আজ মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ক'ষ্ণ ঘোষ ছোটবেলায় শিশুনন্দন অনাথালয় থেকে পড়াশুনা করেন। বর্তমানে তার একটি ছোট দোকান আছে। কিন্তু ২০২১ সালে তিনি বেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে তার শরীরের বাম অংশ সম্পর্ণভাবে অচল হয়ে যায়।বর্তমানে তার ওষুধ কেনার জন্য প্রতিমাসে ৪,২০০ টাকা প্রয়োজন। এই অবস্থায় তিনি তার চিকিৎসার খরচ চালানোর অক্ষমতা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী সাথে সাথেই তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ নিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব ড. দেবাশিস বসু, সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের সচিব তাপস রায় সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণ।

আহত পাঁচ

● প্রথম পাতার পর

পথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষের ফলে বাইক চালক এবং বাইক আরোহী গুরুতর ভাবে আহত হয়। ঘটনাটি প্রথমে স্থানীয়রা প্রত্যক্ষ করতে পেরে বাধারঘাট অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের খবর পাঠায়। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরেরকর্মীরা ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে এসে আহত বাইক চালক এবং বাইক আরোহীকে উদ্ধার করে হাঁপানিয়ায় ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। খবর পেয়ে আমতলী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে বাইক এবং ইকো গাড়িটিকে থানায় নিয়ে যায়।

দুই এসপিও

● প্রথম পাতার পর

সময় আচমকাই রাকেশ ভৌমিক নামে ছঞ্ঞ্জ জাওয়ান ৪ থেকে ৫ জন লোক নিয়ে ধারালো অস্ত্র "দা" দিয়ে প্রাণঘাতী হামলা চালায় সজল দাস নামের অপর এসপিও জাওয়ানের উপর। দায়ের কোপে গুরুতর আহত হয় সজল। ঘটনাস্থল থেকে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে আসে তেলিয়ামুড়া থানায়। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ সহ টি এস আর জাওয়ান"রা সঙ্গে সঙ্গে রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে নিয়ে যায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালেই চলে গুরুতর আহত ওই এসপিও জাওয়ানের চিকিৎসা। রাকেশ ভৌমিক অভিযোগ অস্বীকার করে।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

দিচ্ছে না পুলিশ। তাই, মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট মিললেই তাঁর মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হতে পারবে পুলিশ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরার উন্নয়নের একটি পালক। এমন একটি ইনস্টিটিউট এখানে তৈরি হবে তা আগে আমরা কখনও ভাবিনি। এ প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, আরও বড় ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার ইচ্ছা রাজ্য সরকারের রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যে সমৃদ্ধ ক'ষ্টি ও সংস্ক'তি রয়েছে। রাজ্যের ঐক্য ও সংহতিকে আরও বেশি সুসংহত করতে প্রতিটি ব্যক্তির ঐতিহ্য, ক'ষ্টি, সংস্ক'তিকে ধরে রাখতে হবে। তিনি বলেন, আমরা যা শিখবো তার গভীরে যেতে হবে। তবেই এই শিক্ষায় স্বার্থকতা আসবে। আমরা চাই ত্রিপুরার সবাই যেন সবদিক দিয়ে এ'ট্রা অর্ডিনারি হয়। স্বল্পমেয়াদি কোর্সে যে ৪৮ জন সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং শংসাপত্র গ্রহণ করেছেন তাদের তিনি শুভেচ্ছা জানান। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এবং এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ার কাজে এগিয়ে আসার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সবার প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী। তিনি বলেন, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ক্ষেত্রে পেশাদারি, শিক্ষাগত উৎকর্ষতা প্রদানের মাধ্যমে রাজ্যের যুবক যুবতীদের আরও বেশি উৎসাহী করে তুলতে এবছর টেলিভিশন ও ওটিটি ক্ষেত্রে নি প্লে রাইটিং, নি অ্যাক্টিং দুটি কোর্সে ভর্তির প্রক্রিয়া চলছে। চলতি বছরেই ডিজিটাল সিনেমাটোগ্রাফি, ডিজিটাল অ্যাডিটিং, ফিল্ম ডাইরেকশন এবং সাউণ্ড রেকর্ডিং ও ডিজাইনিং বিষয়ে স্বল্পমেয়াদি কিছু কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি কোর্সের জন্য কোর্স ফি বাবদ রাজ্য সরকার ৯০ শতাংশ ভর্তকি দিচ্ছে। ১০ শতাংশ কোর্স ফি দিতে হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের। তিনি বলেন, বহির্রাজ্যে গিয়ে এই কোর্সগুলি করা অনেক বেশি ব্যয়বহুল। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষিত ৪৮ জন ছাত্রছাত্রীকে তিনি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। বক্তব্য রাখেন সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যাণ্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট কলকাতার অধিকর্তা হিমাংশু শেখর খাটোয়া। এসআরএফটিআই-এর পক্ষ থেকে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে মারক উপহার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা ফিল্ম অ্যাণ্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের বিষয়ে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র দেখানো হয়। রাজ্য সরকার ও সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যাণ্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের মধ্যে পরবর্তী পর্যায়ের জন্য এই অনুষ্ঠানেই মউ স্বাক্ষরিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে ধন্যবাদ 'পন করেন তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভ-াচার্য।

উদয়পুরে

● প্রথম পাতার পর

তাপস বাবুর কাছে অপরিচিত নাম্বার থেকেএকটি ফোন আসে অপরিচিত নাম। মোবাইল নাম্বারটি হলো ৬৩৭০৯০১০০৪। জানা গেছে, তাপস মজুমদারের সাথে অপ্রয়োজনীয় দুই একটি কথা বলে ফোনটি নেট ওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সাথে আর তখনই পরপর ৭ বারে প্রায় ৩০ হাজার টাকা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে তাপসের একাউন্ট থেকে উধাও হয়ে যায়।কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই এই ৩০ হাজার টাকা তাপসের ব্যাংক একাউন্ট থেকে উধাও হয়ে যায়।সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিক তাপস মজুমদার স্ট্যাট ব্যাংকের হেল্প লাইনের পাশাপাশি সাইবার ক্রাইম দপ্তরের সাথে অভিযোগ দায়ের করেন। সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ নাম্বার ৩৩০০৬২৩০০০০৫২৫ ।সাংবাদিক তাপস মজুমদার ভারতীয় স্টেট ব্যাংক উদয়পুর শাখায় লিখিতভাবে পুরো ঘটনাটি ওয়াকিবল মহলে জানানো হয়। উনার একাউন্টটি ব্লক করার

পরেও ওই প্রতারকের কাছ থেকে পর পর পাঁচবার ফোন আসে। যদিও ব্যাংকের এবং সাইবার ক্রাইম এর নির্দেশ অনুসারে তাপস বাবু তা রিসিভ করেননি। প্রতিদিনই কোনো না কোনো ব্যক্তি হ্যাকারের দ্বারা প্রতারণার শিকার হচ্ছে। বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে প্রলোভন দেখিয়ে মানুষকে প্রতারণা করছে হ্যাকাররা।কখনো থ্দ্বথ্রিদ্রদ্র্ন্দ্বদ্ধথ্ন্ঠ এর মত বড় বড় কোম্পানির নাম জরাচ্ছে এই প্রতারক হ্যাকারদের মাধ্যমে।ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদিতে বিভিন্ন জিনিস কেনার প্রলোভন দেখিয়ে, ঔষধের বিপুল ছাড়ের প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্নভাবে মানুষকে প্রতারণা করছে হ্যাকাররা।সাংবাদিক তাপস মজুমদারও অবচেতন মনে হ্যাকারদের প্রতারণা শিকার হলেন। খোয়ালেন কষ্টার্জিত প্রায় ৩০ হাজার টাকা। এখন দেখার বিষয় সাইবার ক্রাইম সঠিক তদন্তের মাধ্যমে এই প্রতারককে ধরতে পারেন কিনা। ব্যাংক একাউন্ট হোল্ডাররা এই ধরনের প্রতারক চক্রের জন্য আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন।

চাইলেন মন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ব্যবহারের আগে বিদ্যুৎ নিগমের কাছ থেকে অনুমতি আদায়ে নিগমের পক্ষ থেকে এর আগে গত ২০ শে এপ্রিল বিজ্ঞপ্তি দিয়ে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। তিনি বলেন, প্রতি এলাকাতেই বিদ্যুৎ এর অতিরিক্ত চাহিদা বাড়ছে। এর জন্য অবাঞ্ছিত বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন বা এলাকায় লোড শেডিংও হতে পারে বলে বিদ্যুৎ ভোক্তাদের সতর্ক করেন তিনি।

আবহাওয়া দপ্তরের পাওযা তথ্য তুলে ধরে বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানান, এবছর রাজ্যে স্বাভাবিকের চাইতে অনেক কম পরিমান বৃষ্টি হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের মতে রাজ্যে আগামী ১২ জুনের আগে বৃষ্টি পাতের সম্ভাবনা ক্ষীণ। আজ দিনের তাপমাত্রা ততটা না থাকলেও ভ্যাবসা গরমে নাজেহাল মানুষ। দিনভর অস্বস্তিতে কাটাতে হয়েছে। তাপমাত্রা বাড়ার কারণে বাজার হাটে লোকজন নেই বললেই চলে। তবে হাওয়া দপ্তর এখনো জানাতে পারেনি বর্ষা কবে নাগাদ ঢুকছে। ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা তৈরি হলেও তা কবে নাগা আছড়ে পড়ছে সে বিষয়েও হওয়া অফিস সঠিক তথ্য দিতে পারেনি। আগামীকাল আকাশ সাধারনত মেঘাচ্ছন্ন থাকবে। কিছু কিছু জায়গায় বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি পাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৭ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর কাছাকাছি থাকবে। আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্ব নিম্ন ২৬.৭ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগামী চব্বিশ ঘণ্টায় রাজ্যের ধলাই, দক্ষিণ, সিপাহিজলা, এবং গোমতী জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে বজ্র বিদ্যুত সহ বৃষ্টি পাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানায় আবাহওয়া দপ্তর।

ভারতের বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে রূপান্তর: দীর্ঘস্থায়ী শক্তি এবং সর্বজনীন হবার পথে যাত্রা

নয়াদিল্লি।। ভারতের বিদ্যুৎ ক্ষেত্র একটি অসাধারণ রূপান্তরের যাত্রা পথ অতিক্রম করেছে,উ এই রূপান্তরের লক্ষ্য দেশের জনগণকে নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী শক্তি প্রদান করা। গত নয় বছরে, বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, বিদ্যুতের সরবরাহ ও প্রাপ্তির ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, নবায়নযোগ্য শক্তির প্রচার এবং উদ্ভাবনী নীতি বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এই প্রতিবেদনে, ভারতের বিদ্যুৎ ক্ষেত্রকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর পেছনে রূপান্তরমূলক উদ্যোগগুলি সম্পর্কে ফিরে দেখার একটি প্রচেষ্টা নেওয়া যাক, তেমনি কিছু অনুপ্রেরণামূলক সাফল্যের কথাও তুলে ধরা হচ্ছে। বিদ্যুত ক্ষেত্রকে ঘিরে একটি সবুজ ভবিষ্যতের দিকে ভারতের যাত্রা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পেয়েছে। গত নয় বছরে ১৭৫ গিগাওয়াটের বেশি উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে, সাথে সাথে, ভারত বিদ্যুতের ঘাটতিপূর্ণ দেশে থেকে একটি শক্তি উদ্বৃত্ত দেশে রূপান্তরিত হয়েছে।এর পেছনে, নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসের প্রতি দেশের অঙ্গীকার ও সেই লক্ষ্য পূরণে পদক্ষেপ করা এই কৃতিত্ব অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সৌর এবং বায়ু শক্তির ক্ষমতার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে নবায়নযোগ্য শক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান আজ বিশ্বে নেতৃত্বের স্থানে এবং নবায়নযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা বিশ্ব ব্যাপী সমাদর পেয়েছে। ভারত আজ পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি রূপায়ন ও উতাদনের ক্ষেত্রে বিশ্বে চতুর্থ স্থানে রয়েছেউ উল্লেখ করা দরকার, ভারতে, ইনস্টল করা পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুতের ৪৩ শতাংশ আসে অ-জীবাশ্ম শক্তি উত থেকে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সর্বজনীন বিদ্যুতায়নের প্রতি ভারতের অঙ্গীকারবদ্ধতা তার রূপান্তরের পিছনে একটি চালিকা শক্তি। প্রধানমন্ত্রী সহজ বিজলী হর ঘর যোজনা (সৌভাগ্য) উদ্যোগটি আজ সাফল্যের প্রতীক হিসাবে দাঁড়িয়েছে উ এর মাধ্যমে, সার্বজনীন গৃহস্থালী বিদ্যুতায়ন এ সাফল্য যেমন অর্জিত হয়েছে, তেমনি এর মাধ্যমে দেশের প্রতিটি গ্রাম ও জেলা বিদ্যুতের সংযোগে যুক্ত হয়েছেউ এই উচ্চাভিলাষী কর্মসূচি ২০১৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর চালু হবার পর থেকে এখন পর্যন্ত গ্রামীণ এবং শহর উভয় ক্ষেত্র মিলিয়ে ২ কোটি ৮৬ লাখ বিদ্যুত সংযোগহীন পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি (আইইএ) এটিকে বিশ্বের যে কোনো স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুত সংযোগ প্রাপ্তির দ্রুততম সম্প্রসারণ বলে আখ্যা দিয়েছেউ এই সময়কালে, গ্রামীণ এবং শহর উভয় এলাকায় বিদ্যুতের প্রাপ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, গ্রামীণ এলাকায় ২০১৪ সালে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১২ ঘন্টা প্রাপ্তির হার ছিল, বর্তমানে তা ২২.৫ ঘন্টায় বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং শহরাঞ্চলে প্রায় ২৪ ঘন্টা বিদ্যুত পাওয়া যাচ্ছে। গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের গুণমান ও নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার জন্য, দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা ২০১৪ সালে চালু করা হয়েছিল। প্রোগ্রাম ২০১৮-র ২৮ এপ্রিল-এ সূচনায় হয় এবং এর মাধ্যমে বর্তমান সময় পর্যন্ত ১৮,৩৭৪ টি অনির্বাচিত গ্রামকে বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে ১০০ু গ্রাম বিদ্যুতায়ন সম্ভব হয়েছে। বিতরণ নেটওয়ার্ক এবং গ্রামীণ ভারতের প্রতিটি কোণে বিদ্যুৎ পৌঁছানো নিশ্চিত করা এবং জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধিতে সরকারের প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য ফলাফল দিয়েছে। সকলের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের এল ই ডি প্রকল্পের অধীনে উন্নত জ্যোতি -এর অধীনে, এল ই ডি বাল্বের ক্রয়কৃত মূল্য ২০১৪ এবং ২০১৯ এর মধ্যে প্রায় ৯০ু কমেছে, যা ৩১০ টাকা থেকে ৩৯.১০ টাকা ই নেমে এসেছে। এখনও পর্যন্ত, এই প্রকল্পের অধীনে ৩৬.৮৬ কোটিরও বেশি এলইডি বাল্ব বিতরণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগটি শুধুমাত্র পরিবারের জন্য বিদ্যুতের খরচ কমিয়ে আনেনি বরং 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রচারাভিযানকে মদত দিয়ে আসছে এবং এলইডি বাল্ব ব্যবহার ব্যবহার করি পরিবারের খরচ কমিয়েছে উ ফলস্বরূপ, শক্তি-দক্ষ বিদ্যুতের আলো হিসেবে আখ্যায়িত সমাধানের রাস্তায় - যা শক্তি খরচ হ্রাস এবং একটি সবুজ পরিবেশ গড়ে তুলতে ব্যাপক সমাধানের পথ, সে পথ অর্জনে সাফল্যের সাক্ষী হয়েছে ভারত।বিদ্যুৎ বিতরণের দক্ষতা বাড়াতে, সরকার পুনর্গঠিত বিতরণ সেক্টর স্কিম এর মতো উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে। আর ডি এস এস ডিসকম-এর বন্টন ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়েছে, ২০২০-২১ অর্থবছরের ২১.৫ু থেকে কমে গিয়ে তা ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৬.৫ু-এ নেমে এসেছে। এই উদ্যোগগুলি প্রযুক্তিগত এবং বাণিজ্যিক ক্ষতি হ্রাস, মিটারিং এবং বিলিং সিস্টেমের উন্নতি এবং শক্তি দক্ষতা ব্যাপ্তির উপর গুরুত্ব দিয়েছে। স্মার্ট গ্রিড, উন্নত মিটারিং এর অবকাঠামো তৈরী , এবং চাহিদা প্রতিক্রিয়া প্রক্রিয়াগুলির একীকরনে গ্রিডের স্থিতিশীলতা বাড়িয়েছে এবং একইসাথে গ্রাহকদের সক্রিয়ভাবে তাদের শক্তি খরচ কে নিয়ন্ত্রন করার সুযোগ করে দিয়েছে।

২০১৪ সাল থেকে ভারতের বিদ্যুত ক্ষেত্রের রূপান্তরের যাত্রা অগ্রগতি এবং স্থিতিস্থাপকতার একটি অসাধারণ গল্প। সার্বজনীন বিদ্যুতায়ন, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির দ্রুত সম্প্রসারণ, উন্নত বন্টন এবং উন্নত শক্তি দক্ষতার মতো ভারত বিশ্বের কাছে একটি সাফল্যময় অনুপ্রেরণামূলক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ভারত সরকারের প্রতিশ্রুতি, স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণের সাথে, জাতিকে টেকসই, সাশ্রয়ী এবং নির্ভরযোগ্য শক্তি দ্বারা চালিত ভবিষ্যতের দিকে চালিত করেছে। রূপান্তরের এই যাত্রা অব্যাহত থাকায়, দীর্ঘস্থায়ী বিনিয়োগ, উদ্ভাবন এবং সহযোগিতার নিরন্ত পদক্ষেপ অব্যাহত থাকায় ভারতের শক্তি ক্ষেত্র আরও শক্তিশালী হবে এবং এর সমস্ত নাগরিকদের জন্য একটি উজ্জ্বল, ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যত নিশ্চিত করার জন্য চাবিকাঠি হয়ে উঠবে ।

পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

কমিশনের সদস্যা ওই কিশোরীর পরিবারের সাথে দেখা করে ঘটনার সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জানতে পারেন এবং প্রশাসন এর পক্ষ থেকে যা যা করণীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন তাই করবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন শিশু কমিশনের সদস্যা শর্মিলা চৌধুরী। শর্মিলা চৌধুরী সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন চৌমুহনী বাজার নারায়ণ খামার এলাকার অপহরণকারী সুমন ঘোষ এর আগেও ওই কিশোরীকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে একাধিকবার ধর্ষণ করেছিল।

তখনো তার বিরুদ্ধে আমতলী থানায় অপহরণ এবং ধর্ষণের মামলা হয়েছিল। গ্রেফতারও হয়েছিল অভিযুক্ত সুমন ঘোষ। পরে আদালত থেকে জামিনে মুক্ত পেয়ে বর্তমানে এখনও আদালতে হাজিরা দিতে হচ্ছে অভিযুক্ত সুমন ঘোষকে। এই মামলার রায় ঘোষণা হতে না হতেই পুনরায় সুমন ঘোষ ওই কিশোরীকে অপহরণ করেছে। তখনকার সময়েও ওই কিশোরীকে উদ্ধারে রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। পুনরায় ওই কিশোরীকে অপহরণের ঘটনায় রাজ্য শিশু সুরক্ষা ও প্রতিকার কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এইবার ঘটনার মূল অভিযুক্ত সুমন ঘোষকে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তির প্রয়োজন। আর সেই ব্যবস্থাই করার চেষ্টা করবে রাজ্য শিশু সুরক্ষা ও অধিকার কমিশন।

সাফল্য

● প্রথম পাতার পর

এনেসথিওলজিস্ট ডাঃ সুরজিৎ পাল ছাড়াও ডাঃ শ্রেয়সী দেব, ডাঃ অর্ঘ্যপ্রতীম নাথ ও ডাঃ অনুরূপা বোস। এছাড়াও ছিলেন ক্যাথল্যাব টেকনিশিয়ান স'য় ঘোষ, ক্যাথল্যাব নার্স দেববত দেবনাথ ও প্রাণক'ষ্ণ দেব সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী আয়ুমান ভারত যোজনা ও এজিএমসি'র আরকেএস ফার্মাসির সহযোগিতায় মাধ্যমে সম্পর্ণ বিনামূল্যে এই অপোচারের সুযোগ পেয়ে রোগীর পরিবার সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। রোগীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকায় রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। কিশোরী রিঙ্কি দেবনাথ বর্তমানে সুস্থ আছে।

দুস্কৃতি

● প্রথম পাতার পর

বিজেপির সমর্থক। বাইক বাহিনীর নাম দিয়ে দলের এবং সরকারের বদনাম করার লক্ষ্যেই তারা এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত করেছে বলে অভিযোগ। আক্রান্ত যুবক চাকুরীজীবী বলে জানা গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনগণের তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে ছিঁড়ল ওভারহেড তার দেড় ঘণ্টা দাঁড়িয়ে কোলফিল্ড এক্সপ্রেস

সালকিয়া, ৭ জুন (হি.স.) : হাওড়া-ধানবাদ কোলফিল্ড এক্সপ্রেসের প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে বিপত্তি। মাঝপথেই থমকে যায় ট্রেন। বুধবার হাওড়া স্টেশন ছাড়ার কিছু ক্ষণ পর ট্রেনের ইঞ্জিনের প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে ওভারহেড তারের সঙ্গে জড়িয়ে ট্রেন চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। যার জেরে বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে ট্রেনটি বামনগাছির কাছে প্রায় দেড় ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ছিল। এর ফলে দুভর্োগের শিকার হয়েছেন যাত্রীরা। সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ ফের কোলফিল্ড এক্সপ্রেসের চাকা গড়িয়েছে।হাওড়া ছাড়ার পর ধানবাদগামী কোলফিল্ড এক্সপ্রেস সালকিয়া বামনগাছি ব্রিজের কাছে হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। সম্প্রতি বালেশ্বরে করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার রেশ এখনও কাটেনি। তাই কোলফিল্ড এক্সপ্রেসে এই সাময়িক বিঘ্নতেও যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, কোলফিল্ড এক্সপ্রেসের ইঞ্জিনের প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে জড়িয়ে গিয়েছিল ওভারহেড তারের সঙ্গে। ঘটনাস্থলে টাওয়ার ভ্যান পাঠায় রেল। ছুটে যান ইঞ্জিনিয়ারেরাও। দ্রুত শুরু হয় প্যান্টোগ্রাফ মেরামতি এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার কাজ। যদিও ৭টার আগে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করা সম্ভব হয়নি। ওই সময়ের মধ্যে অন্য লাইন দিয়ে ট্রেন চালানো হয়েছে।

বিপুল অর্থ হাতানোর অভিযোগ, সিআইডি-র হাতে গ্রেফতার ব্যাঙ্ক ম্যানেজার

উত্তর ২৪ পরগণা, ৭ জুন (হি. স.) : আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার হলেন ব্যাঙ্কের এক ম্যানেজার। মঙ্গলবার গভীর রাতে এক অভিযানে সমবায় ব্যাঙ্কের ওই ম্যানেজারকে গ্রেফতার করেন সিআইডির অফিসাররা।ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের হাড়োয়া থানা এলাকার। সেখানে মিনাখাঁ ব্লকের বাছড়া-মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোহনপুর সমবায় সমিতির ব্যাঙ্ক ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন যজ্ঞেশ্বর ভুঁইএঞা।তাঁর বিরুদ্ধে কয়েক কোটি টাকা আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের ঋণ দেওয়ার নাম করে, সই নকল করে মোটা অঙ্কের টাকা আত্মসাৎ করে নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার গভীর রাতে মোহনপুর এলাকায় এক অভিযান চালিয়ে ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে গ্রেফতার করে সিআইডি। অভিযুক্ত ওই ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে বুধবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায় সিআইডি। বিচারক ওই ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সাত দিনের সিআইডি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

বিশালগড়ে

● প্রথম পাতার পর

করেন। আর এই সুযোগে চোরের দল অ্যাপাচি বাইকটি চুরি করে নিয়ে যায়।চুরির ঘটনা বিশালগড় থানার মূল ফটকের সামনে লাগানো সিসি ক্যামেরায় বন্দি আছে। বর্তমানে যুব সমাজ নেশায় আসক্ত হচ্ছে। আর এই নেশার টাকার যোগাড় করতে না পারায় প্রতিনিয়ত চুরির ঘটনা ঘটে যাচ্ছে বিশালগড় জুড়ে। বিশালগড় থানার পুলিশ নাক ডেকে ঘুমালেও পুলিশের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোন নজরদারি করছেন না বলেও অভিযোগ।

সহযোগী

● প্রথম পাতার পর

ব্যাগে করে টাকা নিয়ে গেছিল। কয়েক ঘন্টা অতিক্রম হওয়ার পর বৈরী দলের স্থানীয় সহযোগীকে টাকা নেওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু কেউ চাঁদার টাকা নিতে আসেনি। পরবর্তী সময়ে পুলিশ আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করে ওই বৈরী সহযোগীকে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেছে।তিনি আরও জানিয়েছেন, ধৃত বৈরী সহযোগী তুলাশিখর ব্লকের পূর্ব বাদলাবাড়ি ভিলেজের বাসিন্দা রাজেশ দেববর্মা।পুলিশে জেরায় তিনি স্বীকার করেছেন, তাঁর ছেলে ইমান দের্ববমা বাংলাদেশে গোপন ঘাঁটিতে অবস্থান করছে। এনএলএফটি (বি এম) বৈরী দলের জন্য চাঁদা আদায় করছিল।

অনুজের

● প্রথম পাতার পর

স্ত্রীকে নিয়ে জিবি হাসপাতালে ছিল। বাড়িতে ছিল নরেশ ভৌমিকের শাশুড়ি। রাতে হঠাৎ করে বাড়িতে ঢুকে ছোট ভাই দূর্যোধন সহ ভাগিনা নাকি বিশ্রী ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে এরপর নরেশ ভৌমিকের ঘরে ঢুকে ঘরের জিনিসপত্র ভাঙ্গচুর করে বলে অভিযোগ। এই খবর পেয়ে আগরতলা জিবি হাসপাতাল থেকে আজ ছুটে আসে নরেশ ভৌমিক।

চালক

● প্রথম পাতার পর

মহিলাকে অটোটে উঠার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু তিনি আর অটোটে উঠেননি। ওই ঘটনার পর তিনি এডি নগর থানায় ওই অটো চালকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।পুলিশ আজ অটো চালককে আটক করে থানায় নিয়ে এসেছে।জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, ধৃত অটো চালক বেলাবর এলাকার বাসিন্দা গৌরচান দেবনাথ। ওই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

নিলামবাজারে ড্রাগস সমেত গ্রেফতার চার

করিমগঞ্জ (অসম), ৭ জুন (হি.স.) : মাদক বিরোধী অভিযানে বড়ো সাফল্য লাভ করেছে করিমগঞ্জের নিলামবাজার পুলিশ। মিজোরাম থেকে করিমগঞ্জে পাচারের পথে হিরোইন সমেত চার পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।জানা গেছে, বুধবার দুপুরবেলা গোপন খবরের ভিত্তিতে নিলামবাজার থানার ওসি দিপজ্যোতি মালাকারের নেতৃত্বে এক বিশাল পুলিশ বাহীনি জাতীয় সড়েকে অভিযানে নামে। জাতীয় সড়কে একটি অল্টো গাড়িতে তল্লাসী চালিয়ে ২২ টি সাবানের বাক্স পুলিশ উদ্ধার করে পুলিশ। এরপরেই গ্রেফতার করা হয় সিঙ্গারিয়া এলাকার জাবিল হোসেন, আব্দুল হাসিম, ব্রাহ্মনশাসন গ্রামের মুজিবুর রহমান, রূপারগুল এলাকার আব্দুল হামিদকে। নিলামবাজার থানার ওসি দিপজ্যোতি মালাকার জানান, তাদের কাছে গোপন খবর ছিল যে আইজল থেকে করিমগঞ্জে ড্রাগস পাচার হবে। সেই হিসাবে সাদা পোষাকে অভিযানে নেমে এই সফলতা আসে।

ক্রীড়াঙ্গন

ইংল্যান্ডে ভারতের জেতার সামর্থ্য আছে মনে করছেন প্রাক্তন এই ইংলিশ অধিনায়ক

লন্ডন, ৭ জুন (হি.স.): এই সময় ইংল্যান্ডে কন্ডিশন বিবেচনায় টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে ফেভারিট মনে করছেন অনেকেই। তবে ইংল্যান্ডেও ভারতের জেতার সামর্থ্য আছে, তা মনে করিয়ে দিয়েছেন নাসের হুসাইন। ইংলিশ প্রাক্তন অধিনায়কের মতে, সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে পারলেই প্রতিপক্ষ থেকে এগিয়ে থাকবে ভারতীয় দল। আজ টেস্ট ক্রিকেটের শিরোপার লড়াইয়ে ওভালে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হচ্ছে ভারতীয় দল। প্রথম টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে সাউথ্যাম্পটনে সেবার নিউজিল্যান্ডের কাছে পাত্তা পায়নি ভারত। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে হেরে গিয়েছিল ৮ উইকেটে। ওই ম্যাচ থেকে এবার ভারতকে শিক্ষা নিতে বলেছেন নাসের।

ইংলিশ কন্ডিশন এমনিতেই পেসারদের জন্য সহায়ক। সেখানে গত ফাইনালে আকাশ ছিল বেশিরভাগ দিনই মেঘলা। বৃষ্টির বাধায় রিজার্ভ ডে-তেও গড়ায় ম্যাচ। অমন কন্ডিশনে চার পেসার ও একজন পেস বোলিং অলরাউন্ড নিয়ে খেলে কিউইরা। এরজন্য ভারতের ২০টি উইকেটই নিতে পারে দলটি। ভারত সেবার তিন পেসারের সঙ্গে রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাদেজাকে নিয়েছিল। এই দুই স্পিনার খুব একটা সুবিধা করতে পারেননি। আইসিসি রিভিউয়ে নাসের হুসাইন তাই ভারতকে পরামর্শ দিয়েছেন এবার কন্ডিশন বুঝে একাদশ সাজানোর। তিনি বলেছেন,"আমার মনে হয়, অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে ভারত যেমনটা দেখিয়েছে, তাতে বোঝা যায়, যে কোনো কন্ডিশনে জিততে পারে ভারত। আবহাওয়া যদি ভালো থাকে, ওভালে যদি সূর্য্য আলো ছড়ায়, তা তাদের দলের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে। তাহলে তারা দুই স্পিনার, দুই পেসারের ফর্মুলায় যেতে পারে, সঙ্গে তৃতীয় পেসার হিসেবে শার্দুল ঠাকুরকে নিতে পারে।" সেই সঙ্গে তিনি বলেছেন, "গত টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের দিকে যদি তাকানো যায়, তাহলে আমার মনে হয় ভারত কন্ডিশন পড়তে ভুল করেছিল। পাঁচ দিনই ফ্লাডলাইন জ্বলেছে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, আবহাওয়া ছিল শীতল। নিউজিল্যান্ড ফ্রন্ট-লাইন স্পিনার খেলায়নি। ভারত খেলিয়েছিল দুইজন। আমার মনে হয়, সিম ও সুইং আধিপত্য করেছিল।"

সবশেষ বোর্ডার-গাভাস্কার সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতের সিরিজ জয়ের পথে অশ্বিন ও জাদেজা যে ভূমিকা নিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের কন্ডিশনে বল হাতে তাঁরা তেমন ভূমিকা রাখতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে না নাসেরের। ওভালে নিজেদের সবশেষ টেস্টে ইংল্যান্ডকে ১৫৭ রানে হারিয়েছিল ভারত। ২০২১ সালের ওই ম্যাচ থেকে প্রেরণা নিতে পারে দলটি। ওভালে তাই দারুণ একটি লড়াইয়ের আশায় আছেন জনপ্রিয় এই ধারাভাষ্যকার ও ক্রিকেট বিশ্লেষক নাসের। নাসের বলেছেন, "ওভালে কিছু ভালো ক্রিকেট খেলেছে ভারত। চমৎকার একটি ম্যাচে গতবার সেখানে তারা ইংল্যান্ডকে হারিয়েছিল। আমি মনে করি, ওভাল ভারতের জন্য ভালো একটি ভেন্যু।"

উইকেটে সবুজ ঘাস, যা দেখে ঘুম চলে গেছে রোহিত-বিরাটদের !

লন্ডন, ৭ জুন (হি.স.): ওভালের মাঠ ব্যাটিং সহায়ক পিচ, ম্যাচের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট স্পিন হয়। ফাইনালের আগে পিচের ছবি প্রকাশ্য এসেছে। পিচের যে ছবি টুইট করেছেন দীনেশ কার্তিক, আর তা ব্যাটারদের ভয় ধরানোর জন্য যথেষ্ট। উইকেটে সবুজ ঘাস স্পষ্ট। যা দেখে অনুমান, ওভালের উইকেট ব্যাটারদের জন্য ত্রাস হয়ে উঠবে। যথেষ্ট সাহায্য পাবেন বোলাররা।

পিচের এই ছবি দেখে নেটিজেনরা নাম দিয়েছেন 'গ্রিন গার্ডেন' অর্থাৎ সবুজ বাগান। পিচ ছাড়া মাঠে বড় বড় ঘাস রয়েছে। তবে শোনা যাচ্ছে, ফাইনাল শুরু হওয়ার আগে ঘাস কেটে ফেলা হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। আপাতত শিরোনামে ওভালের পিচ। যে ছবি প্রকাশ্যে এসেছে তাতে বলা যেতে পারে,ব্যাটারদের জন্য সুখবর নয়। পেসাররা নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিলে ব্যাটারদের কাজ কঠিন হয়ে পড়বে। এদিকে আবহাওয়াও পেসারদের বাড়তি সুবিধা দিতে পারে।

ভারতীয় দলের চিন্তা মিচেল স্টার্ককে নিয়ে। অজিদের বিশ্বমানের বোলিং আক্রমণ সামাল দেওয়া এখন রোহিতদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। রোহিত শর্মা বলেছেন, 'ইংল্যান্ডে রান তোলা সহজ নয়। একজন ব্যাটার হিসেবে বলতে পারি আপনি কখনওই এখানে রিল্যাক্স মুডে থাকতে পারবেন না।" বিশেষজ্ঞদের ধারণা ওভালের ফাইনাল হতে চলেছে ভারতীয় ব্যাটিং বনাম অস্ট্রেলিয়া পেস বোলিংয়ের। ইতিমধ্যেই চোটের কারণে ছিটকে গিয়েছেন জস হ্যাজেলউড। তাতে খুব একটা ফারাক পড়বে বলে মনে হয় না। কারণ মিচের স্টার্ক, প্যাট কামিন্স, স্কট বোল্যান্ডরা ভারতীয় ব্যাটারদের পরীক্ষা নিতে প্রস্তুত। ভারতের একাদশ কেমন হতে পারে ? রোহিত শর্মা, শুভমন গিল, চেতেশ্বর পূজারা, বিরাট কোহলি, অজিঙ্ক রাহানে, কেএস ভরত, মহম্মদ সামি, মহম্মদ সিরাজকে একাদশে নিশ্চিত বলে ধরা হচ্ছে। বাকি তিনটি স্থান নিয়ে হবে লড়াই। দুই স্পিনারে খেলা হবে নাকি রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাডেজার মধ্যে একজনকে খেলিয়ে উমেশ যাদব ও শার্দুল ঠাকুরকে সুযোগ দেওয়া হবে তা ম্যাচের আগে পরিস্থিতি দেখে সিদ্ধান্ত নেবে টিম ম্যানেজমেন্ট।

ওভালে শুরু হচ্ছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই, জেনে নেওয়া যাক কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য

লন্ডন, ৭ জুন (হি.স.): আজ টেস্ট ক্রিকেটের সেরা দুই দলের লড়াই। ওভালে হচ্ছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল।টেস্ট ক্রিকেটের অন্যতম সেরা লড়াইয়ে মুখোমুখি টেস্ট ক্রিকেটের সেরা দুই দল ভারত ও অস্ট্রেলিয়া। পর পর দু'বার ভারত ফাইনালে উঠল। হয়েছিল রানার্স। আর অস্ট্রেলিয়া এই প্রথম বার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে। আজ এই ফাইনাল নিয়ে থাকছে কিছু জরুরী তথ্য।

কতদিন চলবে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল?

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল ৭ জুন। চলবে ১১ জুন পর্য্যন্ত।

ফাইনালে কি রিজার্ভ ডে রয়েছে? ১২ জুন দিনটি রাখা হয়েছে রিজার্ভ ডে হিসেবে।

ফাইনালে খেলা হবে কোন বলে? ডিউক বল ব্যবহৃত হবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে।

ফাইনাল ড্র বা টাই হলে কী হবে?

অস্ট্রেলিয়া এবং ভারত দুই দলকেই চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ঘোষণা করা হবে।

কেন লর্ডসে নয় ওভালে হচ্ছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল?

ফাইনালে ষষ্ঠ দিন কখন ব্যবহার করা হবে?

ফাইনালের জন্য রয়েছে রিজার্ভ ডে। তবে এটি শুধুমাত্র তখনই ব্যবহার করা হবে, যদি নিয়মিত পাঁচ দিন ধরে খারাপ আবহাওয়ার কারণে নির্ধারিত ওভার খেলা শেষ না হয় এবং চ্যাম্পিয়ন না পাওয়া যায়।

ফাইনালের আবহাওয়া কেমন থাকবে?

ফাইনালের প্রথম তিন দিন এবং পঞ্চম দিনে লন্ডনের আকাশ পরিষ্কার থাকবে। সারাটা দিন রোদ থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে চতুর্থ দিন বিকেলে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আর রিজার্ভ ডে-র দিন আবহাওয়া পরিষ্কার থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। চ্যাম্পিয়ন আর রানার্স দল কত আর্থিক পুরস্কার পাবে? চ্যাম্পিয়নরা পাবে ১.৬ মিলিয়ন ডলারের আর্থিক পুরস্কার। রানার্স আপরা পাবে ৮ লক্ষ ডলার আর্থিক পুরস্কার।

SHORT NOTICE INVITING AUCTION NO. :- 02/EE(AGRI)/S/2023-24

Sl. No	Description of work	Reserve Value	Cost of Tender Documents	Last date of receiving application	Last date of issue of form	Dropping Centre	Last date of receiving offer.	Date of opening
1.	Auction for Demolishing disposal and clearing dilapidated Conference hall situated near newly Constructed S.A office at Amarpur Gomati Tripura . (DNIA.No 02/EE/AGRI/SOUTH/2023-24)	Rs. 33,000.00	Rs.1,000/-	Up to 04.00 PM on 12/06/2023.	Up to 04.00 PM on 17/06/2023.	O/o the Executive Engineer(South),Deptt. Of Agriculture & Farmers Welfare Udaipur , Gomati Tripura & O/o the Assistant Engineer ,Amarpur, Agri. Engineering Sub-Division	Up to 03.00 PM on 17/06/2023.	Up to 20/06/2023 at 04.00PM (if possible)

For details, please contact 03821-222486.

(Er. B. Debbarma)
Executive Engineer(South)
Department of Agriculture & Farmers Welfare
South, Udaipur .

ICA/C-881/23

Gomati Cooperative Milk Producers' Union Ltd.
Agartala Dairy; P.O. Indranagar; Agartala 799006, Tripura
Phone (0381) 235-0419/3524; Fax (0381) 2358430
e-mail : tripuramilkunion@yahoo.com web : http://gomatimilkunion.com

GMU/PUR/PRINT/2022-23/V1 / 2086 Dated 05.06.2023

SHORT QUOTATION NOTICE

Short Quotation is invited from bonafide resourceful Printing press owners having valid GST registration, Trade Licence for supply of Printing materials for Gomati Cooperative Milk Producers "Union Ltd, Agartala Dairy; P.O. Indranagar; Agartala 799006, Tripura West. Interested Suppliers requested to submit their rate inclusive all taxes within 21.06.2023 till 05.00p.m by courier, by speed post or by hand superscribing "QUOTATION FOR PRINTING MATERIALS etc" addressing Chief Managing Director with above office address. This offer will be opened on 22.06.2023 at 03.00p.m, or next working day. Details may also be seen in notice board of Gomati Cooperative Milk Producers' Union Ltd. and in Website of GCMPUL. (www.gomatimilkunion.com)

Chief Managing Director

ICA/C-877/23

" SHORT NOTICE INVITING QUOTATION"

Sealed quotations are invited by the Medical superintendent , IGM Hospital, Agartala, from the interested bidders (bonafide manufacturers/authorized distributors or suppliers) , for supply of some surgical items or accessories , for use in IGM Hospital, Agartala . Detailed informations alongwith tender paper may be collected from the office of the undersigned on or before 14/08/2023 upto 4.30 PM. and last date of bid submission is 15/06/2023 upto 04.30 P.M.& quotation will be opened on 19/06/23 at 2.30 BM. or on next working day at 12 noon. if possible & interested bidders may remain present at the time of bid opening session

ICA/C-870/23

Medical Superintendent
IGM Hospital, Agartala,

ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে দুটি টেস্ট ম্যাচ ডমিনিকা, ত্রিনিদাদে হবে

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি.স.) : আগামী মাসে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে দুটি টেস্ট ম্যাচ ডমিনিকা এবং ত্রিনিদাদ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লিউআই), বার্বাডোজ, ত্রিনিদাদ এবং গায়ানা বোর্ডের মধ্যে ভাগ করা একটি অস্থায়ী সময়সূচী অনুসারে তিনটি ওডিআই এবং তিনটি টি-২০ আন্তর্জাতিক সহ ছয়টি সাদা বলের ম্যাচ অয়োজন করবে।

জানা গিয়েছে, শেষ দুটি টি-২০ অনুষ্ঠিত হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায়। সিরিজটি ১২ জুলাই থেকে শুরু হবে এবং ১৩ আগস্ট পর্য্যন্ত চলবে। ভারতীয় দল ৫-৬ জুলাই ক্যারিবিয়ান সফর করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বোর্ড অফ কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া (বিসিসিআই) সূচি চূড়ান্ত করার পর ম্যাচের আনুষ্ঠানিক তারিখ প্রকাশ করা হবে। দুটি অতিরিক্ত টি-২০-র জন্য একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি এখনও বোর্ডের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়নি। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে লন্ডনে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের সময় এটি আনুষ্ঠানিকভাবে রূপান্তরিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে যেখানে বিসিসিআই এবং সিডব্লিউআই সদস্যরা মিলিত হবেন।

ফুটবল রেফারিদের রিপোর্টিং আজ ৩ দিনের রিফ্রেশার কোর্স শুরু কাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। রেফারিদের রিফ্রেসার্স কোর্স। উদ্দেশ্য একটাই, ইচ্ছুক ও আগ্রহী রেফারীদের মাঠ মুখো করে তোলা, পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকল স্তরের রেফারিদের আরো কিছুটা আপডেট করা। তিনদিনব্যাপী শিবির শুরু হবে ৯ জুন, শুক্রবার থেকে। ওইদিন সকাল আটটায় এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ মন্ত্রী টিঙ্কু রায় উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। এছাড়াও ত্রিপুরা ফুটবলের এসোসিয়েশনের সভাপতি, সম্পাদক সহ অন্যান্য কর্মকর্তারাও উপস্থিত থাকবেন।

ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এবং ত্রিপুরা রেফারী অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে এই রিফ্রেশার কোর্স অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। কোর্স-এর দায়িত্ব পালন করবেন মনিপুর থেকে আগত জাতীয় রেফারি এম জয়চন্দ্র সিং। আগামীকাল তিনি আগরতলায় পৌঁছে রিফ্রেশার কোর্সের প্রাকটিক্যাল এবং থিউরিটিক্যাল সমস্ত ক্লাসের সিডিউল তৈরি করে ত্রিপুরা রেফারি এসোসিয়েশন এবং শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেবেন। আজ বিকেলে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামের ক্লাব হাউজে ত্রিপুরা রেফারি এসোসিয়েশনের আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই রিক্সার কোর্স সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়। ১১ জুন, বেলা সাড়ে এগারোটায় কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডা: প্রফেসর মানিক সাহাকে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরার রেফারি এসোসিয়েশনের সভাপতি মানিক দেব, সচিব নারায়ন দে, সহ-সচিব খোকন সাহা, কোষাধ্যক্ষ সুব্রত রায়, সদস্য শেখর চৌধুরী ও বিশ্বজিৎ সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

রিফ্রেশার কোর্সে যোগদান করার জন্য রাজ্যের প্রত্যেক রেফারিদের রাজ্য সংস্থা থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। আশা করা হচ্ছে প্রায় ৭৫ জন রেফারি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই কোর্সে অংশ নেবেন। প্রত্যেক মহকুমার রেফারীদের আগামীকাল সন্ধ্যার মধ্যে এন এস আর সি সি-তে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। কোর্সের থিওরি ক্লাসগুলো এনএসআরসিসি-তে এবং প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। রেফারিদের থাকা এবং খাওয়ার ব্যাবস্থা রাজ্য ফুটবল এবং রেফারি সংস্থা বহন করবেন। এছাড়া, যাঁদের মেম্বার শীপ নেই তাঁদেরকে মেম্বারশীপের প্রদেয় ফি সঙ্গে নিয়ে আসতে বলা হয়েছে।

বাবুল, পল্লবের ব্যাটিংয়ে ম্যাচ ড্র ১ম ইনিংসে লিড, ফ্রেন্ডসের তিন

ইউ. ফ্রেন্ডস: ৩৩১, ৩২৭/৫ডি.

কসমোপলিটন: ১৯৮, ২৮৬/৬

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। ওপেনার বাবুলের দুর্দান্ত শতক, সঙ্গে পল্লবের অধিনায়কোচিত ব্যাটিং। দুই মিলে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর জয় যেমন রুখে দিয়েছে। তেমনি তিন দিনের ম্যাচ বাধ্য করেছে ড্র-তে নিষ্পত্তি করার। তবে চেষ্টার ত্রুটি ছিল না কসমোপলিটনের ব্যাটার্সদের। পক্ষান্তরে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর হাতেও একটা দারুন সুযোগ এসেছিল, পল্লব ৭৫ রানে প্যাভিলিয়নের ফিরতেই তন্ময় ঘোষ ও চন্দন রায়ের ক্রমিক পতন। একইভাবে বাবুল ১১৩ রানে আউট হলে রিয়াজ উদ্দিন কিছুটা ধরে খেলার চেষ্টা করলেও সৌরভ দাস, দেবপ্রসাদ সিংহরা তেমন ঝুঁকি নেওয়ার সাহস দেখায়নি, এবং সাফল্যও পায়নি। শেষ পর্যন্ত ম্যাচ ড্র-তেই নিষ্পত্তি হয়। তবে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ৩ পয়েন্ট পেয়েছে। কর্তৃত্বপূর্ণ ড্র করার সুবাদে কসমোপলিটন পেয়েছে এক পয়েন্ট।সামগ্রিক খেলার প্রেক্ষাপটে দ্বিতীয় ইনিংসে দীপক ক্ষৈত্রীর অপরাজিত ২০১ রান এবং প্রথম ইনিংসে অরিন্দম বর্মনের ১০০ রান যেমন উল্লেখযোগ্য। তেমনি কসমোপলিটনের ওপেনার উইকেট রক্ষক বাবুল দে-র দ্বিতীয় ইনিংসে ১১৩ রান এবং প্রথম ইনিংসে ৮৭ রান বেশ উল্লেখের দাবি রাখে। বোলিংয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের অধিনায়ক রজত দে ২ ইনিংসে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। এমবিবি স্টেডিয়ামে পাঁচ জুন ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ইউনাইটেড ফ্রেন্ড প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ৩৩১ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করলে দিনের শেষে কসমোপলিটন এক উইকেটে ৫৪ রানে থেমেছিল। মঙ্গলবারে দ্বিতীয় দিনে কসমোপলিটন ১৯৮ রানে ইনিংস শেষ করলে লিড নিয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস দিনের শেষে তিন উইকেট হারিয়ে ১৭২ রান সংগ্রহ করে। আজ শেষ দিনে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ৫ উইকেটে ৩২৭ রানে ইনিংস ঘোষণা করলে কসমোপলিটন শক্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে নামে। খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৭৯ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ২৮৬ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।

আন্ত:স্কুল ফুটবল ঃ প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরকে হারিয়ে সান্তনার জয় মধুবন কাঁঠালতলীর

কাঁঠালতলী: ৪(সত্যজিৎ, রাজা, দেবজিত, নয়ন)

প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির: ০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। নিয়ম রক্ষার ম্যাচে দারুন জয় পেয়েছে মধুবন কাঁঠালতলীর ছেলেরা। কার্যত ভালোই খেলেছে। প্রকাশ করতে চেয়েছে আগামী দিনে এই ছেলেরাই সুযোগ পেলে, পাশাপাশি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেলে আরও ভালো খেলা উপহার দিতে পারবে। প্রথম ম্যাচে এসডি মেমোরিয়াল স্কুলের কাছে পরাজয়ের পর তাদের পিছিয়ে পড়তে হয়েছে। আজ, বুধবার প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরকে ৪-০ গোলে হারানোর মধ্য দিয়ে মধুবন কাঠালতলী স্কুল গ্রুপ-এ থেকে রানার্স হয়েছে ঠিকই তবে এবারের মতো মূলপর্বে খেলার সুযোগ পাচ্ছে না। কেননা প্রতিটি গ্রুপ থেকে সেরা একটি দলই সুপার লিগে খেলবে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে টিএফএ আয়োজিত কাজল মেমোরিয়াল আন্ত: স্কুল অনূর্ধ ১৪ ফুটবলে ১০ম ম্যাচে আজ মধুবন কাঁঠালতলী ৪-০ গোলে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল ১-০ গোলে এগিয়েছিল। খেলার চব্বিশ মিনিট এর মাথায় সত্যজিৎ দাস প্রথম গোলটি করে। দ্বিতীয়ার্ধ শুরুতে রাজা মালাকার এবং পরে ৪৯ ও ৬০ মিনিটের মাথায় দেবজিৎ সাহা ও নয়ন মালাকার পরপর দুটি গোল করলে চূড়ান্ত ব্যবধান ৪-০ হয়। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন সুকান্ত দত্ত, সুপ্রিয়া দাস, বিশ্বজিৎ নাথ ও লিটন দাস। দিনের খেলা: ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল বনাম আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল, বিকেল চারটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরে ছয় জন আধিকারিকের বদলির নোটিশ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। ক্রীড়া দপ্তরে উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের বদলির নোটিশ বেরিয়েছে। নম্বর এফ. ১ (২-১) ডি ওয়াই এ এস/ ই এস টি টি /২০২২/ ৩৭০৩-২৫ সেহা মূলে আজ দফতর থেকে এই নোটিশ জারি হয়েছে। যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের আগরতলাস্থিত ডাইরেক্টোরেট থেকে উপ-অধিকর্তা বনজিৎ বাগচি-কে বিশ্রামগঞ্জস্থিত যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের সিপাহীজলা জেলা অধিকর্তার কার্যালয়ে বদলি করা হয়েছে।

তিনি সিপাহীজলা জেলার যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া অফিসের ডিস্ট্রিক্ট অফিসার এবং হেড অফ দ্য অফিস এবং ডিডিও হিসেবে দায়িত্বভার সামলাবেন। পাশাপাশি বিশালগড় মহকুমার যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া অফিসের হেড অফ দ্য অফিস এবং ডিডিও-র দায়িত্বও পালন করবেন। বিশ্রামগঞ্জ এবং বিলোনিয়ায় বর্তমানে দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-অধিকর্তা যথাক্রমে সমীর দেববর্মা ও দেবাশীষ ভট্টাচার্য চলে আসবেন আগরতলাস্থিত যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের ডাইরেক্টোরেটে। সাব্রুমে যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের মহকুমা অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত সহ-অধিকর্তা মিহির শীল বিলোনিয়ায় দক্ষিণ জেলা যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া অফিসে ডিস্ট্রিক্ট ইনচার্জ এবং হেড অফ দ্য অফিস এবং ডিডিও হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবেন। আগরতলাস্থিত যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া ডাইরেক্টোরেটে দায়িত্বপ্রাপ্ত ইয়ুথ প্রোগ্রাম অফিসার রমেন্দ্র রিয়াং-কে ধলাইজেলার লংতরাইভ্যালিতে যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের মহকুমা অফিসে বদলি করা হয়েছে।

তিনি সেখানে হেড অফ দ্য অফিস এবং ডিডিও হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। আগরতলাস্থিত ডাইরেক্টোরেট থেকে এসোসিয়েট প্রফেসর ড় চিত্রজিৎ ভৌমিককে পানিসাগরস্থিত রিজিওনাল কলেজ অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন-এ বদলি করা হয়েছে। তিনি সেখানে রিজিওনাল কলেজ অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন-এর ইনচার্জ এর ভূমিকায় দায়িত্ব পালন করবেন। আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে আধিকারিকদের বদলির নোটিশ অনুযায়ী নতুন কর্মস্থলে দায়িত্বভার গ্রহণের কথা দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে।

জেসিসির সর্বাত্মক চেষ্টা ব্যর্থ করে লিড নিয়ে স্ফুলিঙ্গের তিন পয়েন্ট

স্ফুলিঙ্গ: ৪২৪, ৭৯/২(২০)

জেসিসি: ৩৯৮/১০(১৩১.৫)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। দারুন চেষ্টা করেছে জেসিসি-র ব্যাটার্সরা। শেষ মুহূর্তে ২৬ রানের জন্য লিড হলো না জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের। প্রথম ইনিংসে ৪ শতাধিক রান করে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া স্ফুলিঙ্গ ক্লাব-ই শেষ পর্যন্ত প্রথম ইনিংসে লিড পেল। তবে প্রত্যাশিতভাবেই ম্যাচটি ড্র-তে নিষ্পত্তি হয়েছে। জে সি লীগ ২০১৯-২০ সেশনের স্ফুলিঙ্গ বনাম জেসিসি-র তিন দিনের ম্যাচ আজ, বুধবার ড্র-তে নিষ্পত্তি হয়েছে। প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে স্ফুলিঙ্গ পেয়েছে ৩ পয়েন্ট।

জেসিসি-র পকেটে এসেছে এক পয়েন্ট। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত জেসি লীগ ক্রিকেট নরসিংগড়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে জেসিসি আজ তৃতীয় তথা অন্তিম দিনে ১৯৪ রানের পাশাপাশি ছয় উইকেট হাতে নিয়ে খেলা শুরু করে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার যথেষ্ট চেষ্টা করে। ৬৬.৫ ওভার খেলে ২০৪ যোগ করে মোট ৩৯৮ রানে ইনিংস শেষ করতে বাধ্য হয়। ২৬ রানে লিড নিয়ে স্ফুলিঙ্গ দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময় কুড়ি ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। দুই উইকেট হারিয়ে ৭৯ রান সংগ্রহ করে। সামগ্রিক খেলায় স্ফুলিঙ্গের কৌশল আচার্যের ১৭১ রান, বিক্রম দেবনাথ এর ৮৭ রান এবং জেসিসি-র নিরুপম সেনের ৬০ রান উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে জেসিসির তুষার সাহা ৪টি উইকেট পেয়েছে। এদিকে স্ফুলিঙ্গের জয়দীপ ভট্টাচার্য ও অজয় সরকার তিনটি করে উইকেট পেয়েছে।

দিল্লিতে জাতীয় হ্যান্ডবলে আসামকে হারালো ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।।জয় পেলো ত্রিপুরা। অসমের বিরুদ্ধে। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ-১৯ বালকদের হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায়। দিল্লির এন সি টি মাঠে অনুষ্ঠিত আসরে ত্রিপুরাকে রাখা হয়েছে 'ই' গ্রুপে। ওই গ্রুপে ত্রিপুরা সহ রয়েছে অসম এবং ঝাড়খন্ড। বুধবার ত্রিপুরা ২০-১৬ গোলে পরাজিত করে অসমকে। দুর্দান্ত খেলে ত্রিপুরার প্রতিটি খেলোয়াড়। আজ ঝাড়খন্ডকে পরাজিত করতে পারলেই গ্রুপ থেকে বেরিয়ে যাবে ত্রিপুরা। দুর্দান্ত ফলাফলে কোচ, ম্যানেজার সহ দলের প্রতিটি খেলোয়াড়কে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্য সংস্থার সচিব লিটন রায়।

রাজ্যের উন্নয়নে অবসরপ্রাপ্তদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে সরকার আগ্রহী ঃ অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। আজ যারা পেনশনারস তারাই রাজ্যের ও সমাজের উন্নয়নে নিরন্তর কাজ করে গেছেন। রাজ্যের উন্নয়নে অবসরপ্রাপ্তদের অভি'তাকে কাজে লাগাতে সরকার আগ্রহী। সমাজের উন্নয়নে তাঁদের অভি'তা খুবই প্রয়োজন। আজ আগরতলার মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে অর্থ দপ্তর আয়োজিত পেনশনারস আদালত-২০২৩ এর উদ্বোধন করে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, আগামী কিছু দিনের মধ্যে সম্পর্ণ পেপারলেস কাজ করার পথে সরকার এগিয়ে চলছে। অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী অনলাইন পেনশন গ্রিভেন্স পোর্টালের উদ্বোধন করেন। তাছাড়াও অর্থমন্ত্রী আজ এইচআরএমএস'র মাধ্যমে অনলাইন পেনশন প্রপোজাল জমা করা এবং অনলাইন ই-সার্ভিস বুক জমা করার পদ্ধতিরও সূচনা করেছেন। আজ পেনশনার্স আদালতে ৭১টি অভিযোগ নথীভুক্ত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত সরকারি পরিষেবার সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কাজ করছে। বর্তমান সরকার কাজের স্বচ্ছতা আনতে নানা বিষয়ে নতুন নতুন সংস্কার ও পরিবর্তন আনছে। তিনি বলেন, পেনশনারসদের সুবিধা অসুবিধা সমাধান করতে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। পেনশনহোল্ডারের পর তার গৃহিনী বা এর সুবিধার আওতায় পড়েন তারাও যাতে পেনশন পেতে সমস্যায় না পড়েন সে বিষয়টিও দেখতে হবে। অবসরে যাওয়ার সময় দপ্তরের ডিডিওরা সঠিক তথ্য জমা করছেন কিনা এ ব্যাপারে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারিকে সচেতন থাকার পরামর্শ দেন। অর্থমন্ত্রী পেনশনারের সঠিক তথ্য পোর্টালে লিপিবদ্ধ করার জন্য দপ্তর, পেনশনার, এজি অফিস এবং ব্যাংক কর্তপক্ষকে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে অর্থ দপ্তরের সচিব বিজেশ পাণ্ডে বলেন, পেনশন হচ্ছে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারিদের অধিকার। পেনশন সিস্টেমে সরলীকরণ করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। স্বাগত ভাষণ রাখেন অর্থ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব আকি'ন সরকার। তিনি বলেন, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারিদের অর্থনৈতিকভাবে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান সরকারের কাজ। সরকারিভাবে পেনশনারসদের জন্য ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে তিনি ব্যাংকগুলিকে পেনশনারদের প্রতি আন্তরিক হওয়ার পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারিদের হাতে পেনশন পেমেন্ট অর্ডার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি একাউন্ট জেনারেল ললিত কুমার বিমল, সিনিয়র একাউন্ট অফিসার অনিন্দিতা ধর, ট্রেজারি অফিসার শংকরনারায়ণ দাস, পেনশনারস সেলের কনভেনার ব্যোমকেশ চৌধুরী প্রমুখ।

দাবদাহে নাজেহাল অবস্থা, বাড়ছে ডাবের চাহিদা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। তীব্র গরমে যখন জ্বালা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। প্রচন্ড গরম থেকে খানিকটা রেহাই পাওয়ার জন্য অনেকেই সহ ঠান্ডা পানীয় এবং ডাবের জল পান করেন। সেই সুবাদে বাজারে ডাবের দাম দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ছোট মাঝারি ডাব ৭০-৮০ টাকা এবং বড় আকারের দাম ন্যূনতম ১০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। গরমে ডাবের দাম বৃদ্ধি পেলেও খানিকটা স্বস্তি ডাবের জলে চাহিদা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। শুধু রাজধানীর আগরতলা শহরেই নয় রাজ্যের শহর ও বাজার হাটেও ডাবের চাহিদা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ডাবের পাশাপাশি তালের জলের চাহিদাও বাড়ছে।

হাসফাস গরমে নাজেহাল সাধারন মানুষ। এই গরম থেকে স্বস্তি পেতে বাজারের বিভিন্ন ঠান্ডা পানীয়র যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। বাজারে কচি ডাবেরও যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। কচি নারকেলের ডাবের পাশাপাশি তালের শাঁসেরও চাহিদা রয়েছে বাজারে। তেলিয়ামুড়ার অম্পি চৌমুহনী এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে দেখা যায় তালের শাস ও কচি নারকেলের ডাব বিক্রয় করছেন বিক্রেতারা। এক বিক্রেতা জানান গরমের সময় এই তালের শ্বাস ও ডাব বিক্রয় করে সংসার প্রতিপালন করেন। একই সাথে গরমের মধ্যে মানুষকে একটু তৃপ্তিও দেওয়া যায়। গ্রামীণ এলাকা থেকে ডাব গুলি ক্রয় করে আনেন।

সংস্কৃতি আমাদের সবাইকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে : ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। আয়তন ও ভৌগোলিক দিক দিয়ে আমাদের দেশ বিশাল হলেও সাংস্ক'তিকভাবে আমরা সবাই একসূত্রে গেঁথে রয়েছি। এখানে নানা ভাষাভাষী অংশের মানুষ বসবাস করলেও সংস্ক'তি আমাদের সবাইকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। এটাই ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে সংগীত নাটক একাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত ৪ দিনব্যাপী অমৃত যুব কলোৎসব ২০২৩-২৪-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন। তিনি বলেন, মোঘল, ইংরেজরা দীর্ঘ বছর ধরে আমাদের দেশ শাসন করলেও ভারতবর্ষের চিরাচরিত সাংস্ক'তিক ঐতিহ্য হারিয়ে যায়নি। এই সাংস্ক'তিক ঐতিহ্য গোটা বিশ্বের সামনে ভারতকে একটা জায়গায় নিয়ে গেছে। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর গত ৭৫ বছরে আমাদের দেশে অনেক পরিবর্তন এসেছে। বৈভবশালী ভারতের চিত্র গোটা পৃথিবীর সামনে ফুটে উঠছে। আগরতলার বাইরে রাজ্যের অন্যত্র এই ধরনের অনুষ্ঠান করার জন্য তিনি উদ্যোক্তাদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে সংগীত নাটক একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিরাম ভারত কংকর বলেন, আজ এই অনুষ্ঠানের পাশাপাশি নাটক লেখার উপর যে কর্মশালা শুরু হয়েছে তা বিভিন্ন দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের নাটক লেখায় দক্ষতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে এই কর্মশালা এক বলিষ্ঠ ভূমিকা নেবে। স্বাগত ভাষণে সংগীত নাটক একাডেমির সচিব রাজ দাস বলেন, আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসেবে অমৃত যুব কলোৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। চেন্নাই থেকে এই উৎসবের সূচনা হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে এই উৎসবের আয়োজন করার পর আজ থেকে তা আগরতলায় শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে আজ থেকে ৩ দিনব্যাপী নাটক লেখার কর্মশালাও শুরু হয়েছে। এই কর্মশালায় প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার থেকে দু'জন বিশিষ্ট নাট্যকার এখানে এসেছেন। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন নর্থইস্ট কালচারাল সেন্টার আগরতলার অধিকর্তা হরিনাথ ঝা। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের সদস্য বিদ্যৎ দেববর্মা। উল্লেখ্য, রাজ্যের তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তর এই অনুষ্ঠান আয়োজনে সহায়তা করছে।

লঙ্কামুড়া এলাকায় জনগণের সমস্যা সম্পর্কে খোঁজ নিলেন প্রাক্তন বিধায়ক ডাঃ দিলীপ দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। লঙ্কামুড়া এলাকার উন্নয়নে এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক ডঃ দিলীপ দাস প্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন। বর্তমানে তিনি এলাকার নির্বাচিত বিধায়ক না হলেও এলাকা ও এলাকাবাসীর সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। লঙ্কামুড়া এলাকায় রয়েছে একটি শ্মশান। দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে শ্মশান ঘাটে যেতে এলাকার লোকজনদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। কেননা মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার রাস্তা ঘাট মেরামতি না করার কারণে ওই শ্মশান ঘাটে মৃতদহ নিয়ে যাওয়া খুবই কষ্টকর হয়ে ওঠে। এলাকার বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর এবং বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ডক্টর দিলীপ কুমার দাস তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এ রাস্তা সংস্কার করে দেওয়া হবে। আজ সম্পন্ন হল এই রাস্তা নির্মাণের কাজ ।এই রাস্তা পেয়ে লংকামুড়াবাসী খুশি। রাস্তার কাজ আজ ঘুরে দেখেন ডঃ দিলীপ কুমার দাস। তিনি এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান লঙ্কামুড়া এলাকায় পাঁচটি পুকুরকে একত্রিত করে এটিকে টুরিস্ট স্পট হিসেবে উন্নীত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এছাড়া লঙ্কামুড়া আলপনা গ্রামকে আরো উন্নত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এলাকাটি আগরতলা পুরো নিগমের অন্তর্গত হলেও এখনো ওই এলাকা ততটা উন্নয়নের সুযোগ সুবিধা পায়নি। ডক্টর দিলীপ দাস বর্তমানে বিধায়ক না হলেও এলাকা ও এলাকাবাসীর উন্নয়নে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আগরতলা পুর নিগম সহ বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে ওই এলাকার উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টা চালাচ্ছেন। শুধু তাই নয় তিনি নিজে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে এলাকার জনগণের মধ্যে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

জিবিপি হাসপাতালে হাঁটুর রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি সফলভাবে সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যাণ্ড জিবিপি হাসপাতালে এখন নানা ধরনের জটিল ও দুরুহ অ'পচার সফলভাবে সম্পন্ন করছেন শল্য চিকিৎসকগণ। গত ১ জন জিবিপি হাসপাতালের অস্থিরোগ বিশেষ' চিকিৎসকগণ আগরতলার ৬২ বৎসর বয়স্ক অবলা দাসের ডান হাঁটুর রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি সফল ভাবে সম্পন্ন করেন। দীর্ঘ দিন ধরে তিনি ডান হাঁটুতে প্রচণ্ড ব্যাথা ও যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। এই সমস্যা নিরসনে তিনি কয়েকদিন আগে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যাণ্ড জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসকদের শরণাপন্ন হন। হাসপাতালের বর্হিবিভাগের অস্থিরোগ বিশেষ' চিকিৎসকগণ মহিলার বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তাকে হাঁটু রিপ্লেসমেন্ট করার জন্য বলেন। তখন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যাণ্ড জিবিপি হাসপাতালের অস্থিরোগ বিশেষ' চিকিৎসক ডাঃ সুকোমল সরকার ও ডাঃ শঙ্কর দেববরায় মহিলার হাঁটুর রিপ্লেসমেন্ট সিদ্ধান্ত নেন। প্রায় দুই ঘন্টা ধরে এই অ'পচারে এনসেথেসিস্ট ছিলেন ডাঃ তুষার মজমদার। অস্ত্রোপচারের পর অবলা দাস এখন ভালো আছেন। উনার আয়ুমান কার্ড থাকায় সম্পর্ণ বিনামূল্যে তিনি এই চিকিৎসা পরিষেবা লাভ করেন। রাজ্যেই এই ধরনের ব্যায় বহুল অ'পচারের পরিষেবা লাভ করে রোগীর পরিবার পরিজনেরা চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি ক'ত'তা প্রকাশ করেন।

বড়দোয়ালীতে যুব মোর্চার জনসম্পর্ক অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। বড়দোয়ালী মন্ডল যুব মোর্চার পক্ষ থেকে বুধবার আগরতলায় ওমেন্স কলেজে জনসম্পর্ক কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিন সুশৃংখল হবে নতুন ভোটারদের রেজিস্ট্রেশন করানো হয়।৮ টাউন বড়দোয়ালী মন্ডল যুব মোর্চার পক্ষ থেকে মহাজনসম্পর্ক অভিযানকে কেন্দ্র করে নিউ ভোটার রেজিস্ট্রেশন করানো হয় রাজ্যের স্বনামধন্য কলেজ ওমেন্স কলেজে।পাশাপাশি এই দাবদাহে জলছত্রের ব্যবস্থা করা হয় ছাত্রীদের কথা চিন্তা করে। এছাড়া মন্ডল এলাকার বিভিন্ন সুবিধাভোগী যুবক-যুবতীদের সঙ্গে জনসম্পর্ক স্থাপন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিভিন্ন কর্মসূচি তাদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ৯ বছর কার্যকাল পূর্ণ উপলক্ষে দেশব্যাপী দলের তরফ থেকে যে প্রচার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই এই উদ্যোগ ননেওয়া হয়েছে।

এদিকে, আগামী ৭ থেকে ১০ জুন নতুন ভোটারদের সম্মাননা প্রদান করবে যুব মোর্চা। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কার্যকালের নয় বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজ্য জুড়ে লাভার্থী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ভারতীয় যুব মোর্চা মাসব্যাপী সাংগঠনিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বুধবার বিজেপির রাজ্য সদর কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান যুব মোর্চার সহ-সভাপতি ভিকি প্রসাদ। এদিন সাংবাদিকদের অবহিত করে তিনি জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নয় বছর কার্যকাল পূর্তি উপলক্ষে দল দেশব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যুব মোর্চা এ উপলক্ষে লাভার্থী সম্মেলন নতুন ভোটারদের সমবর্ধনা জ্ঞাপন এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। উপলক্ষে প্রতিটি জেলা ও প্রতিটি মন্ডল এলাকায় মাসব্যাপী জনসম্পর্ক অভিযান সংঘটিত করা হবে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে প্রতিটি কলেজে নতুন ভোটার সংগ্রহ অভিযান চালানো হবে। এছাড়া যুব মোর্চার কর্মীরা প্রতিটি এলাকায় সরকারি বিভিন্ন সুবিধা প্রাপ্তদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবে। এই কর্মসূচিকে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য যুব মোর্চা ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

পাঁচগ্রামে জাতীয় সড়কের ভাঙ্গন অনুসন্ধানে কমিটি গড়ার নির্দেশ

হাইলাকান্দি (অসম) ৭ জুন (হি.স.) : পাঁচগ্রামে শিলচর-বদরপুর জাতীয় সড়কের বরাক নদীর ভাঙ্গন স্থলটির কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি প্রশাসনিক কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বুধবার হাইলাকান্দিতে অনুষ্ঠিত জেলা উন্নয়ন কমিটির এক সভায় পৌরোহিত্যে করে জেলাশাসক নিসর্গ হিভারে এই নির্দেশ দেন। হাইলাকান্দি জেলার প্রশাসনিক এলাকায় অবস্থিত শিলচর-বদরপুর জাতীয় সড়কের এই অংশটির স্থায়ী মেরামতির জন্য কমিটি সুপারিশ প্রদান করবে প্রশাসনকে। সভায় শিক্ষা বিভাগকে ড্রপ আউট স্টুডেন্টদের তালিকা প্রণয়নের নির্দেশ দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে জানানো হয় যক্ষামুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্যে হাইলাকান্দি জেলায় ২৮৪ জন টিবি রোগীর নিয়মিত চিকিৎসা চলছে। এইসব রোগীদের পুষ্টিকর আহারের জন্য ফলমূল আহার সামগ্রী ইত্যাদি প্রদানের জন্য রোগীদেরকে এডপ্ট করার আহ্বান জানানো হয় সভায়। অসামরিক সরবরাহ বিভাগকে রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার সংযুক্তিকরণের কাজ দ্রুত শেষ করতে বলা হয়। জব কার্ড থাকা বাগান শ্রমিক যারা কাজ পাচ্ছেন না তাদেরকে এমএনরেগার অধীনে নিয়োগ দেওয়ার হবে বলে জানান জেলা শাসক। এই বিষয়টি জেলার সব কয়টি বাগানে জানিয়ে দিতে শ্রম বিভাগকে জানানো হয় সভায়। কাজের ওয়ার্ক অর্ডার পাওয়ার পরও পিএইচই বিভাগে যেসব ঠিকাদার কাজ শুরু করেননি তাদের বরাত অবিলম্বে বাতিল করতে সভায় নির্দেশ দেন জেলা শাসক। প্রসঙ্গত পিএইচই বিভাগের প্রকল্প গুলি বাস্তবায়নে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সময় নষ্ট না করে তা অবিলম্বে জেলা প্রশাসনকে জানাতে বলা হয়। চাইল্ড প্রটেকশন বিভাগ থেকে জানানো হয় , সম্প্রতি জেলায় শিশু শ্রমিক উদ্ধার অভিযান চালিয়ে পাঁচটি শিশু শ্রমিককে উদ্ধার করা হয়েছে।

ট্রেন দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের চেক দিলেন মমতা

কলকাতা, ৭ জুন (হি. স.) : বালেশ্বরে ট্রেন দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির হাতে আর্থিক সাহায্যের চেক তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে দেওয়া হল ক্ষতিগ্রস্ত কিছু পরিবারের একজনকে হোমগার্ডের নিয়োগপত্র।বুধবার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য এই চেক দেওয়া হয়। ঘোষণা অনুযায়ী নিহতদের পরিবার পিছু ৫ লক্ষ টাকা, গুরুতর আহতদের পরিবারের হাতে ১ লক্ষ টাকা, অল্প আহতদের ৫০ হাজার টাকা এবং দুর্ঘটনাগ্রস্থ ট্রেনের পরিযায়ী যাত্রীদের হাতে ১০,০০০ হাজার টাকা এদিন দেওয়া হয়।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এখনও পর্যন্ত রাজ্যের ১০৩ জন মৃতের মধ্যে ৮৬ জনের দেহ পাওয়া গেছে। এই ৮৬ জনের পরিবারের হাতেই এদিন আর্থিক সহায়তার চেক এবং নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে দুর্ঘটনায় যে তিনজন যাত্রীর অঙ্গহানি হয়েছে তাঁদেরও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।"মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ১৭২ জন গুরুতর আহতদের ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা দেওয়া ছাড়াও আগামী তিন মাস দু"হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। ৬৩৫ জন অল্প আহতকে ৬০ হাজার টাকা দেওয়া ছাড়াও আগামী তিন মাস দু"হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।এদিন ঘোষণা করা হয়, ৭৯৯ জন পরিযায়ী শ্রমিক যাঁরা এখন বাইরে কাজের জন্য যেতে পারছেন না তাঁদের ১০,০০০ টাকা দেওয়া ছাড়াও আগামী তিন মাস দু"হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। এছাড়াও ৫০ জন ছাত্র ও ৫০ জন ছাত্রীর পড়ুয়ার লেখাপড়ার দায়িত্ব নিয়েছে রাজ্য সরকার। দুর্ঘটনায় নিহতদের চিহ্নিতকরণের জন্য আরও ৫০ জনের ডিএনএ পরীক্ষা হবে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের যাতে আইসিডিএস-এর কাজে লাগানো যায় এদিন বিষয়টি দেখতে উপস্থিত রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা এবং চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে দেখতে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

পণ্যবাহী ট্রেনের ধাক্কায় ছয় শ্রমিকের মৃত্যু

ভুবনেশ্বর, ৭ জুন (হি.স.) : বুধবার ওড়িশার জাজপুর রোড রেলওয়ে স্টেশনে একটি পণ্য ট্রেনের ধাক্কায় ছয় শ্রমিক নিহত এবং আরও দুইজন গুরুতর আহত হয়েছেন। সরকারি সূত্রের খবর, বৃষ্টির মধ্যে ঝড় এড়াতে ইঞ্জিনবিহীন একটি মাল ট্রেনের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলেন এই শ্রমিকরা। তারপর হঠাৎ ট্রেনটা একটু এগিয়ে গেল। এর জেরেই এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলেই তিন শ্রমিক মারা যান, আহত অবস্থায় পাঁচজনকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা আরও তিনজনকে মৃত ঘোষণা করেন। বাকি দুজন গুরুতর আহতকে কটকের এসসিবি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ককবরক ভাষায় রোমান স্ক্রিপ্টের দাবিতে আগরতলায় ধর্না। ছবি নিজস্ব।

এনসিসির প্রশিক্ষণ শিবির সমাপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। ত্রিপুরার বিভিন্ন স্কুলের এনসিসি-র ক্যাডেটদের নিয়ে শুরু হয়েছিল দশদিনের বার্ষিক ক্যাম্পের। বুধবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এনএসআরসিসি হলে ১০ দিন ব্যাপী চলা ক্যাম্পের পরিসমাপ্তি ঘটে।সমাপ্তি অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি কমান্ডেন্ট কর্নেল বিনয় রাউঠান সহ অন্যান্যরা। সমাপ্তি দিনে ৪০০ জন ক্যাডেট অংশ নেয়। ১০ দিনের বার্ষিক ক্যাম্পের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে ক্যাডেটদের অবগত ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মূলত মহিলা শশক্তিকরণ ও ক্যাডেটের ব্যক্তিত্ব বিকাশ। মিলিটারি ট্রেনিং, ফায়ারিং, অপটিক্যাল কোর্স করানো হয়েছে। অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাদের সুচিন্তিত পরামর্শ প্রদান করেছেন। আগামী দিনে রাজ্যের এন সি সি ক্যাডেটরা রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

অর্থনীতির মূল ভিত্তি হচ্ছে কৃষি : সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। ত্রিপুরার অর্থনীতির মূল ভিত্তি হচ্ছে কৃষি। ত্রিপুরার মোট জিএসডিপি-র ৪৩ শতাংশ প্রাইমারি সেক্টর থেকে আসে। এরমধ্যে কৃষি ও কৃষি সহযোগী ক্ষেত্রগুলি থেকে ৩৬ শতাংশ আসে। আজ সবিচালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানালেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব অর্পূব রায়।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় মোট ভৌগোলিক আয়তনের ২৪ শতাংশ কৃষিযোগ্য জমি আছে। এবছর আমন ধানচাষের জন্য প্রায় ১ লক্ষ ৪৮ হাজার হেক্টর এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। এরজন্য কৃষকদের বিভিন্ন উৎপাদন সামগ্রী দেওয়ার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।সাথে তিনি যোগ করেন, জুন মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে জুলাই মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত আমন ধানের বীজতলা তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছে কৃষকরা। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় বর্তমানে ৩২টি কৃষি মহকুমায় কৃষকবন্ধু কেন্দ্র চালু রয়েছে।কৃষকবন্ধু কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ সহ বিভিন্ন পরামর্শ কৃষকদের দেওয়া হচ্ছে। ত্রিপুরায় ২ হাজার হেক্টর জমিতে মিলেট চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।ছোট দানাদার খাদ্যশস্য মিলেটের পুষ্টিগুণ অনেক বেশি বলে জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, চলতি অর্থবর্ষে দপ্তর ১ হাজার ৩৩০ হেক্টর এলাকায় ফল চাষ, ২,৫০০ হেক্টর এলাকায় সব্জি চাষ, ৪০০ হেক্টর এলাকায় মশলার চাষ করার উদ্যোগ নিয়েছে। এছাড়া পুরোনো ফল বাগানের সংস্কার করা হবে ৫৫২ হেক্টর। নতুন ২টি নার্সারিতে ২ লক্ষ চারা লাগানো হবে বলে জানান তিনি।

তাছাড়া, কৃষি কাজে দক্ষতা বাড়াতে মোট ৫,৩৬৯ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ধলাই জেলার আমবাসাতে ১টি ইন্টিগ্রেটেড প্যাক হাউস স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় ২০২৩-২৪ সালে মোট ১ লক্ষ কৃষক পরিবারের মধ্যে ১৫ লক্ষ ফলের চারা ও ১ লক্ষ সব্জি বীজের প্যাকেট বিতরণ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।